এলজিইডির
বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০১৭-২০১৮

সেপ্টেম্বর ২০১৮

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৭-২০১৮

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে, জেনে আমি আনন্দিত।

এলজিইডি পল্লি ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি অগ্রগণ্য ভূমিকা রাখছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা বিনির্মাণে বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি ও শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে ব্রতী হন। সোনার বাংলা বিনির্মাণের সূচনালগ্নে জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যার মাধ্যমে দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা ঘটে। ঘনকালো মেঘ কাটিয়ে বাংলাদেশ আবারও ঘুরে দাঁড়ায়। দীর্ঘপথ পেরিয়ে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আবারও বাংলাদেশ অগ্রগতির পথে যাত্রা শুরু করে।

বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। এ অভিযাত্রায় এলজিইডি গর্বিত এক অগ্রগামী সংস্থা। সূচনালগ্ন থেকেই এলজিইডি দেশব্যাপী উন্নয়নের শক্ত ভিত নির্মাণ করছে। বর্তমান সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০'-এর আলোকে প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসরণে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে এলজিইডি নিরলস কাজ করে চলেছে।

নির্মিত এ শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের পথে যাত্রা শুরু করেছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) গত ১৬ মার্চ ২০১৮ নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এ স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা-এ তিন সূচকের সব ধাপ বাংলাদেশে সফলভাবে অতিক্রম করেছে।

এলজিইডি যোগ্য নেতৃত্ব, সঠিক কর্মপরিকল্পনা, কর্মসম্পাদনে স্বচ্ছতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ সংস্থার রয়েছে বিশাল দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল জনবল। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র পর্যায়ক্রমিক সাফল্য প্রায় শতভাগ; যা প্রশংসার দাবি রাখে। পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে সংস্থাটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আমি বিশ্বাস করি ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি হবে বৃহৎ অংশীদার।

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাফল্য কামনা করছি। এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। ৬০-এর দশকে পূর্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও সময়ের পরিক্রমায় এর কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে। এলজিইডি পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নগর উন্নয়নেও কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আজ দেশব্যাপী যে উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত রচিত হয়েছে তার গোড়া পত্তন করে এলজিইডি।

এলজিইডি'র নির্মিত ভৌত অবকাঠামো দেশের সকল প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ দূরত্ব কমিয়ে এনেছে। আজ সহজেই মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত এবং পণ্য ও সেবা পরিবহন করতে পারছে। দেশে আজ শক্তিশালী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ২০১৬ সালের বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে ৮টি দেশের (নেপাল, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, মোজাম্বিক, তানজানিয়া, উগান্ডা, এবং জাম্বিয়া) মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম পাকা সড়ক থেকে সর্বোচ্চ দু'কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত, যা মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত। এতে করে স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাটবাজারগুলোর মধ্যে এক শক্তিশালী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে বাংলাদেশের এ অগ্রগতির অন্যতম রূপকার এলজিইডি। বিশ্বব্যাংক এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশকে 'এলজিইডি মডেল' অনুসরণের জন্য সুপারিশ করেছে।

এলজিইডি গ্রামীণ বিকাশমান অর্থনীতির উপযোগী সড়ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করছে। গড়ে তোলা এ বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক চলাচলের উপযোগী রাখা এলজিইডি'র জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ বাস্তবতায় এলজিইডি সড়ক রক্ষনাবেক্ষণের বিষয়টি বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সংস্থাটির পেশগত উৎকর্ষ ও কাজের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এলজিইডি'র এ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকারের অন্যতম সহায়ক শক্তি।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার এ শুভ ক্ষণে আমি এলজিইডি'র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

১৯/১১/২০১৮

(ড. জাফর আহমেদ খান)

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাণী

এলজিইডি একটি গতিশীল সরকারি প্রকৌশল সংস্থা। গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার এলজিইডি। এলজিইডি পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং ক্রমশ এর প্রভাব দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। জনগণ এসব কার্যক্রমের সুফল পাচ্ছেন; তাদের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।

রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, হাট/বাজার ও গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের মাধ্যমে এলজিইডি দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ অবকাঠামো গড়ে তুলেছে, যা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এলজিইডি একই সঙ্গে ইউনিয়ন ও উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে একইভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ জনবলয় গড়ে তুলতে কাজ করছে।

উঁচুমানের দক্ষ জনবল ও কাজের গুণগতমান বিবেচনায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও তাদের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'কে সম্পৃক্ত করছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণসহ আরও বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

এলজিইডি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে। এলজিইডি এখন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রমাণ করে বিশ্বমানের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন অবকাঠামো নির্মাণে এলজিইডি পারদর্শী। সূচনালগ্ন থেকে এলজিইডি পল্লি সড়কে ছোট ও মাঝারি আকারে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করলেও বর্তমানে সফলতার সঙ্গে বৃহৎ সেতু নির্মাণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ "শেখ হাসিনা ধরলা সেতু", রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মহিপুর বাজারস্থ তিস্তা নদীর উপর ৮৫০ মিটার দীর্ঘ "গঙ্গাচড়া শেখ হাসিনা সেতু" ইত্যাদি।

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একুশ শতকের উপযোগী পরিকল্পিত নগর গড়তে এলজিইডি'র রয়েছে নানা উদ্যোগ। বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকার নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও পৌরসভার সার্বিক পরিচালন ব্যবস্থা যেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্য প্রযুক্তি, সুশাসন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে এলজিইডি সহায়তা দিয়ে আসছে।

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে এলজিইডি দেশব্যাপী সেবা সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখিকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করছে। সারাদেশে এযাবৎ এক হাজার একশত ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নারী-পুরুষের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এসব উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দুস্থ ও অসহায় নারীদের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে এসব কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

দেশব্যাপী গড়ে তোলা বিস্তৃত সড়ক নেটওয়ার্ক বছর ব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে চলাচলের উপযোগী রাখতে এলজিইডি প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

এ প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এলজিইডির কর্মকান্ডের সার্বিক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদন প্রস্তুতের সঙ্গে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

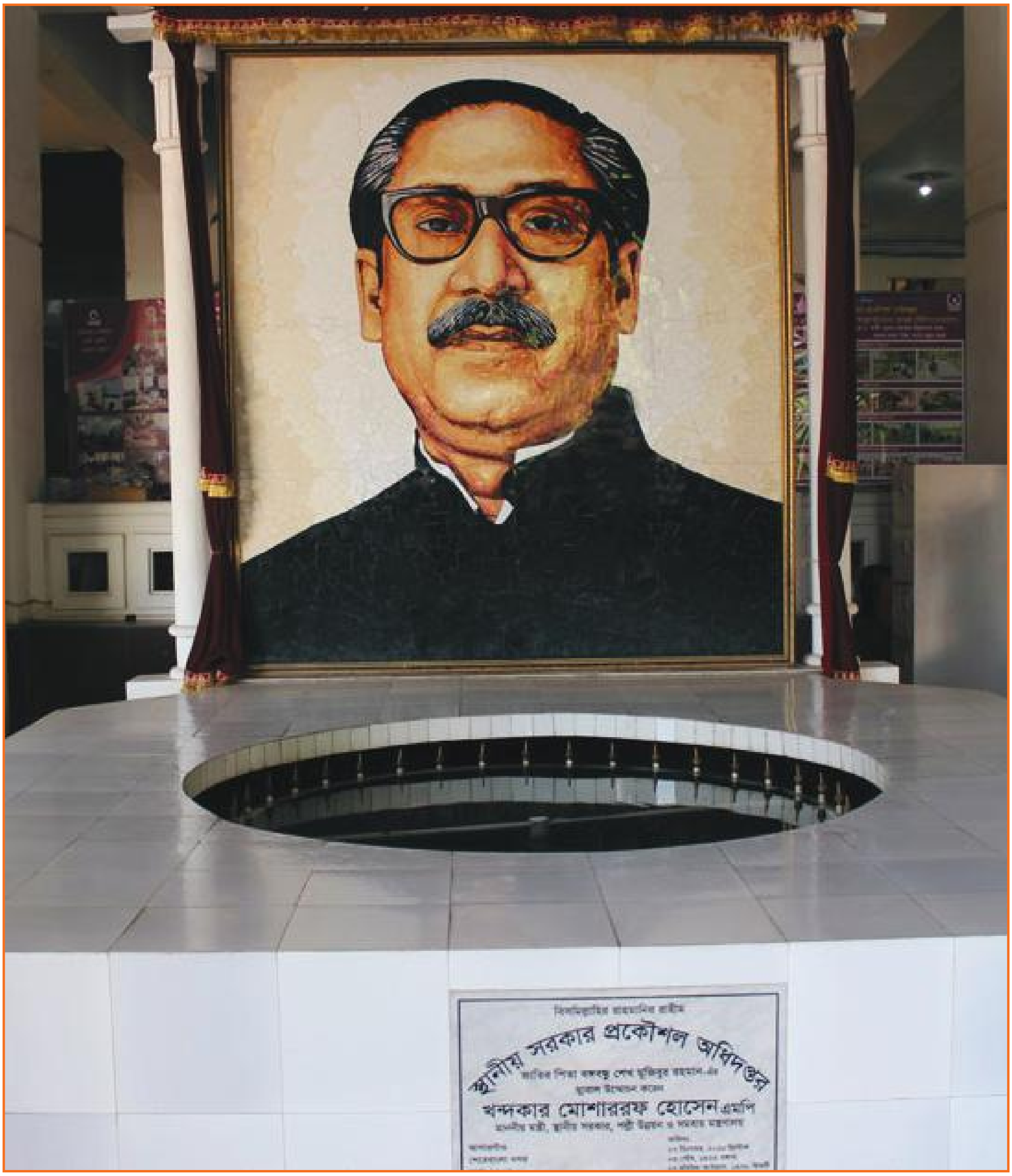

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল

সাফল্যের স্বর্ণালী সময়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে রাজশাহীর পবায় বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ।

৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সিরাজগঞ্জে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ।

সূচিপত্র

বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং
২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন	০১
পটভূমি	০২
এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র	০১
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত এলজিইডি'র কর্মকান্ড	০২
অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকান্ড	০২
এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ	০৪
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম	০৫
প্রশাসনিক ইউনিট	০৫
প্রশাসনিক	০৫
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান	০৫
নতুন নিয়োগ	০৫
পদোন্নতি	০৫
প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম	০৫
আইন সংক্রান্ত	০৭
রাজস্ব আয়	০৮
আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)	০৯
ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট	১০
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)	১০
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)	১২
পরিকল্পনা ইউনিট	১৩
ডিজাইন ইউনিট	১৫
ব্রিজ ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ	১৫
বিভিন্ন ধরনের ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ	১৬
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট	১৭
প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৭
মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা	১৭
মাসিক পর্যালোচনা সভা	১৮
এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	১৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ	২২
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	২২
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিদর্শন টীমসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	২৩
২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২৪
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা	৪৫
২০১৭-১৮অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৪৯
২০১৭-১৮অর্থ বছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৪৯
২০১৭-১৮অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৫০
২০১৭-১৮অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ	৫২
কিছু স্মরণীয় মূহুর্ত	৫৫

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লি অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন	৫৭
সড়ক উন্নয়ন	৫৭
২০১৭-১৮অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক কয়েকটি উন্নীত সড়কের আলোকচিত্র	৫৭
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৫৭
গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন	৫৯
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৫৯
উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ	৬০
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	৬১
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উনড়বয়ন প্রকল্প-২ (আইআরআইডিপি-২)	৬৩
আইআরআইডিপি-২ এর আওতায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু নমুনা ফটোগ্রাফ	৬৩
রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট	৬৪
রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৬৪
রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়	৬৫
২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কয়েকটি সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ছবি	৬৭
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট	৬৯
নগর ব্যবস্থাপনা	৬৯
অবকাঠামো উন্নয়ন	৬৯
এলজিইডি'র নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	৭৪
নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম	৭৪
মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প	৭৪
তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-৩	৭৭
অগ্রগতি	৭৮
ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর চিত্র	৮০
সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (সিজিপি)	৮২
নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৮২
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	৮৫
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের কিছু আলোকচিত্র	৮৫
উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প	৮৭
উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের কিছু আলোকচিত্র	৮৮
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৯১
মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট	৯৪
নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	৯৬
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন	৯৯
পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৯৯
দক্ষতা বৃদ্ধি	৯৯
কম্পিউটারাইজেশন	৯৯
পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা	১০০
পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য পৌরসভা পরিচালনা বিষয়ক দক্ষতাবৃদ্ধির সহায়তা	১০০
আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১০০
কমিউনিটি মবিলাইজেশন	১০০
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১০০
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম	১০০
স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১০০

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ১০১
পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম) ১০১
উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ১০১
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পসমূহ ১০১
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প ১০২
প্রকল্পটির ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে ১০২
রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ১০৫

প্রশিক্ষণ ইউনিট ১০৬
প্রশিক্ষণ ১০৬
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১০৬
রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১০৬
প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবি ১০৭
উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১০৮
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি ১১১
জাতীয় কর্মশালা/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্যাদি ১১২
প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবি ১১২

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট ১১৩
কার্যাবলী ১১৩
ই গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়ন ১১৩
ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র অগ্রগতি ১১৩
সক্ষমতা উনড়বয়ন (Capacity Development) ১১৪
অবকাঠামোগত অগ্রগতি (Infrastructural Progress) ১১৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human ResourceDevelopment) ১১৫
ই-জিপি সম্প্রসারণে সিপিটিইউ'র Co-Implementing Agency হিসেবে দায়িত্ব পালন ১১৫

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ১১৬
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ ১১৬
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি ১১৬
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৭-১৮অর্থ বছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ১১৭
মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১১৭
ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং ১১৭

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট ১১৮

২০১৭-১৮অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচনে এলজিইডি'র সাফল্য ১২১
পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ১২১
রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ১২১
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশ ১২৪
হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং ক্লাইমেট এডাপটেশান এবং লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ) ১২৯
টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উনড়বয়ন প্রকল্প ১৪০
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ১৪১
নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ১৪৩
অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন ১৪৩
মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি ১৪৪

জেণ্ডার ও উন্নয়ন (GAD) ১৪৬

ডে-কেয়ার সেন্টার ১৪৬

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন ১৪৭

''কাইজেন'' কার্যক্রম ১৫০

২০১৭-১৮অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ **১৫১**

২০১৭-১৮অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৫৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৮.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভারের শুভ উদ্বোধন ১৫৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'র শুভ উদ্বোধন ১৫৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় পাইকগাছা আরএন্ডএইচ-বাঁকা জিসি সড়কে কপোতাক্ষ নদীর উপর নির্মিত ৩১৫ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট ব্রীজের শুভ উদ্বোধন ১৫৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন হারতা-বানারীপাড়া বর্ডার রাস্তায় হারতা বাজারের নিকট কঁচা নদীর উপর নির্মিত ২৮০ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন ১৫৩

স্থানীয় সরকার, পল্লী উনড়বয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং জাহাঙ্গীরপুর ও নান্দাইল ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন ১৫৩

২০১৭-১৮অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ ১৫৪

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর ১৫৪

গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড ঃ এলজিইডি ও কেএফডব্লিউ'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ১৫৫

সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দীর্ঘ সেতু ও সড়ক নির্মাণের জন্য সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ১৫৬

দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৮' তে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ ১৫৭

Abbreviations:

ADB	-	Asian Development Bank
ADP	-	Annual Development Progamme
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute
BIM	-	Bangladesh Institute of Management
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute
CBO	-	Community Based Organization
CDC	-	Community Development Committee
CDD	-	Community Driven Development
CDTA	-	Capacity Development Technical Assistance
CFW	-	Cash For Work
CIDA	-	Canadian International Development Agency
CMSU	-	Central Municipal Support Unit
CPT	-	Cone Penetration Test
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
CPWF	-	Challenge Program on Water and Food
DAE	-	Department of Agricultural Extension
DANIDA	-	Danish International Development Agency
DFC	-	Danida Fellowship Centre
DFID	-	Department for International Development
DLS	-	Department of Livestock Services
DPEC	-	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	-	Electronic Government Procurement
ERD	-	Economic Relations Division
ESCB	-	Engineering Staff College, Bangladesh
FAPAD	-	Foreign Aided Project Audit Directorate
FSDD	-	Feasibility Study and Detailed Design
GAD	-	Gender and Development
GAP	-	Gender Action Plan
GAAP	-	Governance and Accountability Action Plan
GICD	-	Governance Improvement & Capacity Development
GIS	-	Geographic Information System
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICT	-	Information and Communication Technology
IDA	-	International Development Association
IDB	-	Islamic Development Bank
IEB	-	Indian Economy Blog
IEI	-	Institution of Engineers (India)
IFAD	-	International Fund for Agricultural Development
IMED	-	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
ISSAI	-	International Standards of Supreme Audit Institutions
JDCF	-	Japan Debt Cancellation Fund
JFPR	-	Japan Fund for Poverty Reduction
JICA	-	Japan International Cooperation Agency

KfW	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau
LGED	-	Local Government Engineering Department
LAN	-	Local Area Network
LCS	-	Labour Contracting Societies
MIS	-	Management Information System
MSU	-	Municipal Support Unit
NORAD	-	Norwegian Agency for Development Cooperation
OFID	-	OPEC Fund for International Development
ORAF	-	Operational Risk Assessment Framework
UMPS	-	Urban Management Policy Statement
PBMC	-	Performance Based Maintenance Contract
PCR	-	Project Completion Report
PEC	-	Project Evaluation Committee
PPRP-II	-	Second Public Procurement Reform Project
PPR-2008	-	The Public Procurement Rules, 2008
PRA	-	Participatory Rural Appraisal
PROMIS	-	Procurement Management Information System
RERMP	-	Rural Employment and Road Maintenance Programme
RDS	-	Rural Development Strategy
RFLDC	-	Regional Fisheries and Livestock Development Component
HILIP	-	Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project
HFMLIP	-	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project
RTIP-II	-	Second Rural Transport Improvement Project
RUMSU	-	Regional Urban Management Support Unit
SCG	-	Savings and Credit Group
SFD	-	Saudi Fund for Development
SIC	-	Slum Improvement Committee
SWBRDP	-	South-West Bangladesh Rural Infrastructure Development Project
TLCC	-	Town Level Coordination Committee
UGIAP	-	Urban Governance Improvement Program
UGIIP-II	-	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
PSSWRSP	-	Participatory Small Scale Water Resources Sector Project
UK	-	United Kingdom
UNDP	-	United Nations Development Program
UMSU	-	Urban Management Support Unit
UNFCCC	-	United Nations Framework Convention on Climate Change
USAID	-	United States Agency for International Development
TA MSP-2	-	Technical Assistance for Municipal Services Project-2
WAN	-	Wide Area Network
WFP	-	World Food Program
WLCC	-	Ward Level Coordination Committee

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

পটভূমি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সরকারের 'রূপকল্প-২০২১', ৭ম পঞ্চপার্ষিক পরিকল্পনা এবং 'টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য-২০৩০' বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। কারিগরি জনশক্তি, বার্ষিক বাজেট এবং তৃণমূল বিস্তৃতি-এ বিচারে বৃহত্তম সরকারি উন্নয়ন সংস্থ।

এলজিইডি দেশের পল্লী, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে। পল্লী, নগর এবং ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র গৃহীত প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহ স্থানীয় অর্থনীতিকে সচল রাখে, প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

এলজিইডি'র অন্যতম প্রধান কাজ হলো পল্লি সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পল্লি সড়ক পল্লি জনগোষ্ঠীর ভিত্তি অবকাঠামো, যাকে কেন্দ্র করে পল্লি অর্থনীতির সঞ্চালন এবং পল্লি জনজীবনের অনেক সুযোগ সুবিধা ধারাবাহিকভাবে বিকশতি হয়। টেকসই পল্লি সড়ক গতিশীল পল্লি অর্থনীতির পাশাপাশি অন্য সকল আর্থ সামাজিক সুবিধা যেমন-শিক্ষা, স্বাস্থ্যে প্রবেশগম্যতা, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্যমুক্তি, নারী উন্নয়ন, ব্যবসা উদ্যোগ ইত্যাদি সহজ করে দেয়।

পল্লি অবকাঠামোর পাশাপাশি এলজিইডি'র আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হলো নগর উন্নয়ন। বাংলাদেশের জিডিপির শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী নগরকেন্দ্রিক। অথচ নগর মোট ভূমির প্রায় ৮ ভাগ এবং নগরের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ। এ কারণে, দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উত্তরণ, উৎপাদন সহযোগী অবকাঠামো এবং নাগরিক জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নগর উন্নয়ন অপরিহার্য। নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি নাগরিক সেবার মানোন্নয়নও প্রয়োজন। এ কারণে, এলজিইডি নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাসমূহের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য কাজ করে।

খাদ্য ও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে এলজিইডি এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ হেক্টর ভূমির পানি সম্পদ উন্নয়ন করেছে। এ জমিগুলো পূর্বে বন্যায়, জলাবদ্ধতায় কিংবা সেচের অভাবে অনাবাদী ছিল। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল সংস্থা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের পাশাপাশি এলজিইডি'র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ফলে এখন খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে। পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদনও বেড়েছে। কৃষি শ্রমিকের কর্মসংস্থান বেড়েছে-কৃষকের আয় বেড়েছে। সরকারের এ সকল উদ্যোগ দেশকে দারিদ্র্য হ্রাসসহ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পথে সহযোগিতা করেছে।

এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হিসেবে এলজিইডি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও মূল দায়িত্ব পালন করছে। উপরন্তু, প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলার অংশ হিসাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও এলজিইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

এভাবে, পল্লি, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এলজিইডি সরকারের রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য-২০৩০ বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য (এসডিজি)'র ১৭টি অভিলক্ষ্য এবং ১৬৯টি টার্গেটের মধ্যে ১০টি অভিলক্ষ্য এবং ২২টি টার্গেট বাস্তবায়নের সাথে এলজিইডি সম্পৃক্ত।

এই প্রতিবেদন মূলতঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের অধীনে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহে ব্যয়িত অর্থের বিবরণসহ একটি বাৎসরিক ক্ষতিয়ান। রাজস্ব অর্থে পরিচালিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যাদি, এলজিইডি'র প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বাস্তবায়িত নির্মাণ কার্যক্রমের গুণগত মান রক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদিও এই প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিচালিত এলজিইডি'র সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য এই প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র

এলজিইডি কর্তৃক প্রতিপালিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মকান্ড নিচে প্রদত্ত অনুচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত এলজিইডি'র কর্মকান্ড

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পরিচালিত। প্রধানতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের উপর পরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা নিচের সারণিতে প্রদত্ত হয়েছে।

	এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/ সংস্কার ঘাট/জেটি নির্মাণ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বৃক্ষরোপণ	সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ নর্দমা নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ বাজার উন্নয়ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি	স্লুইস গেট নির্মাণ রাবার ড্যাম নির্মাণ খাল খনন ও পুনঃখনন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা

অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকান্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরূপ প্রকল্পের ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

	অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি'র কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান ভৌত অংগ

অংগের নাম
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ
বাজার উন্নয়ন
ল্যান্ডিং স্টেজ/ঘাট/জেটি নির্মাণ
রাবার ড্যাম নির্মাণ
রেগুলেটর নির্মাণ
ড্রেন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামত
ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ,
কমিউনিটি ল্যাট্রিন/সেপটিক ট্যাংক/টয়লেট/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
চর এলাকায় সাইক্লোন সেল্টার ও কিল্লা নির্মাণ
প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও ২/৩ কক্ষ সম্প্রসারণ
পিটিআই ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ

বর্ণিত কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি'র অনুকূলে প্রদত্ত মোট অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৬,৪৩৩.০০ কোটি টাকা। প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ১৫,৪২১.৯৫ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে যা বাংলাদেশ সরকারের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বাজেটের (১,৫৭,৫৯৪.৩৯ কোটি টাকা) শতকরা ৯.৫৯ ভাগ। নিচে প্রদর্শিত পাইচিত্রে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় এলজিইডি'র অনুকূলে সেক্টরওয়ারী অর্থ বরাদ্দের আনুপাতিক হার প্রদর্শিত হয়েছে।

	২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের আনুপাতিক চিত্র

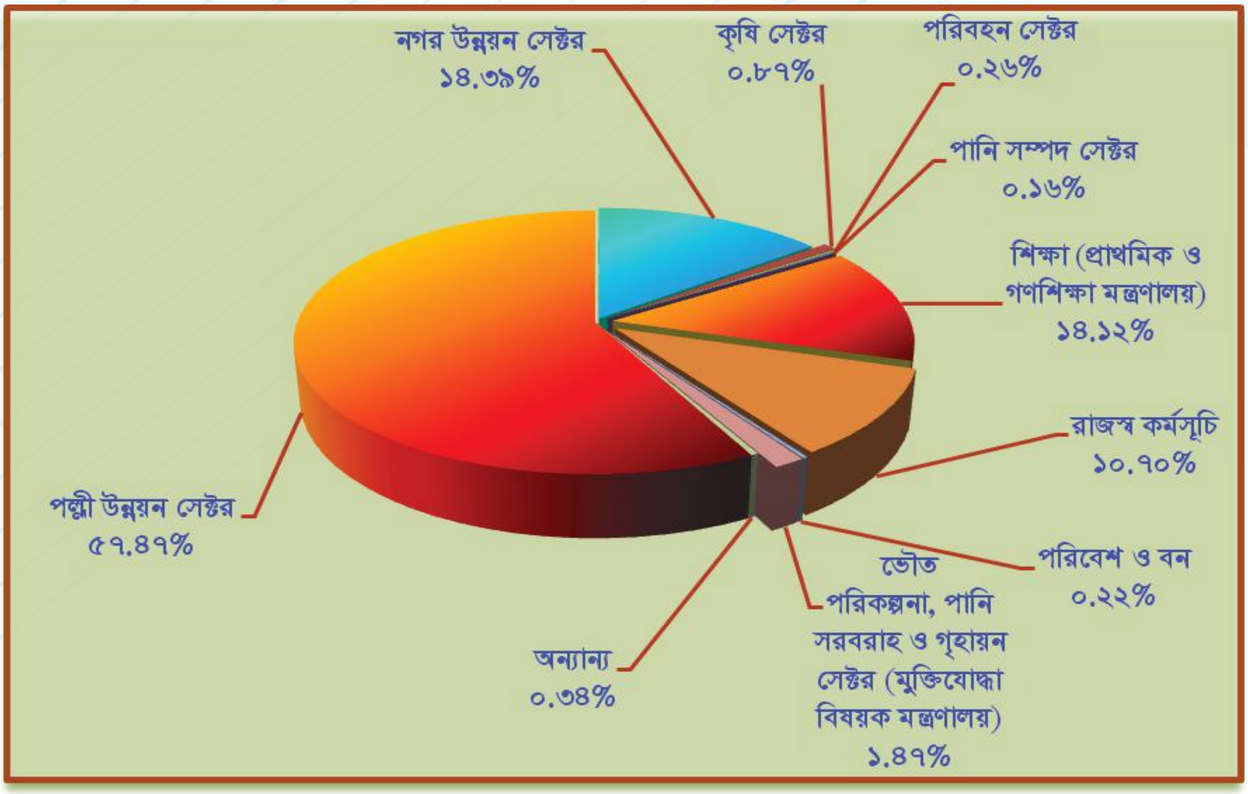

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত নিচের বক্সে প্রদর্শিত ১১টি ইউনিটের মাধ্যমে এলজিইডি তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্বাবলী পালন করে। প্রত্যেকটি ইউনিটই তাদের দায়িত্বাধীন যাবতীয় কর্মকান্ড পূর্ণ সক্রিয়তার সঙ্গে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও যথোপযোগী পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে এবং ইউনিটের পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ইউনিটসমূহ

১)	প্রশাসনিক	৭)	নগর ব্যবস্থাপনা
২)	ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি)	৮)	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন)
৩)	পরিকল্পনা	৯)	পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
৪)	ডিজাইন	১০)	প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
৫)	প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন	১১)	প্রকিউরমেন্ট
৬)	রক্ষণাবেক্ষণ		

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট

প্রশাসনিক

সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১৯ জন (মোট জনবলের ১.৯৬%), ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে ৬০ জন (মোট জনবলের ০.৫৪%), ১৪টি আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৪০ জন (মোট জনবলের ১.২৫%), জেলা পর্যায়ে ১,২৮২ জন (মোট জনবলের ১১.৪৬%), জেলা পরিষদে (প্রেষণে) ২০৪ জন (মোট জনবলের ১.৮৩%) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯,২৯৬ জন (মোট জনবলের ৮৩%), অর্থাৎ সর্বমোট ১১,২০১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। এই সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দই তাদের আনুগত্য, প্রতিশ্রুতি, নিষ্ঠা, সততা এবং উচ্চ কর্মদক্ষতা দিয়েই এলজিইডির উপর অর্পিত সকল দায়িত্বাবলী যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সূচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকেন। এলজিইডির সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ প্রধান প্রকৌশলী পদে বর্তমানে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার সঙ্গে তার দায়িত্বাবলী পালনে সম্পূর্ণ সচেষ্ট।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কার্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে বিবৃত হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

নতুন নিয়োগ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪ জন সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে নতুন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পদোন্নতি

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে মন্ত্রণালয় হতে ৫ জনকে চলতি দায়িত্ব হিসেবে এবং ১ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী হতে ৬ জনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি এবং ১৬ জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হতে ১৪ জনকে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি এবং ১০ জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের ৩ জন কর্মকর্তাকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ৬ জন সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) কে নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) হিসেবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ১ জন সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) কে নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) হিসেবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী হতে ৪৩ জনকে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের ৪৭ জন কর্মকর্তাকে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সমমানের কর্মকর্তাগণের মধ্যে ৩৫ জনকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে ১১০ জনকে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম

কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা উন্নয়ন কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পরিদর্শন টিম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে অপরাধ ভেদে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ সময়ে এলজিইডির ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মোট ১৩টি বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তাব করা হয়। তন্মধ্যে ১টি মামলায় ১ জনকে সতর্কীকরণ পূর্বক মামলা হতে অব্যহতি প্রদান করা হয়েছে। বাকী ১২টি মামলা চলমান রয়েছে। এলজিইডির ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১৭টি বিভাগীয় মামলার বিপরীতে ২ জন এর বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপ করে মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১৫টি বিভাগীয় মামলা চলমান আছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দাপ্তরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত মামলা সমূহের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিম্নরূপঃ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী	১৩	১	-	১২

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১৬	-	২	১৪
২)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	১	-	-	১
মোট		১৭	-	২	১৫

এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় পরিলক্ষিত ব্যর্থতার অভিযোগে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৬০ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ২১ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচের সরণিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৈফিয়ত তলব সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	কৈফিয়ত তলবের সংখ্যা
১)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী	৬০
২)	উপ-সহকরী প্রকৌশলী	১৭
৩)	নক্সাকার(উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	৪
	মোট	৮১

আইন সংক্রান্ত

এলজিইডি'র প্রতিষ্ঠার পর থেকে কাজের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সাংগঠনিক কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনবল ও কাজের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা প্রকার আইনি জটিলতাও একই সাথে বাড়তে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে, সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সদর দপ্তরে আইন ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর তত্ত্বাবধানে একজন সিনিয়র মনিটরিং কনসালটেন্ট হিসেবে একজন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ (অবঃ), একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, একজন সহকারী প্রকৌশলী এবং একজন আইনজীবী/মনিটরিং অফিসার সহ মোট ০৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে আইন ইউনিটটি পরিচালিত হচ্ছে।

সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা, উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণ সংক্রান্ত মামলা, উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, দরপত্র চুক্তি বাস্তবায়ন, দরপত্র চুক্তি বাতিল ও অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মামলা এই ইউনিট পরিচালনা ও সমন্বয় করে থাকে।

এ ইউনিট অধিদপ্তরের পক্ষে যে সমস্ত মামলা মোকাবেলা করে, তা সাধারণতঃ তিন প্রকার আদালতের আওতাভুক্ত। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ আদালত এবং উহার অধীনস্থ অন্যান্য আদালত।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগে মোট ৮২৮টি মামলা দাখিল হয়, যার মধ্যে ৩৯০টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৪৩৮টি মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

গত ২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ২১টি রীট পিটিশন দাখিল হয়। এর মধ্যে ১০টি রাজস্বখাতে আত্মীকরণ সংক্রান্ত, ২টি ইউনিয়ন পরিষদের জমি নির্বাচন সংক্রান্ত, ২টি পদোন্নতি সংক্রান্ত, ৬টি রাস্তা-ঘাট/ব্রীজ-কালভার্ট সংস্কার/উন্নয়ন সংক্রান্ত ও ১টি মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত। জানুয়ারী, ২০১৮ মাস থেকে এ পর্যন্ত আপীল বিভাগে সরকার পক্ষ হতে মোট ৮টি "সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল" দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি পদোন্নতি ও বাধ্যতামূলক অবসর, ২টি চাকুরীতে আত্মীকরণ ও ১টি কার্যাদেশ সম্পর্কিত।

এলজিইডি'র শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মোট ৮২টি মামলা হয়েছে। উক্ত ৮২টি মামলার মধ্যে ৩৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। যার মধ্যে ১৬টি মামলার রায় এলজিইডি-এর পক্ষে এবং বিপক্ষে রায় হয়েছে ২৩টি । বর্তমানে ৪৩টি মামলা চলমান রয়েছে। যার মধ্যে মূল মামলা ৩৯টি এবং বাস্তবায়ন মামলা ০৪টি।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সর্বমোট ০৮টি মামলা দায়ের হয়েছে। যার মধ্যে বিনা বেতনে ছুটি ০১টি, তিরস্কারের জন্য ০১টি, বাধ্যতামূলক অপসারনের জন্য ০১টি, বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের জন্য ০১টি, পদোন্নতি সংক্রান্ত ০২টি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত সংক্রান্ত ০১টি ও দশম গ্রেডে বেতন স্কেল পাওয়ার জন্য ০১টি মামলা দায়ের হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল এ শুনানী ও নিষ্পত্তি হয়েছে মোট ১০টি মামলা। উহার মধ্যে এলজিইডি'র পক্ষে ৪টি এবং এলজিইডি'র বিপক্ষে ৬টি রায় হয়েছে।

এছাড়াও অত্র আইন ইউনিটের পরামর্শ ও সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলায় ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল ও কালো তালিকাভূক্তির আদেশের উপর আদালতের প্রদত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার সহ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এক যুগান্তকারী রায়ে সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদের আওতাধীন, চাকুরী ও তার বিভিন্ন শর্ত সংক্রান্ত সকল মামলা হাইকোর্ট এর পরিবর্তে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার ফলে চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন রীট মামলা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ খারিজ করে দিচ্ছেন। তাই এ সংক্রান্ত রীট মামলার সংখ্যা দ্রুত কমে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারিগরী জ্ঞানের পাশাপাশি প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের নেতৃত্বে এবং তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় বিভিন্ন মামলার অধিকাংশ রায়/আদেশ সরকার/এলজিইডি'র পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

রাজস্ব আয়

২০১৭-১৮ অর্থ বৎসরে জন্য এলজিইডি রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫১.৭৭ কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে বিভিন্ন আয়ের উৎস যেমন ঃ দরপত্র সিডিউল বিক্রয়, ল্যাব টেষ্ট ফি, যানবাহন/রোড রোলার ভাড়া ইত্যাদি থেকে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ২৮৮.১৭ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৪.৪৬% বেশী।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	২০১৭-১৮ অর্থ বৎসর		শতকরা হার
		আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	
১	২	৩	৪	৫
১	কোম্পানী সমূহের রেজিষ্ট্রেশন ফি (ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভূক্তি)	৭২০০০	১২৮১৮	১৭.৮০%
২	লাইসেন্স ফি (লাইসেন্স নবায়ন ফি)	১০০০০০	৪৭৬৬৮	৪৭.৬৭%
৩	জরিমানা দন্ড	১৪০০০০	৭৫১১৩	৫৩.৬৫%
৪	বাজেয়াপ্ত করণ	৮৫০০০	৬৪৫৭৯	৭৫.৯৮%
৫	পরীক্ষণ ফি (ল্যাবঃ টেষ্ট ফি)	৯২০০০০	৯৪৫১৫৪	১০২.৭৩%
৬	পরীক্ষা ফি	৬০০০	১৫৪	২.৫৭%
৭	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	৪২০০	৩৮১৬	৯০.৮৬%
৮	যন্ত্র ও সরমঞ্জামাদির ভাড়া	৩৫০০০০	৩০৮৭৯০	৮৮.২৩%
৯	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	১২০০০০	৮০০৮৫	৬৬.৭৪%
১০	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি/দলিল পত্র বিক্রয়	২২০০০০	৫১০০৪১	২৩১.৮৪%
১১	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায়	১০০০০০	২৩৯৮৯	২৩.৯৯%
১২	অনাবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	২৫০০	১৫৬৮	৬২.৭২%
১৩	আবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	১৮০০০	১৩৭২৩	৭৬.২৪%
১৪	বিবিধ রাজস্ব	৩৮০০০০	৭৯৪১৯৫	২০৯.০০%
	মোট =	**২৫১৭৭০০**	**২৮৮১৬৯৩**	১১৪.৪৬%

আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরীক্ষা কার্যক্রমের উপর এলজিইডি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ FAPAD (বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর) এর সাথে এবং জিওবি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের (Works Audit) সাথে সমন্বয় করে অডিট আপত্তির জবাব অডিট সেলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। অডিট আপত্তির গুরুত্ব ভেদে প্রয়োজনে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আপত্তি সমূহ নিস্পত্তি করা হয়।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অডিট আপত্তি নিস্পত্তির সার -সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(ক) সৃষ্টিকাল হতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত সময়কালের আপত্তি সমূহ ঃ

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসর পর্যন্ত অনিস্পন্ন ২৭১টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১০৮টি নিস্পত্তি হয়েছে, অবশিষ্ট ১৬৩টি অনিস্পন্ন আছে।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত জিওবি প্রকল্পের অনিস্পন্ন মোট ১৬০টি আপত্তির মধ্যে ৫৫টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১০৫টি।
- ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর পর্যন্ত পূর্ত অডিটের (জেলা পর্যায়) অনিস্পন্ন মোট ১৮৯৯টি আপত্তির মধ্যে ৩৪০টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১৫৫৯টি।

(খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আপত্তি সমূহ ঃ

- বৈদেশিক সাহায্যপূষ্ট প্রকল্পের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের অডিট আপত্তির সংখ্যা ২১৭টি।
- Entity ভিত্তিক ISSAI Based Compliance Audit [পূর্ত অডিটঃ জেলা ও জিওবি প্রকল্প] ২০১৬-২০১৭ অর্থবৎসরে মোট ১৩৯টি আপত্তির মধ্যে ২৪টি নিস্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১১৫টি।

সৃষ্টিকাল হতে ৩০-০৬-২০১৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির বিবরণ নিম্লোক্ত ছকে দেখানো হলো

অডিট আপত্তির ধরন	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অনাপত্তির সংখ্যা	অনিস্পন্ন অনাপত্তির সংখ্যা	অনিস্পন্ন অডিট আপত্তিতে সম্পৃক্ত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৫	৬	৭
(ক) সৃষ্টিকাল হতে ২০১৫-২০১৬ পর্যন্ত সময়কালের আপত্তি সমূহঃ				
বৈদেশিক সাহায্যপূষ্ট প্রকল্প	৫৬০৪	৫৪৪১	১৬৩	২৩১.৩১
পূর্ত অডিট আপত্তি (জিওবি প্রকল্প)	১২৭৪	১১৬৯	১০৫	৬৭০.৯১
পূর্ত অডিট আপত্তি (জেলা পর্যায়)	৮৫৩৪	৬৯৭৫	১৫৫৯	৪৫৩৬.১৪
উপ-মোট	**১৫৪১২**	**১৩৫৮৫**	**১৮২৭**	**৫৪৩৮.৩৬**
(খ) ২০১৬-২০১৭ অর্থবৎসরের আপত্তি সমূহঃ				
Entity ভিত্তিক ISSAI Based Compliance Audit [পূর্ত অডিটঃ জেলা ও জিওবি প্রকল্প]	**১৩৯**	**২৪**	**১১৫**	**১৩৬৭৯২.৫০**
বৈদেশিক সাহায্যপূষ্ট প্রকল্প	**২১৭**	-	**২১৭**	**৯২৪৭.১৬**
উপ-মোট	**৩৫৬**	**২৪**	**৩৩২**	**১৪৬০৩৯.৬৬**
সর্বমোট	**১৫৭৬৮**	**১৩৬০৯**	**২১৫৯**	**১৫১৪৭৮.০২**

ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট

স্থানীয় পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরে পরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন করে থাকে। যথাযথ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তদারকির জন্য এলজিইডি নব্বই-এর দশক থেকেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ই-জিপি, ই-নথিসহ বিভিন্ন জাতীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে এলজিইডি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের নিজস্ব কার্যক্রম সহজ ও নির্ভুল করার জন্য বেশ কিছু কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরী করে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা হচ্ছে। এ সকল আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম এমআইএস ও জিআইএস সেকশনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য MIS Section গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

MIS সেকশনের নিয়মিত কার্যাবলীঃ

১) এলজিইডি সদর দপ্তরে ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের ল্যান (Local Area Network) ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২) ল্যানের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য Web Proxy Server ও Central Anti-Virus ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩) এলজিইডির কর্মকর্তাদের জন্য ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়, ইন্সটল ও তার রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা।

এলজিইডি সদর দপ্তরে নবনির্মিত সার্ভার রুম

৪) দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা।

৫) ই-মেইল, এসএমএস ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ।

৬) ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৭) হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সাপোর্ট সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা প্রদান।

৮) স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

৯) এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন তৈরী করা ও হোস্টিং সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদান।

উল্লেখিত কাজের পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে এই সেকশন নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করেছেঃ

১) এলজিইডি'র ডাইনামিক ওয়েবসাইটটি (www.lged.gov.bd) বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতে বিকেন্দ্রিকভাবে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটে প্রতিটি জেলা, প্রকল্প ও ইউনিট কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেইজ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, NOC & GO ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেইজ তৈরী করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে।

২) এলজিইডি'র প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত ও চাকরী সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি সকল বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েব ভিত্তিক Personnel Management Information System (PMIS) সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৮১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সিস্টেমে তথ্য প্রদান করেছেন।

৩) বিগত অর্থবছরে এলজিইডি'র সকল কার্যালয়ের মোট ২৪৩৬টি দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪) Local Area Network (LAN)- এর উন্নীতকরণ করে এর সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। ল্যানে ৩০০০টি পোর্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার আওতায় বর্তমানে প্রায় ১৭৫০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। e-Ticketing এর মাধ্যমে গত অর্থবছরে সদর দপ্তরের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ১৬৩৭ টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

৫) এলজিইডি সদর দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগের গতি বাড়িয়ে ২৫০mbps করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১৭৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৬) ROSC-এর নতুন ডাটা ও এ্যাপ্লিকেশান সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে Remotely ডাটা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সিস্টেমে দেয়া যায় এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য কাস্টমাইজড রিপোর্ট প্রস্তুত করা যায়।

৭) এলজিইডি সদর দপ্তরে অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ সার্ভার রুম স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সুইচ জোন, পাওয়ার রুম ও Network Operation Center (NOC) রয়েছে। সার্ভার রুমে নতুনভাবে IRIDP-2 ও PEDP-4 এর ডাটা ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে পৃথক Server স্থাপন করা হয়েছে।

৮) এলজিইডি সদর দপ্তর ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করে আইপি ফোনের মাধ্যমে ইন্টারকম সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এছাড়া নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে উক্ত দুটি কার্যালয়ে ১৬০টি Access Point স্থাপন করে WiFi সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৯) Digital LGED গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডি'র IT-ICT Strategy & Action Plan তৈরী, Integrated Decision Support System (IDSS) সহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কাজের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১০) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ICT বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কারিগরি সহায়তা ICT ইউনিটের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে।

জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে ভৌগলিক তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক সুবিধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র এওঝ সেকশন গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে।

এওঝ সেকশনের কার্যাবলীঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি'র GIS সেকশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১) জনসাধারণের নিজস্ব চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ সহজে তৈরী করতে জিআইএস পোর্টালটি অনলাইনে চালু রয়েছে। প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে পোর্টালে সকল প্রকল্পের স্কীমসমূহ সন্নিবেশ করা হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় খুব সহজে সড়ক নির্বাচনে দ্বৈততা যাচাই করা যাচ্ছে। এই সেবাটি অনলাইনে gis.lged.gov.bd ওয়েব এ্যাড্রেসে পাওয়া যাচ্ছে।

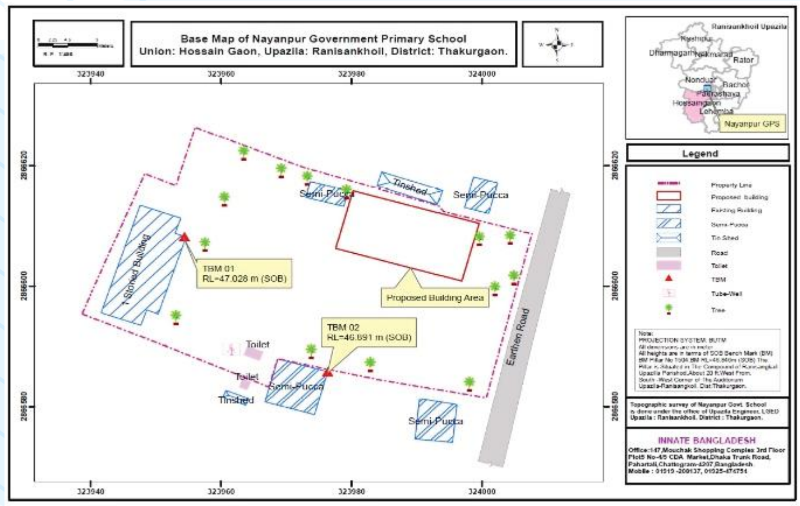

স্কুল সার্ভে ম্যাপের একটি নমুনা

২) নবসৃষ্ট শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলার প্রশাসনিক সীমানা অনুযায়ী ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এলজিইডি'র সকল ম্যাপসমূহ জনসাধারণের প্রয়োজনে বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে দেয়া রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এলজিইডি-তে বিদ্যমান GIS ডাটাবেজ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করার পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা ম্যাপসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। এসব ম্যাপ এলজিইডি ছাড়াও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হয়েছে।

৩) এলজিইডি'র মাধ্যমে নির্মিতব্য সকল প্রাইমারী স্কুলের একটি ওয়েব ভিত্তিক জিআইএস-এমআইএস এ্যাপ্লিকেশন তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই এ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে স্কুলের জিআইএস-এমআইএস ডাটাবেজ ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে সাইট লোকেশন, ড্রয়িং, ডিজাইন ও প্রাক্কলন করে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে। জিআইএস ডাটাবেজে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ডাটা সন্নিবেশিত থাকবে। ইতোমধ্যে ১৪২০টি স্কুলের জিআইএস তথ্যসমৃদ্ধ টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৪) জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে National Spatial Data Infrastructure (NSDI) প্রস্তুতির কাজ চলছে, যেখানে এলজিইডি পলিসি প্রণয়ন, ডাটা শেয়ারিংসহ সকল ক্ষেত্রে Major Contributor হিসেবে শুরু থেকে জড়িত রয়েছে।

৫) এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য তাদের চাহিদা অনুযায়ী ২৬ ধরনের Customized ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

৬) এলজিইডি'র সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কসমূহ Google Map এর সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি Google Earth Imagery ব্যবহার করে উপকূলীয় এলাকার চরসমূহের তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।

৭) পৌরসভা ম্যাপ প্রস্তুতির কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ২৫৬টি পৌরসভার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিকল্পনা ইউনিট

এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি সনাক্ত ও প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখছে। বিনিয়োগ প্রকল্প, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ এই ইউনিট প্রণয়ন করে থাকে। Seventh Five Year Plan (2016-20), Perspective Plan (2010-21), Rural Road & Bridge Maintenance Policy 2013, Rural Road Master Plan, Rural Development Strategy 1984, Rural Infrastructure Strategy Study 1996, National Rural Development Policy 2001, National Land Transport Policy 2004, Urban Management Policy Statement 1999, National Water Policy 1997 এবং বিভিন্ন Development Partner এর প্রাসংগিক Country Strategy Plan ইত্যাদির আলোকে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সংগে দ্বৈততা, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রকল্পের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি এরূপ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী যেমন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), সমীক্ষা/জরীপ প্রস্তাব এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিএপিপি) প্রস্তাব প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঐ সকল প্রস্তাব/ ছক সংশোধনের কাজ করে থাকে। তাছাড়া উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডি'র সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিট এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের উপর অর্পিত দায়িত্বের অংশবিশেষ।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ৩৫০৫৪.৫৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ৩৩টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩০টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট ৩টি। অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি, পানি সম্পদ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ২৮টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৫টি প্রকল্প রয়েছে। এছাড়া চলমান ৩২ টি প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ADB'র ১৪টি, World Bank'র ০৪টি, JICA'র ৪টি এবং DFID, KfW সহ আরও কিছু উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার বৈদেশিক মিশন/প্রতিনিধি দলের সাথে প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিটের আলোচনা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও নিচে বর্ণিত কার্যাদি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট সম্পাদন করেছে।

- দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (GED) উদ্যোগে Bangladesh Delta Plan-2100 প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে Working Group এর সদস্য হিসাবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ অবদান রাখছে। Bangladesh Delta Plan-2100 এর আওতায় ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন উপযোগী প্রকল্প তালিকায় পরিকল্পনা ইউনিট সম্ভাব্য প্রকল্প সমূহের ধারণাপত্র প্রদান করেছে। একই সাথে, Bangladesh Delta Plan-2100 এর প্রতিবেদন প্রণয়নে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট ভূমিকা রাখবে।
- পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের মাধ্যমে JICA সাহায্যপুষ্ট "Strengthening Public Investment Management System" শীর্ষক প্রকল্পের কাজে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট যুক্ত রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের Sector Strategy Plan এবং Multi Year Project Investment Plan (MYPIP) প্রণয়ন করা হচ্ছে যাতে স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিশদ স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। এতে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট সহযোগিতা করছে।
- ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে সরকারের সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তুলে ধরতে দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় এলজিইডি'র স্টল ডিজাইন, বুকলেট প্রকাশনা, ভিডিওচিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিকল্পনা ইউনিট হতে সম্পাদন করা হয়। দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলায় এলজিইডি'র অংশগ্রহণের বিষয়টি এ ইউনিট হতে সমন্বয় করা হয়। এবারের উন্নয়ন মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে এলজিইডি প্রায় ২০০টি পুরস্কার অর্জন করে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট হতে সদর দপ্তর পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ছিলঃ-

১) নদী খননের ড্রেজিংকৃত পলি দ্বারা ইট/ব্লক তৈরী সংক্রান্ত ওয়ার্কশপ।
২) Planning & Prioritization of Rural roads –Output Launching Workshop
৩) ToT of Planning & Prioritization of Rural Roads etc.

- ষাট-সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশের পল্লী সড়কে নির্মিত সেতুসমূহের অনেকগুলিই বর্তমানে ভারী যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় সেগুলির ডাবল-লেন-এ রূপান্তরকরণ এবং পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। এলজিইডি'র আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন ১০০ মিঃ এর অধিক দৈর্ঘ্যের সেতুর সংখ্যাও সহস্রাধিক। এছাড়া, ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের দীর্ঘ-সেতু নির্মাণে এলজিইডি বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত। দীর্ঘ-সেতুসমূহের পরিকল্পনা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং একই সাথে এই কাজে এলজিইডি'র দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এলজিইডি একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট এবং রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ এই প্রকল্প প্রণয়নে কাজ করছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিটের সহায়তায় প্রকল্পের ডিপিপি প্রনীত হয়েছে যা বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- DFID এর সহযোগিতায় 'Research for Community Access Partnership' শীর্ষক Applied Research প্রকল্পের অধীন নিম্নবর্ণিত ৩টি রিসার্চ এ অর্থবছরে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
    - Planning & Prioritization of Rural Roads.
    - Climate Resilient Reinforced Concrete in Coastal districts of Bangladesh.
    - Improvement of geotechnical Properties in Khulna Region Soil.

পরিকল্পনা ইউনিট এ গবেষণা প্রকল্পসমূহ সমন্বয়ের কাজ করছে।

- জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি'র পরবর্তী কর্মসূচী হলো Sustainable Development Goal (SDG)। ২০১৫-২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত SDG তে ১৭টি Goal এবং ১৬৯টি Target রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৫ সালের শুরু থেকেই SDG-র লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি সমন্বয় করছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাথে যুক্ত থেকে এসডিজি অর্জনে এলজিইডি'র কার্যক্রম সমূহ সমন্বয় করছে। SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিট হতে এলজিইডি'র SDG Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

  SDG-এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে Target 9.1এর Indicator data (9.1.1) প্রদানের দায়িত্ব এলজিইডির উপর ন্যস্ত। Indicator (9.1.1) হলো-" Proportion of rural population within 2 km of an all season road"। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিকল্পনা ইউনিট সম্পাদন করেছে। সংগৃহীত তথ্যাদির বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে Indicator টির Data সন্নিবেশ করা হয়েছে যা বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-তে Validation এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

- এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১০টি অভীষ্টের সাথেই এলজিইডি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। এসডিজি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচারণা, সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে 'টেকসই-উন্নয়ন অভিযাত্রায় এলজিইডি শিরোনামে একটি বুকলেট এলজিইডি প্রকাশ করেছে। এ প্রকাশনা প্রণয়নের সার্বিক দায়িত্ব পরিকল্পনা ইউনিট সম্পাদন করেছে।

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের UNFCCC-র তত্ত্বাবধানে Green Climate Fund (GCF)-র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই তহবিল হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহে ব্যয় করা হবে। GCF এ Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM) আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে KfW-এর অর্থায়নে Climate Resilient Local Infrastructure Center (CReLIC) স্থাপন। ইতোমধ্যে CReLIC স্থাপনের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরী এবং প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পরিকল্পনা ইউনিট এ সমীক্ষা সম্পাদনে সহযোগিতা করেছে। তাছাড়া, পরিকল্পনা ইউনিট GCF এর সহায়তায় পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি বৈদেশিক মিশন এলজিইডি সফর করেছে।

গবেষণা, উন্নয়ন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নামে একটি নতুন ইউনিট খোলার প্রস্তাব পরিকল্পনা ইউনিট থেকে করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সদর দপ্তর পর্যায়ে আরডিইসি ভবনে আলোচ্য ইউনিটের অফিস সেটআপ করা হয়েছে। পরিকল্পনা ইউনিট গবেষণা উন্নয়ন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠার এবং পরিচালনার প্রাথমিক কাজসমূহ সমন্বয় করছে।

ডিজাইন ইউনিট

এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপঃ

১। ব্রিজ, কালভার্ট, ভবন, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাসটার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পৌরভবন ইত্যাদি সহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা সমূহের অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;

২। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/সংস্থারপূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;

৩। বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইনসমূহের পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও অনুমোদন প্রদান;

৪। বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;

৫। মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভুত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিন পরিদর্শন ও কারিগরী পরামর্শ প্রদান;

৬। এলজিইডি'র মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের ডিজাইন-ড্রইং-নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭। ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা;

৮। আরসিসি/পিসি গার্ডার ব্রিজের ম্যানুয়াল, গাইড লাইন/ব্রিজ/সড়ক/বিল্ডিং এর ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এর দরতালিকা এবং কারিগরী স্পেসিফিকেশন হালনাগাদকরণ।

ব্রিজ ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

ডিজাইন ইউনিট এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৫৮০ টি ব্রিজ, রাস্তা, ঘাট ও ব্রিজের আনুষঙ্গিক অবকাঠামো, ফ্লাইওভার, পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেন, পৌরখাল, লঞ্চঘাট/টার্মিনাল ডিজাইন প্রণয়ন ও পরীক্ষা করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পাদিত ব্রিজ ও আনুষঙ্গিক ডিজাইন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণী-১ ২০১৭-১৮ অর্থবছর-এ ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইকৃত ব্রিজের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের ঊর্ধ্বে ব্রিজ	এলজিইডি	৪টি
২	২০০মিঃ-৫০০ মিঃ	এলজিইডি	১৯টি
৩	১০০ মিঃ -২০০ মিঃ	এলজিইডি	২১টি
৪	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	৩২১টি
৫	পূর্বে প্রণীত ব্রীজের সংশোধন	এলজিইডি	৯ টি
৬	বক্স কালভার্ট ও সড়ক সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবকাঠামো	এলজিইডি	১৪টি
	মোট		৩৮৮ টি

সারণী-২ ২০১৭-১৮ অর্থবছর-এ ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইকৃত ঘাট, রাস্তা ও ব্রিজের আনুসঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	ঘাট ডিজাইন	এলজিইডি	৭ টি
২	ব্রিজ এপ্রোচ/স্লোপ সুরক্ষা কাজ	এলজিইডি	৯ টি
৩	সড়ক ডিজাইন	এলজিইডি	২৫ টি
৪	খালখনন	এলজিইডি	২টি
	মোট		৪৩ টি

সারণী-৩	২০১৭-১৮ অর্থবছর-এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিজাইনকৃত ও ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক যাচাইকৃত ব্রিজ/আনুসঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধ্বে ব্রিজ	এলজিইডি	৪ টি
২	২০০ মিটারের উর্ধ্বে ব্রিজ	এলজিইডি	৬ টি
৩	১০০ মিটারের উর্ধ্বে ব্রিজ	এলজিইডি	২ টি
৪	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	১২৪ টি
৫	ফ্লাইওভার	এলজিইডি	১ টি
৬	পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেন	এলজিইডি	৭ টি
৭	পৌরখাল	এলজিইডি	২ টি
৮	লঞ্চঘাট/টার্মিনাল	এলজিইডি	৩ টি
	মোট		১৪৯ টি

বিভিন্ন ধরনের ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ভবনের মোট ২৬৪টি Architectural ও Structural design প্রণয়ন করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

সারণী-৪	২০১৭-১৮অর্থবছর-এ ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত ভবনসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	বাংলাদেশ ফলিতপুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	এলজিইডি	১৩টি
২	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, ভবন ও হলরুম	এলজিইডি	৩৪টি
৩	উপজেলা অফিসার্স কোয়ার্টার, ডরমেটরী ভবন, হলরুম, চেয়ারম্যান ও ইউএনও কোয়ার্টার	এলজিইডি	১৩টি
৪	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	এলজিইডি	১টি
৫	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন	এলজিইডি	১০৫টি
৬	সুইপার কলোনী	এলজিইডি	৩টি
৭	এসেম্বল/কমিউনিটি সেন্টার ও মার্কেট	এলজিইডি	৬টি
৮	উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	এলজিইডি	৮টি
৯	কৃষক সেবা কেন্দ্রের ভবন ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো	এলজিইডি	১৪টি
১০	অডিটোরিয়াম (১০০০ আসন বিশিষ্ট)	এলজিইডি	১টি
১১	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	এলজিইডি	৫২টি
১২	হাসপাতাল	এলজিইডি	২টি
১৩	রেষ্ট হাউজ	এলজিইডি	২টি
১৪	পাবলিক লাইব্রেরী	এলজিইডি	৩টি
১৫	মসজিদ	এলজিইডি	১টি
১৬	কিচেন মার্কেট	এলজিইডি	১টি
১৭	অরফানেজ সেন্টার	এলজিইডি	১টি
১৮	সুপারমার্কেট, হাটবাজাওে পুরুষ ও মহিলা টয়লেট এবং ফুড কর্ণার	এলজিইডি	৪টি
	মোট		২৬৪টি

এছাড়াও উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এর বিভিন্ন অবকাঠামোর ডিজাইন ও প্রাক্কলন অত্র ইউনিট কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট

এ ইউনিট এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প গাইড লাইন অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল কাঙ্খিত জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা; বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যয়িত সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা মনিটর করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের গৃহীত কর্মসূচির সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন তথা সরকার কর্তৃক প্রতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়ণ ইউনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়, যে ব্যাপারে প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সময়মত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে এবং সংশ্লিষ্ট দাতাগোষ্ঠীকে নির্ধারিত ছকে প্রয়োজন মোতাবেক তথ্যাদি ও প্রতিবেদন নিয়মিত বা চাহিদা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করে থাকে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত দায়িত্ব ও কার্যাদি নিম্নরূপঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (ADP) চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রকল্প পরিচালকগণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক চাহিদা মোতাবেক সেগুলি যথাযথ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রেরণ। তাছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে এসব তথ্য ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, IMED, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতেও সরবরাহ করা;

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঙ্কলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে/সংস্থায় প্রেরণ;

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/Mission এর সংগে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং DPEC, PEC, ECNEC সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য বা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরীকৃত iBAS Software-এ ঐ সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরীর লক্ষ্যে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে IMED এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট প্রেরণ।

মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগ অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসাবে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে প্রতি মাসে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাস-ওয়ারী অগ্রগতি, কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টিমসমূহ, অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য পর্যালোচনা প্রতিবেদন, গুণগতমান রক্ষাসহ ভৌত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপরন্তু, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যেকোন জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সভাপতিত্বে সময়ে সময়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিবিড় তদারকি করে থাকে।

মাসিক পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় অউচ ছক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ছকে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধানসহ প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রদত্ত পরামর্শ/উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের তদারকি করা হয়। এছাড়া, IMED এবং পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী হিবেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন।

১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ কুমিল্লা অঞ্চলে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ যশোর পৌরসভায় সিআরডিপি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন আঞ্চলিক কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাইট পরিদর্শন করছেন।

২৪ জুন ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মৌলভীবাজার জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সড়ক অবকাঠামো পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করছেন ।

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব নূর মোহাম্মদ ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্কীমের অগ্রগতি, রোড-ম্যাপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অগ্রগতিসহ চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনও স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের নিমিত্তে চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৫৩৭ টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

এলজিইডি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিলক্ষিত ত্রুটির দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট মোট ৩৩৭ টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ০টি, দাপ্তরিক দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত ১১ টি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি/অনিয়ম/ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ১ টি, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি/অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত ৩৮ টি, উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যক্ত/ মন্থর গতি সংক্রান্ত ৬৭ টি এবং বিভিন্ন বিষয়ে/সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র প্রশংসা/দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এরূপ বিষয় সংক্রান্ত ২২০ টি।

পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

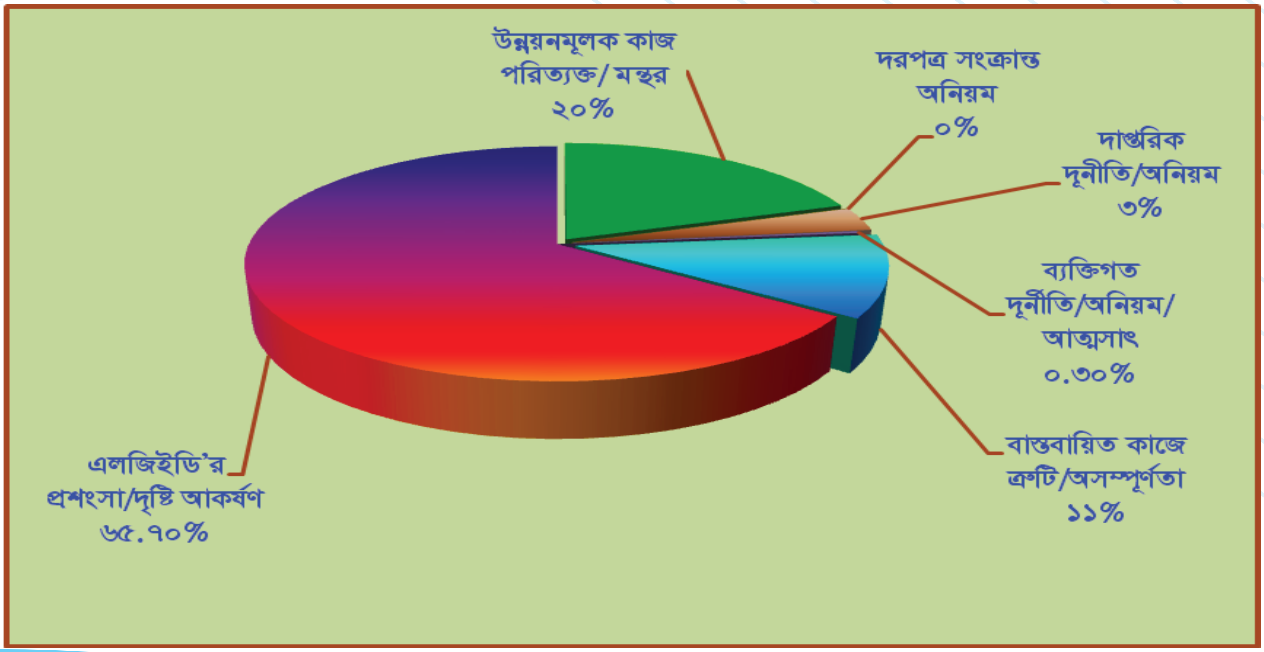

প্রকাশিত ৩৩৭ টি সংবাদের মধ্যে নেতিবাচক সংবাদ ৩০টি যার সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এলজিইডি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে ২ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি'র কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ২৫ টির ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে ২২ টির ক্ষেত্রে জুন ২০১৮ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এবং ৬৫ টির ক্ষেত্রে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক নয় অথচ সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমন ১৯৩ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক চিত্র

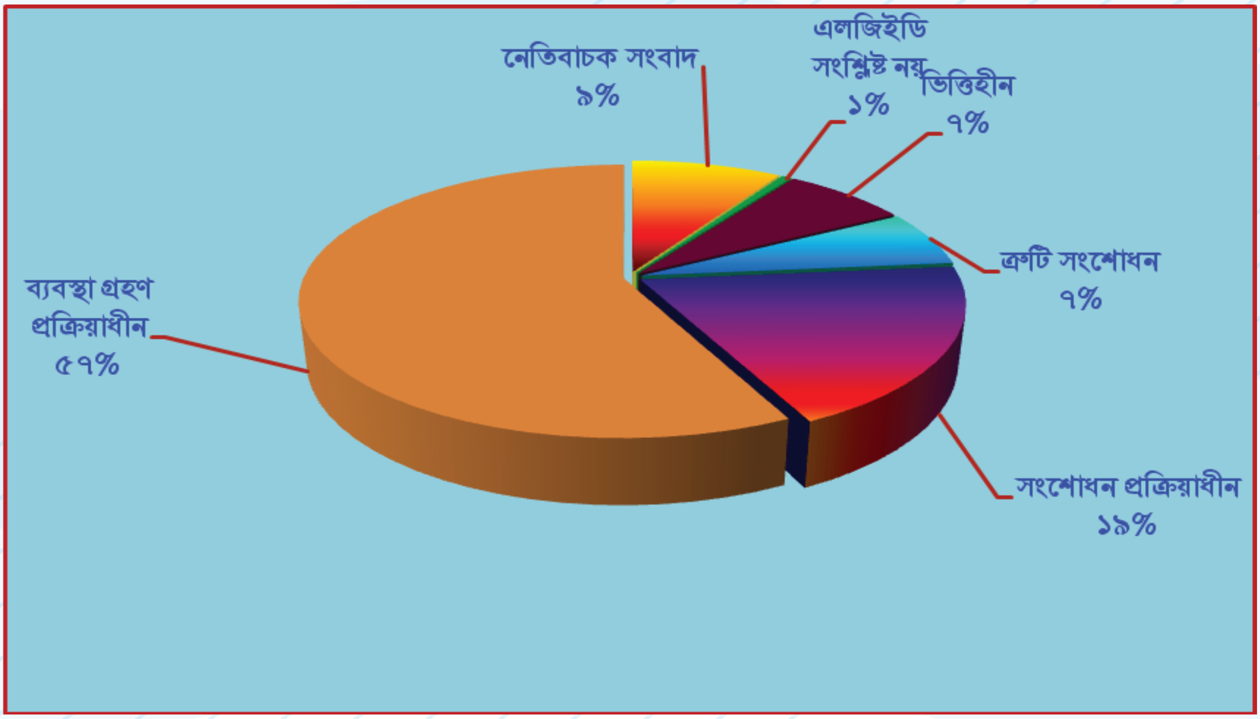

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিদর্শন টীমসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩০ টি পরিদর্শন টিম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২৫ টি পরিদর্শন টিম এবং ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এইরূপ পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ দেয়াসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডি'র প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টিম উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই অর্থবছরে এলজিইডি সদর দপ্তরের পরিদর্শন টিম কর্তৃক পরিদর্শিত উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যা ১৫০০ টি যার মধ্যে ৭৩০ টি স্কীম ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয় যার মধ্যে ৩০৫ টি জুন ২০১৮ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪২৫ টি স্কীমের ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ২০৮ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ১৩৫ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের নিবিড় তত্ত্বাবধানে ১১০ টি ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৫টি ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

উক্ত অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ১০৫০ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ১০৯ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার সবগুলির ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ১১১ টি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৩২ টি এবং কৃষি সেক্টরে ৫টি সর্বমোট ১৪৮ টি প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে এলজিইডি ২৮ টি প্রকল্প ও রাজস্ব বরাদ্দের বিপরীত ৩ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত The Public Procurement Act, 2006 এবং The Public Procurement Rules, 2008 (PPR-2008) এবং পরবর্তী সংশোধনী মোতাবেক এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এরূপ প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অগ্রগতি, ব্যয় ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাইচিত্র এবং সারণির মাধ্যমে নিচে প্রদর্শন করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র

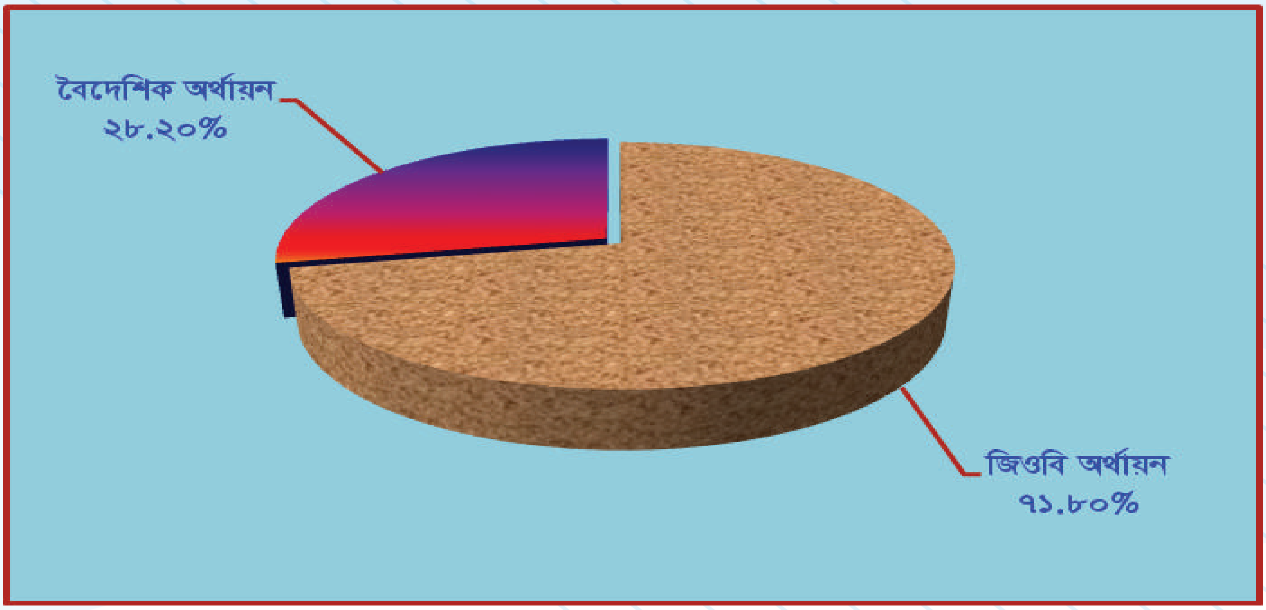

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অর্জিত ভৌত অগ্রগতি
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১১১	৯৩৯৩.৯৩	৯৩৯৩.৩৫ (৯৯.৯৯%)	৯৩৫৬.৩৫ (৯৯.৬০%)	৯৯.৯১%
(২)	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৩২	২৩৬৪.০৪	২৩৬১.৯৮ (৯৯.৯১%)	২৩৬০.৬৬ (৯৯.৮৬%)	১০০%
(৩)	কৃষি	৫	১২১.৬০	১২১.১৮ (৯৯.৬৫%)	১১৫.১৯ (৯৪.৭৩%)	৯৮.৫০%
মোট ঃ (১+২+৩)		১৪৮	১১৮৭৯.৫৭	১১৮৭৬.৫০ (৯৯.৯৭%)	১১৮৩২.২০ (৯৯.৬০%)	৯৯.৯১%

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বর্ণিত ১৪৮ টি প্রকল্পের সেক্টরভিত্তিক অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র

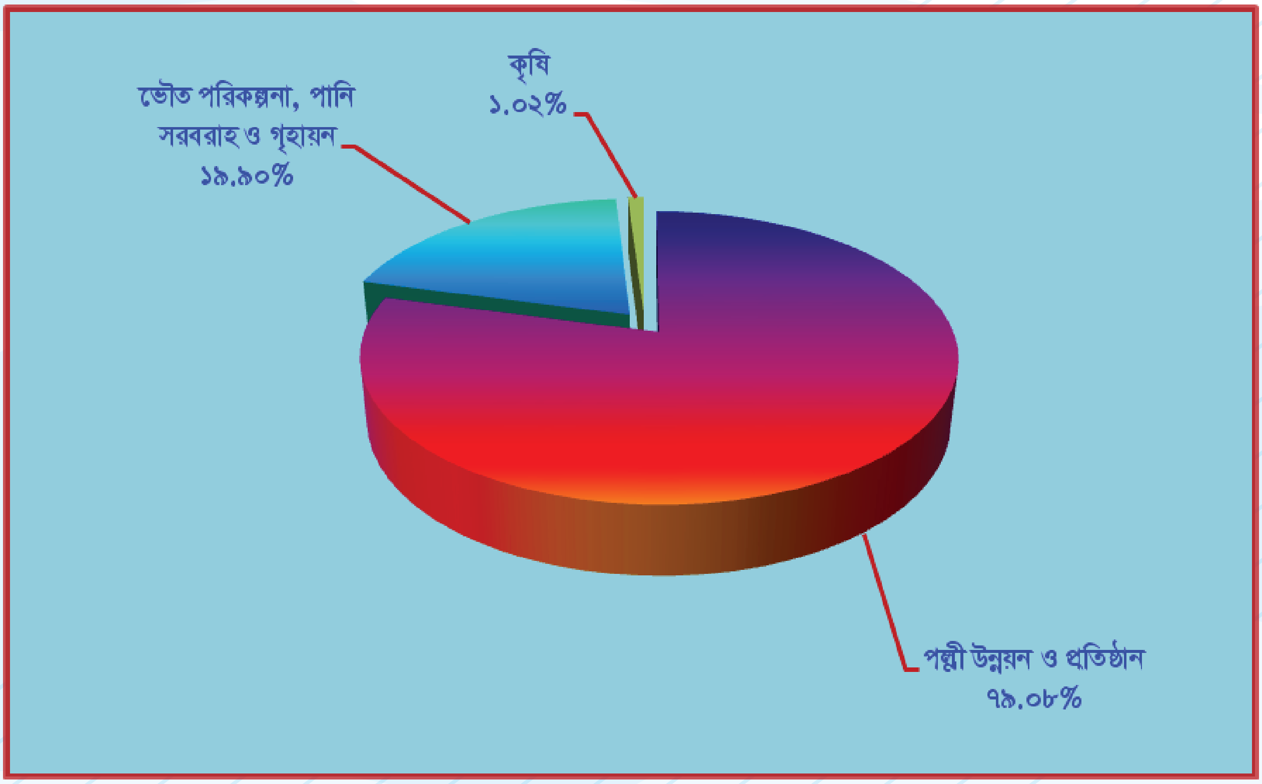

সেক্টর ভিত্তিক অর্থায়ন

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভূক্ত এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান						
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৬১৮০৯.৫০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৮)	১৩২৭০.০০	১২৬২৩.৩০	১০০%	৯৫.১৩%	IDA, KfW
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	৩২৪৯৫.০০	৩২৩৩০.৮৭	১০০%	৯৯.৪৯%	GoB
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮)	৪৮৫৮.০০	৪৮৫৩.০১	১০০%	৯৯.৯০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮)	১১৫১.০০	১১৪৮.৫৩	১০০%	৯৯.৭৯%	GoB
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৩৭৬.০০	৩৬৫.১৪	১০০%	৯৭.১১%	GoB
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বের/১৭)	২৪১.০০	২৪০.৩২	১০০%	৯৯.৭২%	GoB
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৮)	১৮৭১.০০	১৮৭০.৭৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	৮১০৫.০০	৮১০২.০৩	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	২৬৩০০.০০	২৬২৯৪.৭৬	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	৬৮৬০.০০	৬৭৯৫.৮৩	১০০%	৯৯.০৬%	JICA
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	৯৮০০.০০	৯৭৭৮.২৩	১০০%	৯৯.৭৮%	GoB
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো	১০৬২০.০০	১০৬১৫.৮২	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(৬৩৩৯৫/ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮)					
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	২৭০০০.০০	২৬৯৯৬.৩৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	৯০০০.০০	৮৯৮৮.৮৪	৯৯.৮৮ %	৯৯.৮৮%	GoB
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	১৪৬০০.০০	১৪৫৯৮.৮৬	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২৭৪৪.০০	২৭৩৭.৩৮	১০০%	৯৯.৭৬%	ADB KFW JFPR
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	১৯৩০০.০০	১৯২৯৪.৬২	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	৭৫৫.০০	৭৫৪.৯১	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১৯	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	৮০০০.০০	৭৯৯৬.৭৫	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	৮৫০০.০০	৮৪৯৯.৯৬	১০০%	১০০%	GoB
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	৬৪০০.০০	৬৩৮০.৬০	১০০%	৯৯.৭০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	(৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)					
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	১০০০০.০০	৯৭৯৯.৩৮	১০০%	৯৮%	IFAD STF
২৩	৫০৫৭-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	৮৫৭০০.০০	৮৫৫৮৭.৭৪	১০০%	৯৯.৮৭%	IDA
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	২৪৪১৯.০০	২৪৪১৩.৪৪	১০০%	৯৯.৯৮%	ADB, IFAD, KfW
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	৪২৭০০.০০	৪২৬৯৮.৬৭	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	JICA
২৬	৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	১৮২৫৭.০০	১৮২৪৫.১৬	১০০%	৯৯.৯৪%	EU
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	১২৫০০.০০	১২৪৯১.৭১	১০০%	৯৯.৯৩%	GoB
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	২৪৬০.০০	২৪৪৭.১০	১০০%	৯৯.৪৮%	USAID
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২৫১৮.০০	২৪৯৮.১০	১০০%	৯৯.২১%	GoB
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/১৯)	১৮০০০.০০	১৭৯৮৭.৫৬	১০০%	৯৯.৯৩%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	৪২০০.০০	৪১৯৯.৩৬	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	২২০০০.০০	২১৯৯৯.৭৪	১০০%	৯৯.৯৯৯ %	GoB
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	২৭৬৫.০০	২৭৬৪.৮৯	১০০%	৯৯.৯৯৬ %	SFD OFID
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	১১৫০০.০০	১১৪৯৭.৭১	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	৩৭৭৫.০০	৩৭৭২.০৪	১০০%	৯৯.৯২%	GoB
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	১১৫০০.০০	১১২৭০.০০	১০০%	৯৮%	JICA
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৬০৪০০.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	১৬৫০০.০০	১৬৩৯০.৪০	১০০%	৯৯.৩৪%	GoB
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	৮০০০.০০	৭৯৭৮.৭৫	১০০%	৯৯.৭৩%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	৩৭৯২০.০০	৩৭৬০৫.৭৯	৯৯.৩৭ %	৯৯.১৭%	WB
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	১৬৭২৬২.০০	১৬৭২৬২.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	৮০০০.০০	৭৯৯৯.৮২	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	GoB
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	৮৭০০.০০	৮৬৯৯.৯১	১০০%	৯৯.৯৯৯ %	GoB
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	১০০৮.০০	১০০২.০৯	১০০%	৯৯.৪১%	GoB
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১৩৮৭.০০	১৩৮৬.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১৩৯৭.০০	১৩৯৬.৯৫	১০০%	১০০%	GoB
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১০২৭.০০	৯৬৩.৮৭	১০০%	৯৩.৮৫%	GoB
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে	১২৮৩.০০	১২৮২.৯৪	১০০%	৯৯.৯৯৫ %	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	জুন/২০১৮)					
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৩৮৫.০০	৩৮২.৪৩	১০০%	৯৯.৩৩%	GoB
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	৭০০.০০	৬৯৯.৯৬	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১৩০৩.০০	১২৬৭.৬৪	৯৯%	৯৭.২৯%	GoB
৫২	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	১০৫৫৫.০০	১০০৫৩.৫৮	৯৮%	৯৫%	GoB
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	৮৩০২.০০	৮৩০১.৪৬	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	১২৫০০.০০	১২৪৯১.০৭	৯৯.৯৩ %	৯৯.৯৩%	GoB
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	৪৪১.০০	৪৪০.৮৩	১০০%	৯৯.৯৬%	IDB
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১৩৬৬.০০	১৩৬২.১৩	১০০%	৯৯.৭২%	GoB
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬	১২৫৪.০০	১২৫৪.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	হতে জুন/২০১৮)					
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৯০.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	২০৬০.০০	২০৫৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	১২৯৯৯.০০	১২৯৯৬.১১	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	৫৫০.০০	৫৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	১৩৪২.০০	১৩৩২.৪৯	১০০%	৯৯.২৯%	GoB
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১২৪৬.০০	৯৮১.৬৩	৮০%	৭৯%	GoB
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	১৬০০০.০০	১৫৯৯৯.৯৩	১০০%	১০০%	GoB
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১৩০০.০০	১২৯৯.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	GoB
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬	১৫০৩.০০	১৪৭৪.০০	৯৯%	৯৮.০৭%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	হতে জুন/২০১৮)					
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	৪৫০৬.০০	৪৪৯৭.৩৬	১০০%	৯৯.৮১%	GoB
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	৬৪০০.০০	৬৩৯৯.৮৬	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	GoB
৬৯	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	২৭৯৬.০০	২৬৮২.০৫	৯৮%	৯৬%	GoB
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	১২০০.০০	১১৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	১৮৩৮.০০	১৮৩৭.৯৭	১০০%	১০০%	GoB
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	৬৯৫.০০	৬৯৪.৭৭	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১৮৭০.০০	১৮৫২.২৮	১০০%	৯৯.০৫%	GoB
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	২২২১.০০	২০৯৬.০৯	৯৯.৮৫ %	৯৪.৩৮%	GoB
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	১৮০০.০০	১৭৯৯.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯৯ %	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	(২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)					
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	৩০০০.০০	২৯৯৯.৮৩	৯৯.৯৯ %	৯৯.৯৯%	GoB
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	৭১০০.০০	৭০৯৯.১৭	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	৮৭৫০.০০	৮৭৪৮.৮৬	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	২০০০০.০০	১৯৯৮৯.৬৪	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	৭৫০০.০০	৭৩৮৩.৯৭	১০০%	৯৮.৪৫%	DANIDA
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	১৫০০.০০	১৪৯৯.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯৮ %	GoB
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	১২০০.০০	১১৯৯.৯৬	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	GoB
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	১১০০.০০	১১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ	১১০০.০০	১০৫৮.৪৯	৯৭%	৯৬%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)					
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	২৭০০.০০	২৬৯৯.৯৭	১০০%	১০০%	GoB
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	৪০০০.০০	৩৮৫৪.১৯	১০০%	৯৬.৩৫%	GoB
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	৭০০.০০	৬৯৯.৯৮	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	GoB
৮৯	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	৩৭০.০০	৩৬৯.৯৩	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
৯০	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯১	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	৩৩৮১.০০	৩৩৮০.৮৩	১০০%	১০০%	GoB
	নতুন প্রকল্প ঃ					
৯২	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	৩০০.০০	২৯৮.৫৫	১০০%	৯৯.৫২%	GoB
৯৩	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	৬৫২.০০	৬৫২.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯৪	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০০.০০	১৯৯.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	(৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)					
৯৫	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	১৫০০.০০	১৪৩১.৬৮	১০০%	৯৫%	GoB
৯৬	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	৩৫.০০	৩৪.৯৩	৯৯.৮০ %	৯৯.৮০%	GoB
৯৭	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	২০০.০০	১৯৯.৯৮	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৯৮	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	৪০০০.০০	৩৯৫৩.৯০	১০০%	৯৮.৮৫%	GoB
৯৯	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	৩০০০.০০	২৯৯৫.৬৫	১০০%	৯৯.৮৬%	GoB
১০০	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	৮০০.০০	৭৪৭.০৪	১০০%	৯৩%	GoB
১০১	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	৫০০.০০	৪৯৮.১৫	১০০%	৯৯.৬৩%	GoB
১০২	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	১৩০০.০০	১২৯৯.৭৪	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
১০৩	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।(২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	৯৩৫.০০	৯৩৪.৯৪	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১০৪	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা	১২০০.০০	১১৯৯.৬৮	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)					
১০৫	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	৭১৩০.০০	৭১২৮.৭২	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
১০৬	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	৪৫০.০০	৪৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০৭	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	১৬.০০	১৫.৯৯	১০০%	৯৯.৯৪%	GoB
১০৮	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	৫.০০	৪.৯৯	১০০%	৯৯.৮০%	GoB
১০৯	বন্যা ও দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	২০.০০	১৯.২২	৯৬%	৯৬%	GoB
১১০	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	২০০০.০০	১৯৯৯.৮০	১০০%	৯৯.৯৯%	JDCF Fund (Japan)
	উপ-মোট (১-১১০) ঃ	৯৩৮৪২৫.০০	৯৩৪৬৯১.৩৫	৯৯.৯১%	৯৯.৬০%	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
	চলতি প্রকল্প ঃ					
১১১	৫১৩৩-"প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভ্যান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	৯৬৮.০০	৯৪৩.৫০	৯৮%	৯৭.৪৭%	ADB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	উপ-মোট (১০৪) ঃ	৯৬৮.০০	৯৪৩.৫০	৯৮%	৯৭.৪৭%	
	মোট (পল্লী) (১-১১১) ঃ	৯৩৯৩৯৩.০০	৯৩৫৬৩৪.৮৫	৯৯.৯১%	৯৯.৬০%	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ					
	চলতি প্রকল্প ঃ					
১১২	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	৮৩৭১.০০	৮৩৬৭.৭০	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB
১১৩	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	২৪০০০.০০	২৩৯৯৬.১৫	৯৯.৯৮ %	৯৯.৯৮%	GoB
১১৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১০০০০.০০	৯৯৮৭.৩০	১০০%	৯৯.৮৭%	ADB KFW SIDA
১১৫	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	৭৪৫০.০০	৭৪৪৭.৪৭	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
১১৬	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	১৮১৪০.০০	১৮১৩২.৬০	১০০%	৯৯.৯৬%	ADB
১১৭	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	৩১৫০০.০০	৩১৩২৪.৭৬	১০০%	৯৯.৪৪%	WB
১১৮	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	৮৯৬.০০	৮৯৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১৯	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	৬১৮৫৯.০০	৬১৮৫৭.১৫	১০০%	১০০%	ADB, OFID
১২০	৫১১৮-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প।(২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	৪০৯৩২.০০	৪০৯২৭.৫১	১০০%	৯৯.৯৯%	JICA
১২১	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫	৪৯৬.০০	৪৯৬.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	হতে জুন/১৮)					
১২২	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(২৪৮৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	৯৮৪.০০	৯৮৪.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২৩	৫১৪৭-"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৩.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	১০০৮.০০	১০০৬.২৯	১০০%	৯৯.৮৩%	GoB
১২৪	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২৫	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	২৫০০.০০	২৪৯৯.৯২	১০০%	৯৯.৯৯৭ %	GoB
১২৬	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	১০০০.০০	৯৯৯.৯৮	১০০%	৯৯.৯৯৮%	GoB
১২৭	৫১৭১-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১৭৯৮.০০	১৭৯৭.৮৫	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১২৮	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	৯২২.০০	৯২২.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২৯	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	১৬৬৪.০০	১৬৬৩.৫৮	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
১৩০	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৩০০.০০	১২৯৯.৩৮	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	(২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)					
১৩১	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	২৫৫.০০	২৫৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৩২	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	২৩০০.০০	২২৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
১৩৩	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১২৫১.০০	১২৫০.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
১৩৪	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৩০১.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	১৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৩৫	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত) । (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	৭০৮৩.০০	৬৯৫৯.১৭	১০০%	৯৮.২৫%	SFD OFID
	নতুন প্রকল্প ঃ					
১৩৬	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৩৭	৫২৩৯-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	১০৯৭.০০	১০৯৭.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৩৮	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	২০১৮.০০	২০১৮.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৩৯	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	১৭৮৪.০০	১৭৮৩.৯৭	১০০%	১০০%	GoB
১৪০	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০৭.০০	২০৬.৯৬	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	(৪৪৮০.০০/জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)					
১৪১	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	৮.০০	৭.৯২	১০০%	৯৯.০০%	GoB
	উপ-মোট (১০৫-১৩১) ঃ	২৩৪৪৯৯.০০	২৩৪১৬০.৬৪	৯৯.৯৯%	৯৯.৮৬%	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
১৪২	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	ADB
১৪৩	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	১৩০৫.০০	১৩০৫.০০	১০০%	১০০%	ADB
	উপ-মোট (১৩২-১৩৩) ঃ	১৯০৫.০০	১৯০৫.০০	১০০%	১০০%	
	মোট (নগর) (১০৫-১৩৩) ঃ	২৩৬৪০৪.০০	২৩৬০৬৫.৬৪	৯৯.৯৯%	৯৯.৮৬%	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)					
	চলতি প্রকল্প ঃ					
১৪৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	৮৫০০.০০	৮০৩৮.৭৯	১০০%	৯৫%	ADB, IFAD
	নতুন প্রকল্প ঃ					
১৪৫	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	২৩০০.০০	২১৭০.৩৯	৯৪%	৯৪%	GoB
১৪৬	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	৪৯০.০০	৪৮৯.২৭	১০০%	৯৯.৮৫%	GoB
১৪৭	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	৫৫৬.০০	৫০৭.০১	৯২%	৯১.২%	JICA

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	উপ-মোট (১৩৪) ঃ	১১৮৪৬.০০	১১২০৫.৪৬	৯৮.৪৬%	৯৪.৫৯%	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
১৪৮	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	৩১৪.০০	৩১৪.০০	১০০%	১০০%	JICA
	মোট (কৃষি) (১৪৪-১৪৮) ঃ	১২১৬০.০০	১১৫১৯.৪৬	৯৮.৫০%	৯৪.৭৩%	
	সর্বমোট (১-১৪৮) ঃ	১১৮৭৯৫৭.০০	১১৮৩২১৯.৯৫	৯৯.৯১%	৯৯.৬০%	

২০১৭৬-১৮ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি এবং পরিবহণ সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	১,১৪০ কিঃমিঃ	১,০৩৬.৬১
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১,৭৮৯ কিঃমিঃ	১,১৩০.২২
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৫,৬০৫ কিঃমিঃ	২,৯২৭.৬৫
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	১০,৩৬৫ মিঃ	৫৯৬.৩০
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৯,৪১১ মিঃ	৮৭৫.৩১
৬	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ	৫৫ টি	১৭২.৭০
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৮২ টি	৭৮.৪৬
৮	গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন	২৫ টি	৩৬.৪৮
৯	হাট-বাজার উন্নয়ন	১৫৫ টি	৫৩.০৩
১০	মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ	১ টি	০.৫৪
১১	ঘাট নির্মাণ	৪৬ টি	১৫.৮২
১২	বৃক্ষরোপণ	৩১১ কিঃমিঃ	৪.০২
১৩	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	১০০ টি	৪৫৮.৪০
১৪	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	৫,৮২৫ হেক্টর	৯১.৯৬
১৫	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পের উন্নয়ন খাত)	২,৮৯৩ কিঃমিঃ	৭৯৫.০৩
	মোট	-	৮,২৭২.৫৩

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'

সাভার বাজার-জিরাবো সড়ক

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলাধীন কানকি কৃষ্ণকাঠী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার

যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় ধুনার খালে নির্মিত ৪-ভেন্ট রেগুলেটর

পারনান্দুয়ালী ওয়াজেদা আহমেদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাগুরা

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২ টি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১ টি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৪টি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ১টি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৬ টি । এছাড়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আরও ১টি অর্থাৎ সর্বমোট ২৯ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট ২,৭৭২.০২ কোটি টাকার বিপরীতে ১,৪৬১.৩৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দের ৫৩% । উক্ত ২৯ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৮ টি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড ১৪ টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৭টি ।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম/মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছর			বাস্তব অগ্রগতি
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	
১	কৃষি	২	৪৮.০৫	৪৫.৯৯ (৯৬%)	৪৫.৬২ (৯৫%)	৯৫%
২	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	১	৫০.০০	৪৯.৫৫ (৯৯%)	৪৫.০১ (৯০%)	৯৫%
৩	পরিবহণ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১	৪২.৪৬	৪২.৪৬ (১০০%)	৪২.৪৬ (১০০%)	১০০%
৪	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	২৪২.০০	২৪২.০০ (১০০%)	২৩৭.১৪ (৯৮%)	১০০%
৫	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	১৮.০০	৫.০০ (২৮%)	৫.০০ (২৮%)	১০০%
৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১৪	৪০.৭৭	৩০.১০ (৭২%)	৩০.১০ (৭৮%)	৮৪%
৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৬	২,২৯৩.৩১	১৩২২.৪৪ (৫৮%)	১০১৮.৬১ (৪৪%)	৬১%
৮	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (বাপার্ড)	১	৩৭.৪৩	৩৭.৪৩ (১০০%)	৩৭.৪৩ (১০০%)	১০০%
	মোট	২৯	২,৭৭২.০২	১,৭৭৪.৯৮ (৬৪.০১%)	১,৪৬১.৩৮ (৫৩%)	৬৭%

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক ৮ টি সেক্টরে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

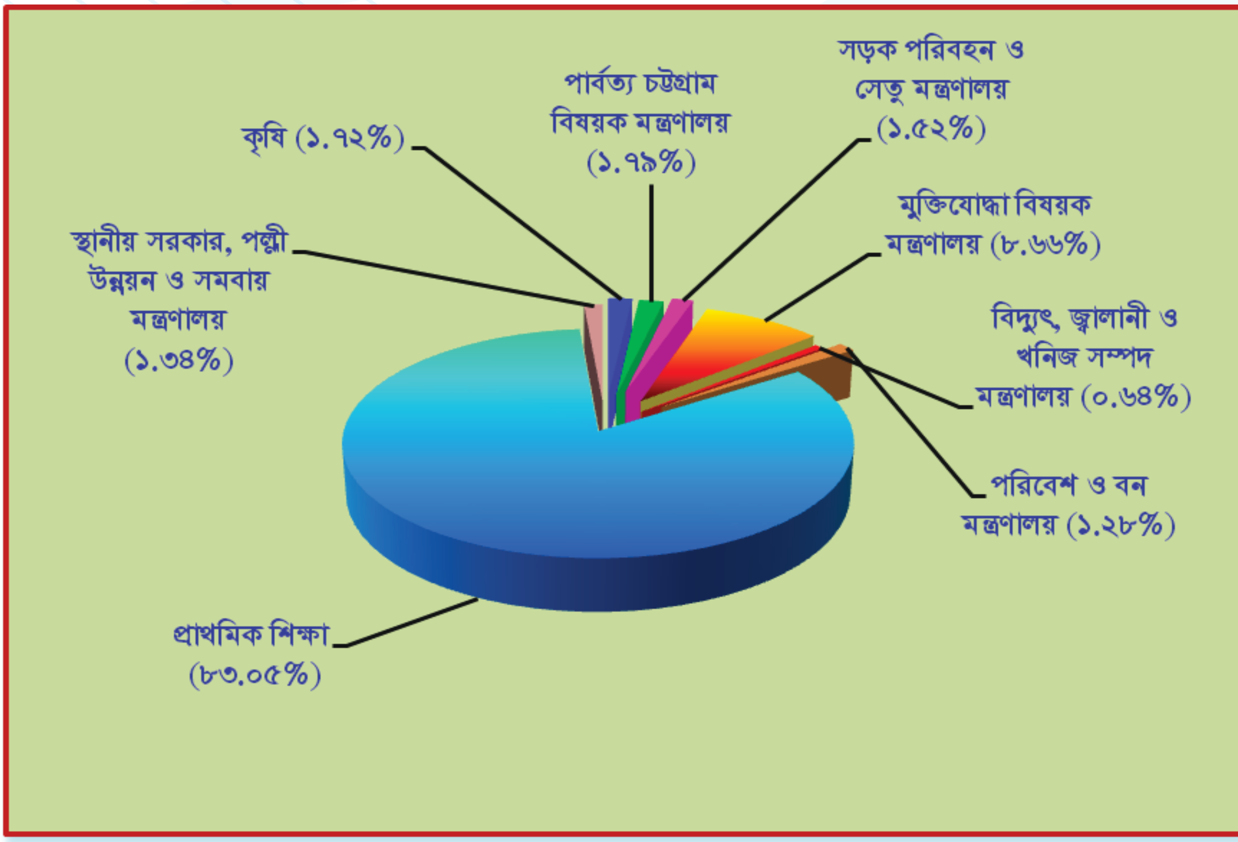

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	সেক্টর ঃ কৃষি					
	সাব-সেক্টর ঃ ফসল					
১	বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়তা প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)(১৫০৯৯.০০/০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	২১৯৫.০০	২১৯৩.৩৯	১০০%	৯৯.৯৩ %	IDB
	সেক্টরঃ পানি					
২	৬৯৯৬-চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)। (২৪৭০৩.৯৬/জানুয়ারী/১১ থেকে ডিসেম্বর/১৮)	২৬১০.০০	২৩৬৯.০০	৯০%	৯১%	IFAD, Netharlands
	উপ-মোট (১-২) ঃ	৪৮০৫.০০	৪৫৬২.৩৯	৯৫%	৯৫%	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
৩	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১২২৩৫৩.৫৬/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২০)	১৮৫০০.০০	১৮৪৭৯.৪৩	১০০%	৯৯.৮৯ %	GoB
৪	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (২৭১১৩.৯৫/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/১৮)	৫৬৬৮.০০	৫২০৩.৩২	১০০%	৯২%	GoB
৫	মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্প।(১৭৮৯৮.৪৪/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	৩২.০০	৩১.৩৭	১০০%	৯৮%	GoB
	উপ-মোট (৩-৫) ঃ	২৪২০০.০০	২৩৭১৪.১২	১০০%	৯৮%	
	সংস্থা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
৬	''পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)'' শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২২০৭২.৪০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৯)	৫০০০.০০	৪৫০১.০৫	৯৫%	৯০%	ADB
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
৭	Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project. (২৩৪৫৭/ডিসেম্বর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৮)	৪২৪৬.৪৩	৪২৪৬.৩৬	১০০%	১০০%	ADB, AFD & GEF
	সেক্টর ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।					
৮	Construction of Khulna Coal Based Power Plant Connecting Road. (১ম সংশোধিত) (২১০১৯.৫২/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	১৮০০.০০	৫০০.০০	১০০%	২৮%	GoB
	মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট) জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড					
৯	পিরোজপুর জেলার ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম-সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।(১২০০/ জানুয়ারী/১৫ হতে জুন/১৮)	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ুর প্রভাবে দুর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প। (৭০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুন/২০১৮)	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
১১	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ুর প্রভাবে দুর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।(৩৫০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২	পিরোজপুর জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও ইন্দুরকান্দি (সাবেক জিয়ানগর) উপজেলায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প ।(৮০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুন/১৮)	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৩	পিরোজপুর জেলায় দুর্যোগ সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প । (৪৭৫/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	৪৭৫.০০	১১৮.৭৫	৫৫%	২৫%	GoB
১৪	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু হাওয়াই রোড জোনাইল বাজার ভায়া উপজেলা হেড কোয়ার্টার চেইঃ১০০০-২৭৮০ মিঃ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৯৯.৯০/অক্টোবর/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৭৪.৯৮	৭৪.৭৫	১০০%	১০০%	GoB
১৫	চট্টগ্রাম জেলার ফ্লাশ ফ্লাড এলাকায় জলবায়ু সহনশীল সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন (রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালি উপজেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৬৭০.৮০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	৪০৫.৮৬	২১৫.২৯	৭০%	৫৩%	GoB
১৬	নোয়াখালী জেলায় সাইক্লোন প্রবন এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৯৮.৩৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	১৪৯.৩০	১৪৮.৫২	৯৯.৪৮ %	৯৯.৪৮ %	GoB
১৭	(ক) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দূর্লভপুর জামতলা পাঁকা রাস্তা এবং দূর্লভপুর উত্তর পাড়া জামতলা হতে প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন ও আমজাত হাসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ ০০-৪৫০মিঃ (খ) দূর্লভপুর জামতলা পাঁকা রাস্তা-দূর্লভপুর রাস্তার চেঃ ০০-১৬৬৪ মিঃ কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" জেলাঃ ঝিনাইদাহ। (১১১.৪৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৫৫.৭২	৫৫.৭২	১০০%	১০০%	GoB

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত অংগসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	পাকা রাস্তা নির্মাণ	২০ কিঃমিঃ	১০০০.০০
২	সেচনালা নির্মাণ	১৩ কিঃ মিঃ	৩১৯.৪১
৩	ল্যান্ডিং স্টেজ নির্মাণ	৩ টি	৭৫.০০
৪	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	২ টি	৫৬.০০
৫	সেচনালা পুনঃখনন	৩০ কিঃমিঃ	২২০.০০
মোট ঃ			১,৬৭০.৪১

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি।

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	এইচবিবি সড়ক নির্মাণ	৬.৩২ কিঃমিঃ	২৭৫.০০
২	পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	৫৩ টি	১০৬.০০
৩	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	৩ টি	৪০৭.০০
	মোট ঃ	-	৭৮৮.০০

এডিবি-ইফাদ যৌথ মিশন সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলাধীন উলশি খাল উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিদর্শন করছেন

দ্বারিয়াপুর উপ-প্রকল্পের সেচনালা; বরেন্দ্র এলাকার ফসলি জমিতে অবাধ পানির প্রবাহ সৃষ্টি করেছে

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক সমাপ্তির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৪ টি প্রকল্প নির্ধারিত ছিল। এই প্রকল্পগুলির সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট প্রত্যেকটি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এক্ষেত্রে এই ইউনিট পৃথকভাবে মাসিক পর্যালোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে, যার ফলে সবগুলি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

	২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান			
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।	আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৮	১৬১৮.১০	IDA, KfW
২	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)(২য় সংশোধিত)	জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮	৫৫০.৭৫	GOB
৩	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮	৪৯০.৮০	GOB
৪	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত)	জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭	২২.৮৪	GOB
৫	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)	জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বের/১৭	২২.১৫	GOB
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)।	২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৮	৩৬২.২৪	GOB
৭	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮	১৬৮৭.৯৫	JICA
৮	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮	৩৫৯.৮৭	GOB
৯	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮	৬৩৩.৯৫	GOB
১০	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)।	০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭	৯৮৯.৭৩	ADB KFW JFPR

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১১	৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮	১০৮৫.০০	EU
১২	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭	২০৬.৮৫	GOB
১৩	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮	২০.৩০	GOB
১৪	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩.৬৪	GOB
১৫	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২১.৯৪	GOB
১৬	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২২.৯৮	GOB
১৭	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭	২৪.৯৫	GOB
১৮	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩.৯৬	GOB
১৯	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৪.৮১	GOB
২০	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮	২৬.৯০	GOB
২১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮	১৯.৮৭	GOB
২২	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২০.৯৭	GOB
২৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২১.২৩	GOB
২৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৬.৫৫	GOB
২৫	৫১৩৩-"প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভ্যান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২৪.৪৮	ADB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ			
২৬	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮	১৯.৯৬	GOB
২৭	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২৪.৮৪	GOB
২৮	৫১৪৭-"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২৩.৩৩	GOB
২৯	৫১৭১-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২২.৬৫	GOB
৩০	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮	২৪.৬১	GOB
৩১	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৪.৪০	GOB
৩২	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)।	জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭	১২১৮.৯০	SFD, OFID
৩৩	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম।	সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮	৬.০১	ADB
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)			
৩৪	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised).	সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮	৫৬.৮৫	JICA

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩২টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পগুলির মুখ্য তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়নে উৎস
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২	৯৮৬.০০	GoB
২	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	৬৬৫.৬১	GoB
৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২	১২১৪.৩৫	GoB
৪	ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	৪৯.৬৯	GoB
৫	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৪৯.০৪	GoB
৬	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২	১৭৬০.০০	GoB
৭	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	১৭৩০.০০	GoB
৮	সুনামগঞ্জ ও ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	১৩.৩৮	GoB
৯	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	১৫৬০.১৫	GoB
১০	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা।	নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২	৯৫০.০০	GoB
১১	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	৪৪৬.২০	GoB
১২	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	৩৫৩.৫২	GoB
১৩	ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২	৩১৮৩.৫৬	GoB
১৪	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।	অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২	২৮৮৪.৮৬	GoB
১৫	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২	২০৮০.৪০	GoB
১৬	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২	২০১৮.০০	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়নে উৎস
১৭	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২	১২৯০.০০	GoB
১৮	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২	১১৫২.০০	GoB
১৯	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২০	৪৮.৯৫	GoB
২০	বন্যা ও দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২০	২৭৮৫.১৮	GoB
২১	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৮ হতে জুন/২০২৩	৬৬২.০০	GCF & Kfw
২২	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২৩	১৮৩৫.৭০	GoB
২৩	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০	৪১.৯৩	GoB
২৪	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০	৪৭.৬৩	GoB
২৫	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০	৪৮.২৮	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন				
২৬	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৪৯.০৯	GoB
২৭	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	৪৪.৮০	GoB
২৮	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৯.৫৮	GoB
২৯	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১	৩৪৬৫.৫০	GoB
৩০	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	এপ্রিল/২০১৮ থেকে জুন/২০২২	৮৬৫.০০	Kuwait fund
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)				
৩১	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৩	১৩৩৪.৯৫	GoB
৩২	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৩	১২৮৫.৯৬	JICA

কিছু স্মরণীয় মূহুর্ত

১৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জানুয়ারী ২০১৮ তারিখে সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে যশোর জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে 'শাহ আরেফীন-অদ্বৈত মৈত্রী' সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মোনাজাত করেন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন

সড়ক উন্নয়ন

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাস এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী পন্থা। দেশের যেকোন এলাকায় সড়ক উন্নয়নের ব্যাপারে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ সড়ক উন্নয়নের বিষয়টি এলজিইডি'র পালিত দায়িত্বাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই সংস্থা ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১০৩৯.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ১,১০৪.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,২০০ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ২,৯৩৭.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,৬০০ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ২,৩৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২,০৯৩ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করেছে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস উত্তরোত্তর সহজতর হচ্ছে এবং এলাকার নাগরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক উন্নীত কয়েকটি সড়কের আলোকচিত্র।

হয়বতপুর জিসি-আড়পাড়া জিসি সড়ক, সদর, যশোর

সাইদপুর-বালিয়াঘাট সড়ক চৌগাছা, যশোর

রূপগঞ্জ দেবই-কালিগঞ্জ সড়ক, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

গ্রামীণ সড়ক, সদর, কুমিল্লা

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অংশ হিসেবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন জুড়ি নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১,৫৫৩.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫,৯৩৭ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ার ফলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত রাখা এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন হারতা বানারীপাড়া বর্ডার সড়কে হারতা বাজারের নিকট কঁচা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ

নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন

বাগিচার হাট গ্রোথ সেন্টার, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম

দেশের পল্লী এলাকায় অবস্থিত হাট-বাজার বিশেষ করে গ্রোথ সেন্টার হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত হাট-বাজারগুলি গ্রামীণ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও উজ্জিবীত করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৮৯.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮০ টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজারের উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বাণিজ্য তথা অর্থনীতির প্রসার ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ ও তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণকে One stop সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশের ৪৫৭১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ কর হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৯৮ সালে এর টাইপ ডিজাইন অনুমোদন করে কার্যক্রম শুরু করেন। ইহাতে একই ছাদের নীচে বা একই ভবনে উনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং সরকারী সংস্থাসমূহের সেবা প্রদান করতে সামর্থ হবে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর, যা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুবিধাদি নিশ্চিত করা অপরিহার্য ছিল। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে আইসিটি রুম ও অপেক্ষা কক্ষসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার সকল সুবিধা ডিজাইনে সন্নিবেশিত। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এতদ্‌সম্পর্কিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প ১ম ও ২য় পর্যায় গ্রহণের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের সর্বমোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪৫৪৬টি, তন্মধ্যে এলজিইডি'র ইউসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ১৪৭৮টি, ২য় পর্যায়ে ৬২৫টি এবং জেলা পরিষদসহ এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প হতে ৯৬২ টিসহ সর্বমোট ৩১৭৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৯০৫.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় পর্যায়ে প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত। বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পরিষদে জনপ্রতিনিধি, সেবা প্রদানকারী বিভাগ বা সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে।

তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, সাভার, ঢাকা

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা ও স্থানীয় জনগণের সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালীকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৪৩০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে মোট ২৩৩ টি উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম নির্মাণ, তন্মধ্যে নবসৃষ্ট ০৪ টি উপজেলা সহ মোট ০৭ টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, চেয়ারম্যান কোয়ার্টার ২টি, ইউএনও কোয়ার্টার ১৪ টি, গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার ১৪ টি, ডরমিটরী ভবন ১২টি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ২০১৯-২০ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারিত আছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির অধীনে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২২৫ টি উপজেলায় সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম, ২ টি চেয়ারম্যান কোয়ার্টার, ৭ টি ইউএনও কোয়ার্টার, ২ টি গেজেটেড অফিসার্স কোয়ার্টার, ৩ টি ডরমিটরী ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ২৩৯ টি প্যাকেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে ২২৯ টি প্যাকেজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৯৩ টি উপজেলায় যাবতীয় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও ১৩৬ টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলমান যার গড় অগ্রগতি ৫৩%। ১০ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৯৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৯৭%।।

অপরদিকে সারাদেশের অবশিষ্ট ২২৭ টি উপজেলা নিয়ে উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)টি একনেকে অনুমোদনপূর্বক মাঠ পর্যায়ে স্কীম অনুমোদন প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত ডিপিপি তে ২২৩ টি সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম ছাড়াও ৩ টি নবসৃষ্ট ও ১টি নদীভাঙ্গনে কবলিত উপজেলাসহ মোট ৪ টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ উপজেলা কমপ্লেক্স এবং ৬০ টি আবাসিক ভবন নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭১.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয় যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৯৮%।

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, গৌরনদী, বরিশাল

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রাধিকারবিশিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম কর্মসূচি। প্রতি বছরই এই কর্মসূচি পালনে জাতীয় পর্যায় থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এরই অংশ হিসাবে এলজিইডি প্রতি বছরই তার অনেক প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকে বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে এলজিইডি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সড়কে ৩,৮৮,১৪০টি গাছের চারা রোপণ করেছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা ২,৯৬,৪৩১টি (৭৬%)। এ সম্পর্কিত জেলাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বৃক্ষরোপণের তথ্যাদি

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ঢাকা	০	০	১৭৫৭০	১৭৫৭০	০	০	১০৯৩০	১০৯৩০	৬২%
নারায়নগঞ্জ	০	০	১০০০	১০০০	০	০	৯০০	৯০০	৯০%
নরসিংদী	০	০	৬০০০	৬০০০	০	০	৬০০০	৫০০০	৮৩%
মুন্সীগঞ্জ	০	০	৩৫০০	৩৫০০	০	০	৩০০০	৩০০০	৮৬%
সিলেট	০	০	২৯২০	২৯২০	০	০	২৮৬০	২৮৬০	৯৮%
মৌলভীবাজার	০	০	১৪০০	১৪০০	০	০	১২৬০	১২৬০	৯০%
সুনামগঞ্জ	৪০০	৪০০	৮০০	১৬০০	০	০	২৫০	২৫০	১৬%
ময়মনসিংহ	২১৪৫০	৪৬০০	৬৪৫০	৩২৫০০	১৯৫৫২	৪০৩৩	৫৫১৪	২৯০৯৯	৯০%
নেত্রকোণা	৪৬০০	২০০	২০০	৫০০০	৪৫৫০	১৭০	১৮০	৪৯০০	৯৮%
শেরপুর	৬৮৫৮	৩৪৩০	৫১৪৪	১৫৪৩২	৩০৯৪	২০৬২	৪১২৪	৯২৮০	৬০%
জামালপুর	৬৫০০	২৬০০	৪৯০০	১৪০০০	৫৫৭০	২০০৫	৪০৭০	১১৬৪৫	৮৩%
কিশোরগঞ্জ	৩৮৯৫০	৭০০	১৯৫০	৪১৬০০	৩০৯১৮	৩৮৪	১৫১০	৩২৮১২	৭৯%
টাঙ্গাইল	০	০	৩২১৬	৩২১৬	০	০	২৪৮৫	২৪৮৫	৭৭%
চট্টগ্রাম	০	০	২০০০	২০০০	০	০	২০০০	২০০০	১০০%
কক্সবাজার	০	০	৫০০০	৫০০০	০	০	০	১৫০০	৩০%
রংপুর	২২৫০	১৬৫০	১৬৫০	৫৫৫০	২১৫০	১৫৯০	১৫৮০	৫৩২০	৯৬%
গাইবান্ধা	০	০	২৩৫০	২৩৫০	০	০	২০০০	২০০০	৮৫%
লালমনিরহাট	৩০০০	১০০০	১০০০	৫০০০	২৩০০	৬৫০	৭২০	৩৬৭০	৭৩%
কুড়িগ্রাম	২০০০	১০০০	২০০০	৫০০০	০	০	৪২০০	৪২০০	৮৪%
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০	০	২৫০০০	২৫০০০	০	০	১৫৬০০	১৫৬০০	৬২%
সিরাজগঞ্জ	০	০	৬৪০০	৬৪০০	০	০	৬৪০০	৬৪০০	১০০%
যশোর	০	০	৩৯৫৪১	৩৯৫৪১	০	০	৩৫২৫৬	৩৫২৫৬	৮৯%
চুয়াডাঙ্গা	০	০	১৫৫০	১৫৫০	০	০	১৫০৫	১৫০৫	৯৭%

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মেহেরপুর	০	০	১২০০	১২০০			১০০০	১০০০	৮৩%
বাগেরহাট	০	০	২৮০০	২৮০০	০	০	২৪৬০	২৪৬০	৮৮%
নড়াইল	০	০	১৫২০০	১৫২০০	০	০	১২৪৮০	১২৪৮০	৮২%
ভোলা	০	০	৫০০	৫০০	০	০	৪০০	৪০০	৮০%
ঝালকাঠী	৪০০	০	৬১৭	১০১৭	৩৮০	০	৫৮৬	৯৬৬	৯৫%
পিরোজপুর	০	০	৭০২১	৭০২১	০	০	৬০১২	৬০১২	৮৬%
পটুয়াখালী	১৫০০	১০০০	২৭০০	৫২০০	১৪২০	৯৫৫	২৬৩৫	৫০১০	৯৬%
বরগুনা	১০০০	৫০	৪৬০০	৫৬৫০	৬০০	৩০	২৫০০	৩১৩০	৫৫%
নীলফামারী	৪৫০০	৯৫০	৩৫০০	৮৯৫০	৪০০০	৮০০	৩০৫০	৭৮৫০	৮৮%
ঠাকুরগাঁও	০	০	৯৫০০	৯৫০০	০	০	৯০০০	৯০০০	৯৫%
পঞ্চগড়	০	০	৫০০০	৫০০০	০	০	০	৪৫০০	৯০%
কুমিল্লা	১২০০০	৪৮০০	৭২০০	২৪০০০	৭৪৫০	২২৪০	৩৭৮০	১৩৪৭০	৫৬%
চাঁদপুর	৫০০	২০০	৩০০	১০০০	৪৬০	১৮০	২৮০	৯২০	৯২%
ফেনী	০	০	৬০০০	৬০০০	০	০	৫০০০	৫০০০	৮৩%
লক্ষ্মীপুর	০	০	৩০০০	৩০০০	০	০	২৩০০	২৩০০	৭৭%
নোয়াখালী	৮০০০	১৫০০	৫৩০০	১৪৮০০	৪০০০	৫০০	৬১০	৫১১০	৩৫%
গোপালগঞ্জ	২৫৯৮৮	৩৬১৭	৩৫৬৮	৩৩১৭৩	১৯৭৩৮	২৪৭৩	২৭৬৭	২৪১৫১	৭৩%
শরীয়তপুর	০	০	১০০০	১০০০	০	০	৮০০	৮০০	৮০%
মোট ঃ	১৩৯৮৯৬	২৭৬৯৭	২২০৫৪৭	৩৮৮১৪০	১০৬১৮২	১৮০৭২	১৬৮০০৪	২৯৬৪৩১	৭৬%

ফতেপুর-পীরগঞ্জ সড়ক, রংপুর

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (আইআরআইডিপি-২)

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (আইআরআইডিপি-২) ২০১৫-১৬ ইং অর্থবছরে যাত্রা শুরু হয়। কৃষিজ ও অকৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাজারজাত সহজীকরণের জন্য সার্বিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন; উন্নত সড়ক নেটওয়ার্ক এর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ব্রীজ নির্মাণ, মার্কেট উন্নয়ন ও ঘাট নির্মাণ কাজ পরিচালিত হচ্ছে। মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সার্বিক তত্বাবধানে প্রতিটি সংসদীয় আসনের বিপরীতে ২০.০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। পূর্ত কাজের ভৌত অগ্রগতি প্রায় ৮০% এবং প্রকল্পটি ২০১৯-২০ইং অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

আইআরআইডিপি-২ এর আওতায় বাস্তবায়িত কাজের কিছু নমুনা ফটোগ্রাফ

চরফ্যাশন জিসি-দুলারহাট জিসি সড়ক, চরফ্যাশন, ভোলা

ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাংগী উপজেলায় গোয়ালকারী কামিজপাড়া-বাড়াবাড়ী পশ্চিমপাড়া সড়কে নোহনা খালের উপর ৪৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ

মাথাভাঙ্গা আরএন্ডএইচ-সুখদাড়া বাস ষ্ট্যান্ড ভায়া সুনগর সড়ক, সদর, বাগেরহাট

পূর্ণমতি বাজার আরএন্ডএইচ সড়ক-রাজাপুর ইউপি অফিস সড়ক, বুড়িচং কুমিল্লা

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৪৩ কিলোমিটার পল্লি সড়ক আছে [বাংলাদেশ গেজেট ২৯ অক্টোবর ২০১৭] যার মধ্যে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার কিলোমিটার পাকা সড়ক (Paved Road) রয়েছে এবং পল্লি সড়কের উপর মোট ১২,৮৩,৬৯৩ মিটার সেতু/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার সড়ক ও ১৫ হাজার মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে, যা পল্লি এলাকার এক বিশাল নেটওয়ার্ক সৃষ্টিতে নতুন মাত্রা যোগ করছে। দেশের পল্লি এলাকার এ সড়ক ব্যবস্থা সর্বাধিক নিবিড়- যা গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিমেয় সেবা প্রদান করছে। এ সকল সড়ক প্রধানত গ্রোথসেন্টার ও বাজার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, খামার, আর্থিক, শিক্ষা, সামাজিক এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান, পল্লি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে যাতায়াত সুগম করেছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণ সুবিধা, খামার পর্যায়ে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক সেবা সাধারণ প্রান্তিক পল্লি জনগোষ্ঠির তথা স্টেকহোল্ডারদের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে অসামান্য অবদান রেখেছে। যেহেতু দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশই পল্লি এলাকায় বাস করে সেহেতু দেশের অধিকাংশ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনীতি তথা দেশের সার্বিক অর্থনীতি বিকাশে উন্নত পল্লি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ অবদান রাখছে।

দেশের বিশাল এ পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক একটি জাতীয় সম্পদ এবং এর সুরক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পল্লি সড়কসমূহকে সারা বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখা অত্যাবশ্যক। পল্লি যোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল ধরে রাখার স্বার্থে জাতীয় পর্যায়ে পল্লি সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার প্রতি বছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে আসছে। কিন্তু পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দ প্রদান সত্ত্বেও এ খাতে আর্থিক সংকট বিরাজ করছে। এর অন্যতম কারণ সমূহ হলো (ক) বর্তমানে দেশের পল্লি নেটওয়ার্কে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের সংখ্যা ও ভারী যানবাহনের সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, (খ) ২০১৬ সালের রোয়ানুতে ৭টি জেলা এবং বন্যায় উত্তর মধ্যাঞ্চলের ১২টি জেলা এবং ২০১৭ সালের Flash Flood, হাওড় এলাকার বন্যা ও পাহাড়ী এলাকার ঢালে মোট ৩৮টি জেলা এবং অতিবৃষ্টিজনিত কারণে ২৬ টি জেলার সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, (গ) এছাড়াও দেশের কিছু সংখ্যক জনগুরুত্বপূর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এ জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও Pavement Deterioration মাত্রা কমানোর উদ্দেশ্যে সড়কগুলোর প্রশস্তকরণ এবং বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধিকরণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

দেশের বিশাল পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শুরুতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে Roughness Survey এবং সরেজমিন Bridge/Culvert এর Detailed Condition Survey সম্পন্ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সার্ভে হতে প্রাপ্ত উপাত্ত Road & Structure Database Management System-VII Software-এর সাহায্যে Data Process করে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১১ হাজার ২৫৯ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপিত হয়। কিন্তু ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটে এলজিইডি'র জেলার প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের পল্লি সড়ক ও কালভার্ট মেরামত [অর্থনৈতিক কোড নম্বর ৩-৩৭৩৩-০০০০-৪৯৪১] উপখাতে মোট ১,৭৩০.২০ (এক হাজার সাতশত ত্রিশ দশমিক দুই) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় যা নিরূপিত চাহিদার মাত্র ১৫.৩৭% শতাংশ।

পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত/সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরো কার্যকরীকরণ এবং সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, জানুয়ারী ২০১৩ অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা চলতি অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করে চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

বিগত অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় তদারকি ও মনিটরিং এবং বিভিন্ন Best Practice সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণসহ গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়

এলজিইডি সাধারণত নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই দুই প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত বছরভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র।

(২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বিগত ১০বছরের বাজটে বরাদ্দের বারগুলি দেখানো হয়েছে)

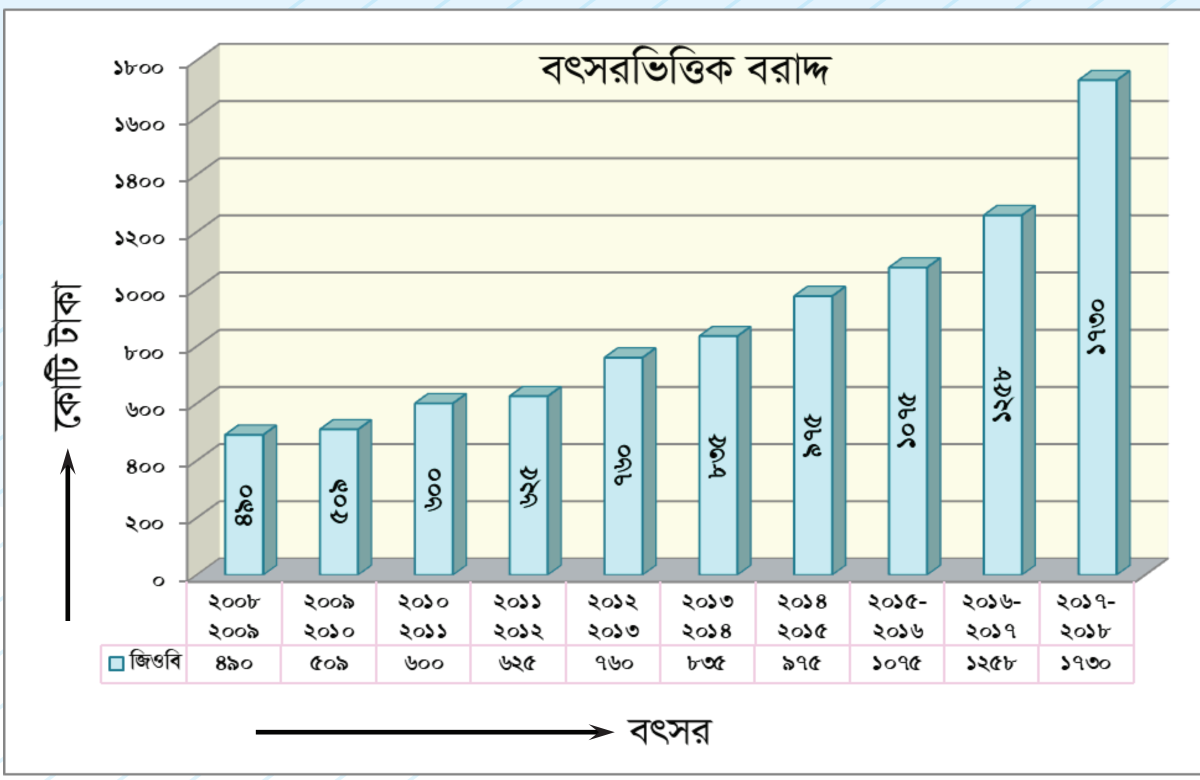

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৮,১০০ কিঃমিঃ	৪৭.০০
২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৯,২০০ কিঃমিঃ	১,৫৮৫.৮৭
৩	কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৬৮১ মিটার	৬৫.৩৩
৪	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ	-	৩২.০০
	মোট	-	১,৭৩০.২০

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের অংগভিত্তিক ব্যয়ের (কোটি টাকা) তুলনামূলক চিত্র।

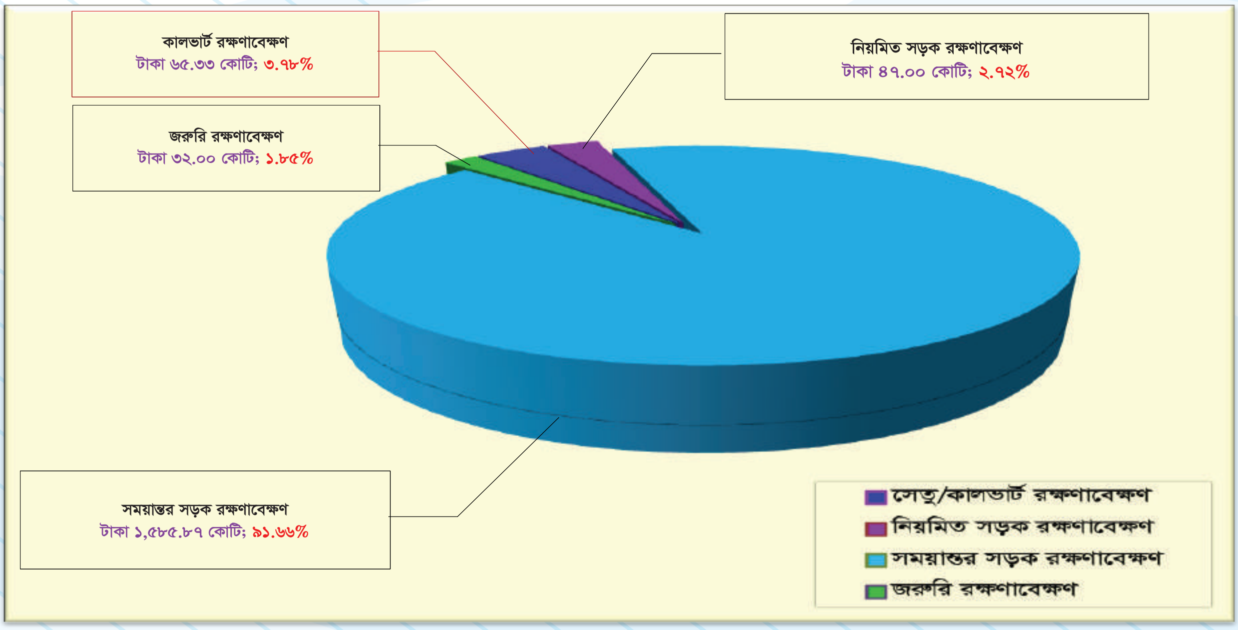

২০১৭ -১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন উপাংশের বিবরণ।

ক্রমিক নং	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন উপাংশের নাম	স্কিমের সংখ্যা	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
ক)	রি-সিল (Re-seal)	১,১৮৫ টি	৩৫০.০০
খ)	ওভার-লে (Overlay)	২,১৪২ টি	৮৭৪.৩০
গ)	সড়ক মজবুতিকরণ (Road Re-habilitation)	৪৩৩ টি	২৩৪.২৭
ঘ)	সড়ক প্রশস্তকরণ (Road Widening)	১২০ টি	১২৭.৩০
	মোট	**৩৮৮০ টি**	**১,৫৮৫.৮৭**

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন উপাংশের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র।

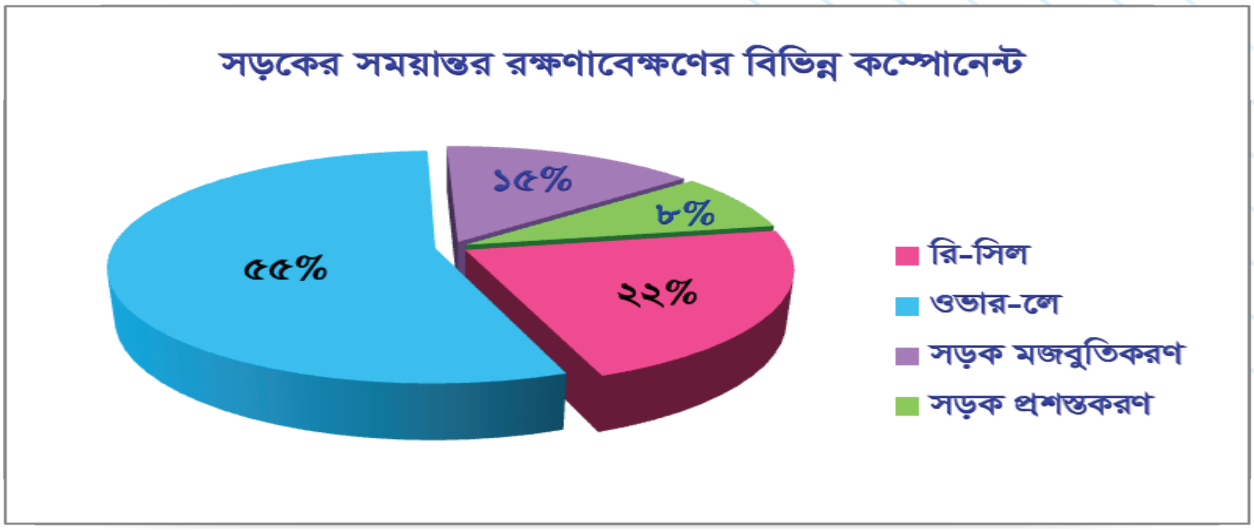

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত কয়েকটি সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ছবি

কুচিয়ামোরা আরএন্ডএইচ-শেখরনগর জিসি সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে], উপজেলাঃ সিরাজদিখান, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ।

কুচিয়ামোরা আরএন্ডএইচ-শেখরনগর জিসি সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পর], উপজেলাঃ সিরাজদিখান, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ।

বৃত্তিডাঙ্গা হাট - কাশবামাজাইল ইউ পি সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে], উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ রাজবাড়ী।

বৃত্তিডাঙ্গা হাট - কাশবামাজাইল ইউ পি সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পরে], উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ রাজবাড়ী।

উপজেলা HQ.-বাংলাবাজার সড়ক
[রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে], উপজেলাঃ সুবর্ণচর, জেলাঃ নোয়াখালী।

উপজেলা HQ.-বাংলাবাজার সড়ক
[রক্ষণাবেক্ষণের পর], উপজেলাঃ সুবর্ণচর, জেলাঃ নোয়াখালী।

৩৯মিটার দীর্ঘ RCC Girder Bridge মেরামত।
[রক্ষণাবেক্ষণের পর], উপজেলাঃ পীরগাছা, জেলাঃ রংপুর ।

উপজেলা HQ. - তবলছড়ি R&H সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পর], উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ রাঙ্গামাটি।

বিমান বন্দর বাই-পাস সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পরে], উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ যশোর।

বিনোদপুর - নোহাটা ভায়া রাজাপুর সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পর], উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মাগুরা।

মেলান্দহ জিসি - জামালপুর - দেয়ানগঞ্জ RHD সড়ক
[রক্ষণাবেক্ষণের পর], উপজেলাঃ মেলান্দহ, জেলাঃ জামালপুর।

কাকচিড়া জিসি-নাচনাপাড়া ভায়া লেমুয়া জিসি সড়ক।
[রক্ষণাবেক্ষণের পর] উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ বরগুনা।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

নগর ব্যবস্থাপনা

বিশ্বায়নের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে আধুনিক জীবনযাত্রার স্রোতধারায় নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ এখন শহরমুখী। দ্রুত নগরায়নের ফলে জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং বহুমুখী চাহিদার ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর ও শহরের অবদান ৬০ ভাগের বেশি, যা পল্লি অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা ইতোমধ্যে সাড়ে চার কোটি ছাড়িয়েছে এবং শতকরা ৩ ভাগ হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (বিবিএস রিপোর্ট, (পপুলেশন এন্ড হাউজিং সেন্সাস ২০১১); প্রিলিমিনারি রেজাল্ট, জুলাই ২০১১, পেজ-৩, আর্টিকেল-২, (টোটাল পপুলেশন কাউন্ট))। দেশে ৫৩২টি নগর কেন্দ্রের মোট আয়তন ১১,২৫৬ বর্গকিলোমিটার যা দেশের আয়তনের শতকরা মাত্র ৭.৬৬ ভাগ। নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত জনগনের শতকরা ৬০ ভাগ লোকই সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং তাদের বৃহৎ অংশ শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস করে, যদিও রাজধানী ঢাকা ও বন্দরনগরী চট্টগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ফলে, বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিসেবায় বিপুল চাপ পড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য আবাসন, পানি নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন, বজ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদি পরিসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ন না হলে এই চ্যালেঞ্জ সরকারের একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ন চলতে থাকলে বিদ্যমান নগর সেবাসমূহের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়বে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, পরিবেশ দূষিত হবে। শহর ও নগরগুলি ক্রমান্বয়ে বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। এখনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতাকে টেকসই করে দীর্ঘমেয়াদী বাসযোগ্য সার্বিক অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করার জন্য টেকসই নগরায়ন প্রয়োজন। নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনা করলে নগর হলো অপার সম্ভাবনার উৎস। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নগরায়নে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগরসমূহে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিচালনার কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩২টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চলমান প্রকল্পের মধ্যে ৮ টি বৈদেশিক সহয়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং ২৪টি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৯	৬১২১৩.০০	৮৩৭১.০০	৮৩৬৭.৭০	GoB
২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	১২৫৮৮২.২৭	২৪০০০.০০	২৩৯৯৬.১৫	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৩	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (/)	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	১৩৯৫৯৭.৭৫	১০০০০.০০	৯৯৮৭.৩০	ADB KFW SIDA
৪	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	১৯০০০.০০	৭৪৫০.০০	৭৪৪৭.৪৭	GoB
৫	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে মে/২০২০	১০৫৭৫১.০০	১৮১৪০.০০	১৮১৩২.৬০	ADB
৬	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	২৪৭০৯৩.৯২	৩১৫০০.০০	৩১৩২৪.৭৬	WB
৭	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৯	৩৫২৫.০০	৮৯৬.০০	৮৯৬.০০	GoB
৮	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২১	৪০৪৬১৭.০০	৬১৮৫৯.০০	৬১৮৫৭.১৫	ADB, OFID
৯	৫১১৮-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০	২৯৪৩০০.০০	৪০৯৩২.০০	৪০৯২৭.৫১	JICA
১০	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	১৯৯৬.০০	৪৯৬.০০	৪৯৬.০০	GoB
১১	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২৪৮৪.০০	৯৮৪.০০	৯৮৪.০০	GoB
১২	৫১৪৭-"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	২৩৩৩.০০	১০০৮.০০	১০০৬.২৯	JICA

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
	ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।					
১৩	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৪৯০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	GoB
১৪	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন।	মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯	১২৬৫৯.৫২	২৫০০.০০	২৪৯৯.৯২	GoB
১৫	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	২৪২৫.০০	১০০০.০০	৯৯৯.৯৮	GoB
১৬	৫১৭১-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২২৬৫.১৭	১৭৯৮.০০	১৭৯৭.৮৫	GoB
১৭	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০২০	৩৩৫৬.০০	৯২২.০০	৯২২.০০	GoB
১৮	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৪৬০.৫৮	১৬৬৪.০০	১৬৬৩.৫৮	GoB
১৯	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩৮৮.০০	১৩০০.০০	১২৯৯.৩৮	GoB
২০	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৫৫৫.০০	২৫৫.০০	২৫৫.০০	GoB
২১	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	৪১২৫.৮৮	২৩০০.০০	২২৯৯.৯৯	GoB
২২	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৪৪০.১২	১২৫১.০০	১২৫০.৯৯	GoB
২৩	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	২৩০১.০০	১৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০	GoB
২৪	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প	জানুয়ারী/২০১১ হতে	১২১৮৮৯.৬৯	৭০৮৩.০০	৬৯৫৯.১৭	SFD OFID

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৫-১৬ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
	(মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)।	সেপ্টেম্বর/২০১৭				
২৫	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	২২৫৩.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	GoB
২৬	৫২৩৯-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	১৬৩৯.১১	১০৯৭.০০	১০৯৭.০০	GoB
২৭	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৪১৮৬.০০	২০১৮.০০	২০১৮.০০	GoB
২৮	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৪৯০৯.০০	১৭৮৪.০০	১৭৮৩.৯৭	GoB
২৯	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	৪৪৮০.০০	২০৭.০০	২০৬.৯৬	GoB
৩০	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৯৫৮.০০	৮.০০	৭.৯২	GoB
৩১	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম।	সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮	৬০০.৮৬	৬০০.০০	৬০০.০০	ADB
৩২	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেষ্টমেন্ট প্রোগ্রাম।	অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০	৫২৫০.০০	১৩০৫.০০	১৩০৫.০০	ADB
		মোট =	১৫৯১৪২৪.৮৭	২৩৬৪০৪.০০	২৩৬০৬৫.৬৪	

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	১,২০১.৬২ কি: মি:	৯৪৩.৭৩
২	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১,১৬৭.১৩ মি:	১০২.০৮
৩	ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	৩৫৫.২৯ কি: মি:	৫০৯.৬৭
৪	নদী পুন:খনন	২.২৫ কি: মি:	০.৩০
৫	নদী/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ	৪.২৬ কি: মি:	২.০৫
৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩৫৬টি	৪.১৭
৭	নলকূপ স্থাপন	৬৪টি	২.০৩
৮	বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	১০টি	২৪.৮৭
৯	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৩টি	৩৬.৩৫
১০	বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	৮টি	১১.২০
১১	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	১.৬৫ কি: মি:	০.৬০
১২	কাঁচা বাজার নির্মাণ	৭টি	১৬.৬৬
১৩	পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	৪টি	৩.৬৫
১৪	কবরস্থান/শ্মশানঘাট উন্নয়ন/সম্প্রসারণ	১৩টি	১.০১
১৫	ফ্লাইওভার নির্মাণ	৮,৫০০ মি:	৬৯.৫৯
১৬	স্ট্রিট লাইট স্থাপন	২১০৬টি	৩১.০৫
১৭	মাষ্টার প্ল্যান প্রনয়ণ	১৬টি	২.৯১
১৮	বোট ল্যান্ডিং	২টি	০.৪৫
১৯	ভূমি উন্নয়ন	১,২৪,০০০ ঘন মি:	৩.৫০
২০	ফুটপাথ নির্মাণ	৫৫.১৮ কি: মি:	৯.৯৮
২১	সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	থোক	২.৮৬
২২	খাল পুনঃ খনন	০.০৯ কি: মি:	০.১৬
২৩	জমি অধিগ্রহণ	৩৯.৫১ একর	৬০.২৯
২৪	ফ্ল্যাট নির্মান	২৭৫টি	৭৪.৪৭
২৫	ড্রেনেজ খালের কনক্রিট লাইনিং/রিটেনিং ওয়াল	০.৯০ কি: মি:	২০.০০
২৬	পানি সরবরাহ	থোক	৬.৫৭
২৭	পাইপ লাইন স্থাপন	৩৯.৭০	৩৬.৭৯
২৮	সাইক্লোন শেল্টার	৪টি	১৭.৭২
২৯	বেসিক আরবান সার্ভিসের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৬টি	১৭.৪৭
৩০	পৌরসভার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও অন্যান্য	৩২,০০০.০০ বর্গ মিটার	২৫.০০
৩১	মার্কেট নির্মাণ	১ টি	১.৫৮
৩২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	থোক	১৬.৭৬
৩৩	নগর কেন্দ্র নির্মাণ	থোক	২৩.০২
		মোট=	২০৭৮.৫৪

এলজিইডি'র নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্প্রতি বাংলাদেশের ২৪০ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৭ টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকাসহ) এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় চাহিদা তুলে ধরেন এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করেন, যেগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এরপর খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোন অংশ/বিষয়ের উপর এলাকাবাসীর কোন মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য ন্যূনতম এক মাস গণশুনানী সম্পন্নের মাধ্যমে সকলের যৌক্তিক মতামত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্নের পর স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেগুলি পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত পৌরসভার সবগুলির গণশুনানি ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা ও যাচাইপূর্বক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর/২০১৪ তে গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে ও অবশিষ্ট সকল মাষ্টার প্ল্যান সমূহের গেজেট নোটিফিকেশন প্রক্রিয়াধীন আছে।

মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প

রাজধানী ঢাকা তথা দেশের অন্যতম বৃহৎ নগর অবকাঠামো মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের মহাসড়কে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৬ অক্টোবর ২০১৭ আনুষ্ঠানিকভাবে এই উড়াল সড়কের সম্পূর্ণ অংশ জনগণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেন। তিনি এদিন প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর যানজট নিরসনের লক্ষ্যে নির্মিত এই আধুনিক স্থাপনাটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময়ে গণভবনে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি, সৌদি দূতাবাসের ইসলামী বিভাগের প্রধান সাদ আল খাতানি। অপরদিকে মৌচাক এলাকা প্রান্তে পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপি, খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম এমপি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাঈদ খোকন, স্থানীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র মোঃ ওসমান গণি, ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) আওয়ামী লীগের সাধারাণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এবং ঢাকার পুলিশ কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীসহ এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মৌচাকে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বহু প্রতিক্ষিত এই ফ্লাইওভারের নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। নগরবাসীকে ফ্লাইওভার 'উপহার দেওয়ায়' শেখ হাসিনাকে ঢাকাবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান ঢাকা দক্ষিণের মেয়র সাঈদ খোকন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকারের ধারাবাহিকতা থাকলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ২০০৮ এবং ২০১৪ সালে জনগণ ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়ার কারণেই দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

ফ্লাইওভার ব্যবহারে যত্নবান হতে প্রধানমন্ত্রী সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ট্রাফিক আইন মেনে চলতে এবং ফ্লাইওভারটিকে জাতীয় সম্পদ বিবেচনা করে তা ব্যবহারের অনুরোধ জানান। ঢাকায় ব্যক্তিগত যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, এই ফ্লাইওভার যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে, কর্মচাঞ্চল্য বাড়বে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এমপি অনুষ্ঠানে বলেন, এ প্রকল্পের প্রতি মিটারে খরচ হয়েছে ১৩ লক্ষ টাকা, যা একই ধরণের অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। ঢাকার কেন্দ্রভাগে অন্যতম ব্যস্ত এবং চলাচলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চার লেনের এ ফ্লাইওভারে ওঠানামার জন্য তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা, সোনারগাঁও হোটেল, মগবাজার, রমনা (হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তা), বাংলামটর, মালিবাগ, রাজারবাগ ও শান্তিনগরে মোট ৮টি র‍্যাম্প রাখা হয়েছে।

রাজধানীর তেজগাঁও, মগবাজার, মৌচাক, মালিবাগ, শান্তিনগর ও রাজারবাগ এবং এর আশেপাশের এলাকায় সৃষ্ট যানজট নিরসনে মগবাজার-মৌচাক-মালিবাগ ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করেছে। ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভারটি তিনটি অংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। তেজগাঁও সাতরাস্তা থেকে মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত প্রথম অংশ। এই অংশের সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে যুক্ত হয়েছে এফডিসি-সোনারগাঁও লেভেল ক্রসিং অংশ। বাংলামটর মোড় থেকে মগবাজার হয়ে মৌচাক মোড় পর্যন্ত ২য় অংশ। আর ৩য় অংশের বিস্তৃতি একদিকে মৌচাক মোড় থেকে মালিবাগ মোড় হয়ে রাজারবাগ ও শান্তিনগর এবং অন্যদিকে মৌচাক মোড় থেকে মালিবাগ রেল ক্রসিং হয়ে চৌধুরী পাড়া পর্যন্ত।

২০১৬ সালের ৩০ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফ্লাইওভারের প্রথম অংশ অর্থাৎ তেজগাঁও থেকে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল অংশ যান চলাচলের জন্য খুলে দেন।

বাংলাদেশ সরকার, সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ওপেক ফা- ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি)-এর যৌথ অর্থায়নে এই ফ্লাইওভার বাস্তবায়িত হয়েছে। ফ্লাইওভার নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১২১৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা।

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর সাতরাস্তা-সোনারগাঁও-হলিফ্যামিলি হাসপাতাল অংশ

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর এফডিসি ইন্টারসেকশন

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর মগবাজার মোড় ইন্টারসেকশন

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর বাংলামটর থেকে ওয়্যারলেস গেট অংশ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)

দেশের ৩১ টি পৌরসভা যথাক্রমে বেড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চারঘাট, ঈশ্বরদী, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, নওগাঁ, নীলফামারী, পঞ্চগড়, শাহাজাদপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লাকসাম, লক্ষীপুর, নবীনগর, রাঙ্গামাটি, বেনাপোল, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কোটালিপাড়া, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ি, টুংগীপাড়া, ছাতক, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মুক্তাগাছা, নেত্রকোনা, শেরপুর এর অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও নগর সুপরিচালনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৪, সালে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ও ওএফআইডি এর আর্থিক সহায়তায় তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-III) এর কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে গত ২৮ মার্চ ২০১৭, একনেক সভায় ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে আরও ৫টি পৌরসভা যথাক্রমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও কক্সবাজার প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়।

আগামী জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ৩৬টি পৌরসভা এই প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও উন্নত পৌর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পটি অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নগর যাতায়াত ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট বিনোদন কেন্দ্র ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ বস্তিবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

এছাড়া নগর পরিচালন ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টিএলসিসি, ডব্লিউসি গঠন ও এর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এসকল কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পটি নিম্নবর্ণিত সাতটি কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

১। নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ
২। নগর পরিকল্পনা
৩। নারী ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ
৪। স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি
৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও স্থায়িত্বশীলতা
৬। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা
৭। পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সচল রাখা

অগ্রগতি

- হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ৮৬.৭৯% ।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৯৬৩৬৩১৪৩০.০০ টাকা এবং নন ট্যাক্স বাবদ আদায়ের পরিমাণ ১৮৯৯৮৭৩৮২২.০০ টাকা।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের ১১১টি প্যাকেজের আওতায় প্রায় ৫৫৩.৭৩ কোটি টাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। যার মধ্যে ৪৭৩.৭৫কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন, ১৩৪.০০ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, ৪টি নলকূপ, ২০.৫০ কিঃমিঃ পানির লাইন সম্প্রসারণ, ৮০০ টি পানির মিটার স্থাপন, ১টি বাস টার্মিনাল (বাস্তবায়নাধীন), ১টি মিউনিসিপ্যাল পার্ক (বাস্তবায়নাধীন), ৮৫৩ টি সড়কবাতি/পোল স্থাপন এবং ২৪টি পৌরসভায় ৫.৫০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।
- নগর পরিচালন কর্মসূচি (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৬টি পৌরসভায় মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অন জব ট্রেনিং এবং সুবিধাভোগীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়, (সংযুক্ত ছকে বিস্তারিত)। এছাড়া পৌরসভা পর্যায়ে টিএলসিসি, ওয়ার্ড কমিটি, দারিদ্র্য নিরসন, জেন্ডার কমিটিসহ পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্থায়ী কমিটির বৈঠক নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি পৌরসভার সুবিধাভোগীদের নিয়মিত উঠান বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুন ২০১৮ পর্যন্ত জেন্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্প সহায়তার পাশাপাশি প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ নিজস্ব রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় ৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। পৌরসভার জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নে রাজস্ব থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ মূলতঃ নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা আনয়ন, নারী বান্ধব অবকাঠামো (মাদার্স ক্লাব, ঘাটলা, ইত্যাদি) নির্মাণ, শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা, ইত্যাদি খাতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও পৌরসভার সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রকল্প তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে যার সফল প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় নগর সমন্বয় কমিটি সভায় নারীদের অংশগ্রহণের হার দেখে (নারী সদস্যদের সভায় অংশগ্রহণের মাত্রা ৩৭%; যা কমিটিতে নারী সদস্যের ৩৩% কে ছাড়িয়ে গেছে)। প্রকল্প অনুমোদিত পৌরসভার ২১৮ টি বস্তিতে 'কমিউনিটি এ্যাকশন প্ল্যান (CAP)' প্রণয়নের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বস্তিবাসী ২৩০১ জন নারী ও ৪০০ জন পুরুষকে নিয়ে গঠিত হয়েছে নারী প্রধান বস্তি উন্নয়ন কমিটি। এর মধ্যে ২১৩ টি (৯৭.৭%) কমিটির সভাপতি নারী। এই কমিটিকে CAP প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রকল্প আয়োজন করেছে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। দারিদ্র্য হ্রাসকরণের নিমিত্তে পৌরসভাসমূহ তাদের 'দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নে নিজস্ব রাজস্বের বরাদ্দ থেকে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে দরিদ্রদের আয়বর্ধনমূলক সহায়তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং দরিদ্র এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন (ফুটপাথ, টয়লেট নির্মাণ, ইত্যাদি) কার্য সম্পাদন করেছে।

বিগত ২২ ও ২৩ এপ্রিল ২০১৮, খাগড়াছড়ি পৌরসভা মিলনায়তনে প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩৬টি পৌরসভার মেয়রবৃন্দ নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর (ডিপিএইচই) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জনাব এ, কে, এম ইব্রাহিম। এসময়ে এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক জনাব এ, কে, এম রেজাউল ইসলামসহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মিশন সদস্যবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক জনাব এ, কে, এম রেজাউল ইসলামসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়।

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর চিত্র

সড়ক নির্মাণ, মাগুরা পৌরসভা

পৌর কমিউনিটি সেন্টার, বেনাপোল পৌরসভা

ড্রেন নির্মাণ, নওগাঁ পৌরসভা

সড়ক নির্মাণ, ঈশ্বরদী পৌরস

শহীদ মিনার নির্মাণ, টুংগীপাড়া পৌরসভা

সড়ক নির্মাণ; ঈশ্বরদী পৌরসভা

প্রকল্পভুক্ত পৌর কর্মকর্তাদের ইলেক্ট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ইজিপি) প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করছেন এডিবি ম্যানিলা অফিসের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট Alexandra Vogl. এসময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশন ও ইউজিআইআইপি-৩ এর কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নওগাঁ পৌরসভা থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে বরেন্দ্র রেডিওতে কর্মরত আত্মনির্ভরশীল নারী।

বান্দরবান পৌরসভার আয়োজনে সেলাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র জনাব মোহাম্মদ জাবেদ রেজা।

ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার- চারঘাট পৌরসভায় এক কক্ষেই পাওয়া যায় সকল ধরণের নাগরিক সেবা

সচেতনতামূলক র‍্যালী- নীলফামারী পৌরসভা

পৌরবাসীর সেবা গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ - হবিগঞ্জ পৌরসভা

সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (সিজিপি)

বাংলাদেশ সরকার এবং Japan International Cooperation Agency (JICA) এর যৌথ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (সিজিপি) ২০১৪ সালের জুলাই মাস থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ৫টি সিটি কর্পোরেশন (নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, রংপুর, গাজীপুর ও চট্টগ্রাম)। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট ৫টি সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক দক্ষতা ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি করা, জীবনযাত্রার মান ও বসবাস উপযোগিতার উন্নতি করা ও বিভিন্ন সেক্টরে অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের জন্য টেকসই রাজস্ব ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের আওতায় ৪টি উপাংশে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি (জিআইসিডি), নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও পরামর্শক সেবা প্রদান করা। প্রকল্পের আওতাভুক্ত সিটি কর্পোরেশন সমূহে জিআইসিডি কার্যক্রম, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে এবং বেশ কয়েকটি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) বরাদ্দ ছিলো ৪০৯.৩২ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারী অর্থ ৭৭.৫৬ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৩১.৭৬ কোটি টাকা। এই অর্থবছরে ১০০% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং বরাদ্দের ৯৯.৯৯% অর্থ (৪০৯ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৩১%।

সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট এর আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে "আয়বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন (দর্জি বিজ্ঞান)" শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের শেলাই মেশিন ও সনদ বিতরণ করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভি।

সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাথ নির্মাণ, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।

সড়কবাতি স্থাপন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

ড্রেন নির্মাণ, রংপুর সিটি কর্পোরেশন।

এয়ারপোর্ট সড়ক ব্রীজ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি)

বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), কেএফডব্লিউ (KfW) এবং সুইডিশ সিডা (SIDA) এর যৌথ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP) ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা নগর অঞ্চলে রয়েছে ৪টি সিটি কর্পোরেশন, ৮টি পৌরসভা ও ১২টি আরবান সেন্টার এবং খুলনা নগর অঞ্চলে ১টি সিটি কর্পোরেশন, ৪টি পৌরসভা ও ২৪টি আরবান সেন্টার। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য কার্যকর আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢাকা ও খুলনা নগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ানো এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের আওতায় ৩টি উপাংশে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- নগর অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন (Development of Urban Infrastructure), নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন (Improvement of Urban Planning) এবং পৌর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা (Strengthening of Munucipal Management and Capacity)। প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং আরবান সেন্টারে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে এবং বেশ কয়েকটি উপ-প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) বরাদ্দ ছিলো ১০০ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারি অর্থ ৪০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ৬০ কোটি টাকা। এই অর্থবছরে ১০০% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং বরাদ্দের ৯৯.৮৭% অর্থ (৯৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৩% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯০%।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের কিছু আলোকচিত্র

রূপসা বাস টার্মিনাল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ, মোংলা পোর্ট পৌরসভা।

সড়ক নির্মাণ, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উপকূলীয় শহরের জনজীবনে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় তা নিরসনকল্পে, বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিটিইআইপি প্রকল্পের কার্যক্রম বরিশাল বিভাগের ৫টি জেলার মোট ৯টি উপকূলীয় শহর (আমতলী, গলাচিপা, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, বরগুনা, কলাপাড়া, ভোলা, দৌলতখান এবং পটুয়াখালী) ও খুলনা বিভাগের ১টি জেলার ১টি শহর (বাগেরহাট) সহ মোট ১০টি উপকূলীয় শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের (সিটিইআইপি) মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও মিউনিসিপাল পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও কমিউনিটি উন্নয়ন। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে দূর্যোগকালীন সময়ের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে যাতায়াতের জরুরী প্রবেশ সড়ক,গুরুত্বপূর্ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ,পানি নিষ্কাশনের জন্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু ও কালভার্ট, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম। সামাজিক উন্নয়নের আওতায় দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও শহরবাসীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন সহযোগিতা কার্যক্রমসহ নানাবিধ কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পিপিটিএ এর মাধ্যমে সম্পাদিত সমীক্ষার মাধ্যমে ব্যাচ-১ এর ৪টি শহর (আমতলী, গলাচিপা, মঠবাড়িয়া ও পিরোজপুর); ব্যাচ-২ এর ৪টি শহর (বরগুনা, ভোলা, দৌলতখান ও কলাপাড়া); এবং ব্যাচ-৩ এর ২টি শহর (পটুয়াখালী ও বাগেরহাট) নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে ব্যাচ-৩ এর ২টি শহর (পটুয়াখালী ও বাগেরহাট) ইউসিসিআরটিএফ (UCCRTF) এর অর্থায়নে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে "সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP)" এর কর্মসম্পাদন সূচকের সফল বাস্তবায়নের উপর ২টি ধাপে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পৌরসভাসমূহ ১ম ধাপে "সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP)" এর নির্ধারিত ৪টি মূল কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত মোট ৯টি কার্যক্রমের আওতায় ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচকের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১ম ধাপের বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে ২য় ধাপে "সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" এর নির্ধারিত উক্ত ৪টি মূল কর্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত মোট ১৪টি কার্যক্রমের আওতায় ৩৯টি কর্মসম্পাদন সূচকের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২য় ধাপের বরাদ্দ প্রাপ্ত হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে Pourashava Performance Review Committee (PPRC) এর মাধ্যমে মূল্যায়ন সমাপ্ত করা হয়। ইতোমধ্যে ১০টি পৌরসভার ব্যাচ-১ ও ব্যাচ-২ এর মোট ৮টি পৌরসভার ২য় ধাপের মূল্যায়ন এবং ব্যাচ-৩ এর ২টি পৌরসভার ১ম ধাপের মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পটির আওতায় ১০টি পৌরসভায় মোট ১৩৫ কিঃমিঃ রাস্তা, ১১০ কিঃমিঃ ড্রেন, ৫০০মিঃ সেতু/কালভার্ট, ২২ টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের জন্য নির্ধারিত আছে। এছাড়া প্রকল্পটিতে ২৪ টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট সহ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বোট ল্যান্ডিং স্টেশন,বাস টার্মিনাল, মাল্টিপারপাস মার্কেট নির্মাণ করার সুযোগ রয়েছে।

ভৌত অবকাঠামোর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবৎসরে ২৮.৩৩ কিঃমিঃ রাস্তা, ২৯.৭৬ কিঃমিঃ ড্রেন, ৮৪.৭১মিঃ সেতু/কালভার্ট, ৪টি সাইক্লোন শেল্টার, ২টি ওভারহেট ট্যাংক, ১৯.৬৫ কিঃমিঃ পানি সরবরাহ পাইপ লাইন, ২টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ ও ৫টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ৬১.৫০ কিঃমিঃ রাস্তা, ২৮.৮০ কিঃমিঃ ড্রেন, ১৭৬.৩৫ মিঃ সেতু/কালভার্ট, ৬টি সাইক্লোন শেল্টার, ১২টি পাবলিক/কমিউনিটি টয়লেট, ৫টি বোট ল্যান্ডিং স্টেশন, ১টি বাস টার্মিনাল, ৩টি মাল্টিপারপাস মার্কেট নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় ৬টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ কার্যক্রম চলমান আছে। প্রকল্পের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সকল পূর্ত কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া ই-জিপি এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্পের আওতায় পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP)" গ্রহণ করা এবং প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৭৭৫ জন নারী ও ১৪৫২ জন পুরুষসহ মোট ২২২৭ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি; জনগোষ্ঠীভিত্তিক দুর্যোগকালীন আপদ/ঝুঁকি ম্যাপ তৈরী (Community Based Hazard Mapping); বিপদাপন্নতা এবং অভিযোজন মূল্যায়ন (Vulnerability and Adaptation Assessment) এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা; জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু ইমারত, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ; ভৌত

অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রন এবং সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থাপনা; কার্যচুক্তি সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনা; সমন্বিত পরিবেশগত পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

দরিদ্র নারীদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করে জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান (GAP) এবং দারিদ্র্য বিমোচন এ্যাকশন প্ল্যান (PRAP) প্রণয়ন করা হয়েছে ও বাস্তবায়ন চলমান আছে। উল্লেখ্য যে, GAP ও PRAP কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে প্রত্যেক পৌরসভার বার্ষিক বাজেটে অর্থ সংস্থনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণসহ আয়বর্ধক কর্মসূচী, জীবন জীবিকা উন্নয়ন ও নারীদের কর্মসংস্থান সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরে ২৩০ জন নারীসহ মোট ২৬০ জনকে জীবন জীবিকা প্রশিক্ষণ প্রদান হয়েছে।

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের (CTEIP) আওতায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ বিগত ৮-২৪ মে ২০১৮ তারিখে প্রকল্পভুক্ত বরগুনা, আমতলী, গলাচিপা, কলাপাড়া, বাগেরহাট এবং পটুয়াখালী পৌরসভার প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, গুণগতমান, সামাজিক এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থা, জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। মিশন উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, গুণগতমান, সামাজিক ও পরিবেশগত নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থা, এবং পৌরসভার বিভিন্ন কমিটির সভায় নারীদের অংশগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ কাজে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সম-মজুরী প্রদান এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থার প্রশংসা করেন। উক্ত মধ্যবর্তী রিভিউ মিশন পটুয়াখালী এবং বরগুনা পৌরসভাসর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং পৌর-পরিষদ সদস্যদের সাথে প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে মতবিনিময় করেন। মিশনে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকগন অংশগ্রহণ করেন।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ বিগত ২৩-৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রকল্পভুক্ত দৌলতখান এবং ভোলা পৌরসভার প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, গুনগতমান, সামাজিক এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা বিধান ব্যবস্থা, জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। মিশন দৌলতখান এবং ভোলা পৌরসভার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, পৌর-পরিষদ সদস্য এবং ঞখঈঈ, ডখঈঈ এর সদস্যদের সাথে প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে মতবিনিময় করেন। উক্ত মিশন প্রকল্পভুক্ত সকল পৌরসভার মেয়র, নির্বাহী ও সহকারী প্রকৌশলীগণের উপস্থিতিতে প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। মিশনে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্পে নিয়োজিত পরামর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন ।

উল্লেখ্য যে, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, বিগত ৭ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে আমতলী পৌরসভায় প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও পৌরসভার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কাজের বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের কিছু আলোকচিত্র

কভারড ড্রেন, ভোলা।

সাইক্লোন শেল্টার, আমতলী, বরগুনা।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গলাচিপা, পটুয়াখালী।

এডিবি মিশন বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলায় ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিউটি পারলার প্রশিক্ষণ, বরগুনা।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

ঢাকা শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ। শহর পরিস্কার করণ, ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনাসহ অনেক নাগরিক সুবিধাই সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদান করা হয়। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মোট ৭১৫৬ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে। কাজের প্রকৃতির কারণে তাদেরকে কর্মস্থলের নিকটবর্তী স্থানে থাকতে হয়। অথচ ৭১৫৬ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মধ্যে মাত্র ২৯৮০ জনের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ৪১৭৬ জন শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৪টি কলোনীতে অস্বাস্থ্যকর, অমানবিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বাস করছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক "ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দয়াগঞ্জ, ধলপুর ও সূত্রাপুর ক্লিনার্স কলোনী নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ১২ মে ২০০৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটিতে ১২টি ৪ তলা ভবন নির্মাণ কজের জন্য ২০.৯২ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়। ৯টি ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পর নির্মাণ ত্রুটির জন্য ১টি ভবন ধ্বসে পড়লে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ স্থগিত হয়ে যায়। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রকট আবাসন সমস্যার কিছুটা সমাধানের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সত্ত্বর নতুন প্রকল্প গ্রহনের জন্য গত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিটি কর্পোরেশনে পরিবর্তে এলজিইডিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় গত ২৯-০৮-২০১২তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বসবাসের জন্য এলজিইডি কর্তৃক একটি প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই মূলতঃ ইতোপূর্বের ১২টি ৪ তলা ভবনের স্থানে বর্তমানে ১৩টি ১০ তলা ভবনে ১১৪৮ টি ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রস্তাব প্রকল্পের ডিপিপিতে এলজিইডি কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়।

পরিকল্পিতভাবে ভবনের নক্স এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট হতে করা হয়েছে এবং প্লান অনুযায়ী প্রতিটি ভবনে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, জেনারেটর এবং লিফট স্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য উন্নত আবাসন ব্যবস্থা করা।

২। আবাসন সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিকট থেকে উন্নত সেবা প্রাপ্তি।

৩। ক্লিনার্স কলোনীর সৌন্দর্য বর্ধন এবং উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত ১১৪৮টি পরিচ্ছন্নতা কর্মী পরিবারকে আধুনিক ও যুগোপযোগী আবাসন সুবিধা প্রদান করা যাবে। এতে তাদের আবাসিক সংকট লাঘব হবে এবং ফলস্বরূপ তাদের নিকট হতে অধিকতর উন্নত সেবা পাওয়া যাবে ও ঢাকা মহানগরীর পরিবেশগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্প সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি গত ০১/১০/২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। সে প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে ২১/১১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৯০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পটির বর্তমানে মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩টি ১০ তলা ভবনে মোট ১১৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে (দয়াগঞ্জ ৫টি, ধলপুর ৫টি ও সূত্রাপর ৩টি ভবন)। প্রতিটি ফ্ল্যাটের ফ্লোর এরিয়া হবে ৪৭২ বর্গফুট এবং এতে ২টি বেড রুম, ১টি কিচেন, ১টি বাথরুম এবং ১টি বারান্দা এবং প্রশস্ত করিডোর থাকবে। প্রতিটি ভবনে লিফটের ব্যবস্থা আছে। সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর এবং সাব-ষ্টেশন এর ব্যবস্থা আছে। এ পর্যন্ত দয়াগঞ্জে ২টি ভবনে ১৫৫টি ফ্ল্যাট এবং ধলপুরে ২টি ভবনে ১৯০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন এবং বরাদ্দ প্রাপ্ত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে ফ্লাটের চাবি হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে।

নবনির্মিত ভবনের ছবি, (ধলপুর)

নবনির্মিত ভবনের ছবি, (দয়াগঞ্জ)

নবনির্মিত ভবনের অভ্যন্তরীণ ছবি (দয়াগঞ্জ)

নবনির্মিত ভবনের রান্নাঘর (ধলপুর)

মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট

মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২২টি পৌরসভায় পৌর সুশাসন ও মৌলিক নাগরিক সুবিধাদির উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেশব্যাপী পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মৌলিক নাগরিক সুবিধাদির উন্নয়ন এর আওতায় প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট, ফুটপাথ, স্ট্রিট লাইটিং, ড্রেন, রিটেনিং ওয়াল, বাস টার্মিনাল, কিচেন মার্কেট, পার্ক উন্নয়ন, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এপর্যন্ত প্রায় ১৮৪ কি: মি: সড়ক, ১১২৪ মি: ব্রিজ/কালভার্ট, ১১০০০০ মি: ফুটপাথ, ১০.২০ কি: মি: স্ট্রিট লাইটিং, ১১০ কি: মি: ড্রেন, ১০০০০ মি: রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার বিদ্যমান রাস্তা, ড্রেন, স্ট্রিট লাইটিং, কিচেন মার্কেট, পাবলিক টয়লেট, পানি সরবরাহের পাইপলাইন, পাম্প, রাস্তা পরিষ্কার, আবর্জনা অপসারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বাধা দূরীকরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্পে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, এতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি টেকসই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা সরাসরি সংশ্লিষ্ট এলাকায় অধিকতর নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করছে। এ কার্যক্রমের জন্য প্রকল্প থেকে ৬০% আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং ম্যাচিং কন্ট্রিবিউশন হিসেবে পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ৪০% অর্থের যোগান দিচ্ছে। এ পর্যন্ত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পভুক্ত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৪০৩ কি: মি: সড়ক ও ২২.৫০ কি: মি: ড্রেন মেরামত/পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প এলাকায় আবর্জনা অপসারণ এবং বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এ কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিতভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, রেকর্ডপত্রাদির কম্পিউটারাইজেশন ইত্যাদি বিষয়াবলি উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্প থেকে দেশব্যাপি পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পৌরসভার মেয়র, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, পৌরসভাসমূহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ, কম্পিউটার ও প্রিন্টার, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ এবং লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে যা পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। ফলশ্রুতিতে পৌরসভাসমূহের অধিকতর দক্ষতার সহিত সেবা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাইপাস সড়ক নির্মাণ, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন

সড়ক নির্মাণ, সৈয়দপুর পৌরসভা

১১-২২ মার্চ ' ২০১৮ সময়কালে প্রকল্পের Mid Term Review সম্পন্ন হয়েছে। সিনিয়র আরবান স্পেশালিস্ট ও প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার Mr. Kwabena Amankwah-Ayeh সহ বিশ্ব ব্যাংক সদর দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা অফিসের কর্মকর্তাগণ Mid Term Review Mission এ অংশগ্রহণ করেন। বিশ্ব ব্যাংক মিশন প্রকল্পের অংগভিত্তিক সার্বিক বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন করে। ২১-০৩-২০১৮ তারিখ সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সভাপতিত্বে Mid Term Review Mission এর Wrap-up সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের সার্বিক বিষয়াবলী পর্যালোচনা করা হয়। বিশ্ব ব্যাংক মিশন প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংক টাস্ক টিম ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আরও দুইটি সাপোর্ট মিশন সম্পাদন করেছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ বিশ্ব ব্যাংক মিশন এর সহিত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন।

বিশ্ব ব্যাংক মিশন মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করছেন।

নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

জাতীয় দারিদ্র্য হার ১৫% নামিয়ে এনে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ২০২১ইং সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে শহর ও গ্রামের মধ্যে বিদ্যমান জীবনযাত্রার বৈষম্য কমিয়ে আনা। তাই শহর ও গ্রামের মধ্যকার পারস্পরিক গতিশীল ও সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনয়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই অংশ হিসেবে গ্রামীণ উন্নয়নের পাশাপাশি শহর কেন্দ্রিক উন্নয়ন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু-পৌরসভার আর্থিক ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্যকভাবে উন্নত করা প্রয়োজন। সরকারের এ উল্লেখিত লক্ষ্য এবং বাস্তবায়ন যোগ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ উপলব্ধি করেই এলজিইডি উত্তরাঞ্চলের ১৪টি জেলার অর্ন্তভূক্ত ১১৭টি উপজেলা এবং ১৮টি নির্বাচিত পৌরসভার আওতাধীন এলাকাতে শহর ও গ্রামের সমন্বিত উন্নয়নের ধারণাকে বাস্তবরূপদিয়ে JICA'র আর্থিক সহায়তায় Northern Bangladesh Integrated Development Projecঃ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পৌরসভাগুলোর দক্ষতাবৃদ্ধিও জন্য Urban Governance Improvement Action Program (UGIAP) কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত ও পরিচালিত হচ্ছে এবং এর ফলে গ্রাম শহরভিত্তিক Synergic উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

নবিদেপ এর আওতায় গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫৭২ কি.মি. উপজেলা সড়ক, ৪৩৮ কি.মি.ইউনিয়ন সড়ক, ১৯০ কি.মি. উপজেলা সড়ক পূর্নবাসন, উপজেলা সড়কের উপর ১৭৫০মি.ব্রীজ, ইউনিয়ন সড়কের উপর ৯১১ মি.ব্রীজ, ৪৯টি গ্রোথ সেন্টার, ৪৩টি গ্রামীণ বাজার ও ৩টি ঘাট নির্মাণের নিমিত্তে ১৩৩৮ কোটি টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২২০ কি.মি.উপজেলা সড়ক ১২৪ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক ১৭০ কি.মি. উপজেলা সড়ক পূর্নবাসন, ২২টি গ্রোথ সেন্টার, উপজেলা সড়কের উপর ১৮৪ মিটার ব্রীজ, ইউনিয়ন সড়কের উপর ৩৩ মিটার ব্রীজ, ২০টি গ্রামীণ বাজার ও ৩টি ঘাটের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকী কাজ চলমান আছে।

নগর অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ১ম ও ২য় পর্যায়ে মোট ১২১ কোটি টাকার এবং ৩য় পর্যায়ে মোট ১৫০ কোটি টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম পর্যায়ের ১৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামোর সব কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২য় ও ৩য় পর্যায়ের ভৌত অবকাঠামোর কাজ চলমান আছে। তাছাড়া পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক বাতি ও শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত ১৮টি পৌরসভায় UGIAP সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ও MPRC এর মূল্যায়নের ভিত্তিতে ১৮টি পৌরসভা দ্বিতীয় পর্যায় থেকে তৃতীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। UGIAP- Phase-III এর অধীনে নিম্নোক্ত ৬(ছয়) টি ক্ষেত্রে ২৮টি কার্যক্রমের মাধ্যমে পৌরসভার পরিচালন ও দক্ষতাবৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান আছেঃ

- নাগরিক সচেতনতা এবং অংশগ্রহণ।
- নগর পরিকল্পনা পদ্ধতির উন্নয়ন।
- নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ।
- উন্নয়ন পরিকল্পনায় নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্তকরণ।
- আর্থিক দায়বদ্ধতাএবং স্থায়িত্বশীলতা।
- প্রশাসনিক সক্ষমতা অর্জন।

UGIAP সফলভাবে বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত ১৮টি পৌরসভায় আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৮টি পৌরসভায় ৮.৩৬ কোটি টাকা দাবীর বিপরীতে মোট ৭.২৩ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। যার গড় হার ৮৬.৩৯%। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের ক্ষেত্রে ১৮টি পৌরসভায় মোট ২৯.২৫ কোটি টাকা নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় হয়েছে। আদায়ের হার ১০০%। ট্যাক্স সফ্টওয়ার এবং একাউন্টিং সফ্টওয়ার এ নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি ও বিল প্রিন্ট চলমান আছে। তাছাড়াও ১৮টি পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স সফ্টওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি চলমান আছে।

দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে এলসিএস এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৬৯১ কিলোমিটার রাস্তায় ১৩৬ টি গ্রুপের অধীনে ৬৯৫ জন মহিলা শ্রমিক ও ৪১ জন সুপারভাইজার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে, যারা রাস্তার ক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকল্পের অধীন রোপিত বৃক্ষ পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত আছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭৩৬ জন এলসিএস সদস্যদের ৩১টি ব্যাচে সঞ্চয়, ঋণ ব্যবস্থাপনা, আয়বর্ধনমূলক এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাবলম্বী হওয়ার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ ১১০ জন এলসিএস কর্মীকে সেলাই মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ সমাপ্ত হওয়ায় এলসিএস কর্মীগণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও ভৌত অবকাঠামো অগ্রগতির প্রতিবেদন অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৪৮টি ব্যাচে ২৭৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যাতে ৫০৬৪ প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়েছে।

২০/০৪/২০১৮ইং তারিখে মেলান্দহ পৌরসভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, জনাব মির্জা আজম, এম,পি শ্রেষ্ঠ করদাতা জনাব আশুতোষ সাহাকে পুরস্কার প্রদান করছেন। জনাব শফিক জাহেদী রবিন, মেয়র, মেলান্দহ পৌরসভা, জনাব এ,এন,এম এনায়েত উল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক, NOBIDEP I Mr. John Van Rijn, Road Maintenance Specialist, DSM Consultant, NOBIDEP পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নবিদেপ, এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত নীলফামারী জেলার সদও উপজেলাধীন কচুকাটা বন্দর থেকে নীলফামারী ডোমার সড়ক ও জনপথ ভায়া রামগঞ্জ রাস্তার উপর ২০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ

কুড়িগ্রাম জেলার রাজার হাট উপজেলাধীন নাজিমখান জিসি থেকে রতিগ্রাম জিসি ভায়া দনগারহাট সড়ক

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIIP-III) এর আওতায় ৩৬ (ছত্রিশ) টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP) এর আওতায় ১৮ (আঠার) টি পৌরসভায়, উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (CTEIP) এর আওতায় ১০ (দশ) টি পৌরসভায় এবং সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (CGP) এর আওতায় ৫ (পাঁচ) টি সিটি কর্পোরেশনে পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" (UGIAP) গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসরণে ৭ (সাত) টি সুনিদিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ২৮ (আটাশ) টি কর্মকান্ডের (Activities) মাধ্যমে ৭১ (একাত্তর) টি সুনির্দিষ্ট করণীয় (Task) নিয়ে ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ UGIAP বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নলিখিত ৭ (সাত) টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ও করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পৌরসভায় অনুসৃত নাগরিক সনদ, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, (Mass) মাস্-কমিউনিকেশন সেল, অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্র, ইত্যাদি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নব যুগের সুচনা করেছে।

১) নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ

২) নগর পরিকল্পনা

৩) নারী অংশগ্রহণ

৪) নগর দারিদ্র বিমোচন

৫) আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়িত্বশীলতা

৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গভরন্যান্স

৭) পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ চালু রাখা

দক্ষতাবৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (MSU) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ টি অঞ্চলে সকল পৌরসভা ও ৪ টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর কার্যক্রম চালু হয়েছে। সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত MSU বর্তমানে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক (MSU) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ১৪ টি অঞ্চলে নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ১০ টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে, যার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের পৌরসভাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ ঃ

কম্পিউটারাইজেশন

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারাইজেশন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারাইজেশন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারাইজেশন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারাইজেশন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা

পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।

পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য পৌরসভা পরিচালনা বিষয়ক দক্ষতাবৃদ্ধির সহায়তা

(ক) পৌরসভার মেয়রদের পৌরসভা পরিচালন বিষয়ে পৌরসভার মৌলিক বিষয় অবহিতকরণ;

(খ) পৌরসভার কর্মকর্তাগণের জন্য পৌরসভা পরিচালন বিষয়ে পৌরসভার মৌলিক বিষয় অবহিতকরণ;

(গ) পৌরসভার স্থায়ী কমিটি গঠন ও পরিচালন।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

(ক) হোল্ডিং ট্যাক্স এসেসমেন্ট;

(খ) হোল্ডিং ট্যাক্স কালেকশন;

(গ) পৌরসভার বাজেট প্রণয়ন, হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা।

কমিউনিটি মবিলাইজেশন

পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভার কার্যক্রমের সহায়তার জন্য শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC), ওয়ার্ড কমিটি (WC), গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

এমআইএস, ওয়েব পোর্টাল এবং পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU)/মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (MSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট এর মাধ্যমে e-GP কার্যক্রমের ওপর পৌর প্রকৌশলীগণ ও ঠিকাদারগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬২টি ব্যাচে ৪,২৩৪ জন পুরুষ ও ৭২১ জন মহিলাসহ সর্বোমোট ৪,৯৫৫ জন পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী, জন প্রতিনিধি ও স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২৫টি ব্যাচে ৯,৯৩২ জন পুরুষ ও ৪,৪৩০ জন মহিলাসহ সর্বোমোট ১৪,৩৬২ জন এবং জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৯৮,৩৬১ জন পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী, জন প্রতিনিধি ও স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর সদর দপ্তর ও ১৪ (চৌদ্দ) টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভা পর্যায়ে চলমান কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম

দেশের সকল পৌরসভায় পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (পিআইএসসি) এবং নগর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (টিআইএসসি) স্থাপন করার লক্ষ্যে UNDP এর আর্থিক সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত এ টু আই কার্যক্রমে এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় গঠিত ১৪ (চৌদ্দ) টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পৌরসভাসমূহে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীল, নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও সেবা সমূহকে স্বল্প সময়ে পৌছানো নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে পৌরসভা সমূহের মধ্যে WAN স্থাপন ও ডাটাবেজ তৈরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে পৌরসভা এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশন এর ওপর এলজিইডি'র ১৪ (চৌদ্দ) টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া পৌরসভার অবকাঠামো ও ডিজাইন ম্যানুয়ালের উপর পৌর প্রকৌশলীকে (সিভিল) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় এই প্রশিক্ষণগুলো প্রদান

করা হয়। প্রশিক্ষণ ছাড়াও সরকারের উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ থেকে ৪৯.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩১টি গার্বেজ ডাম্পার ট্রাক ক্রয় করে ১৩০টি পৌরসভায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৪৯.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩১টি গার্বেজ ডাম্পার ট্রাক ক্রয় করে ৮টি সিটি কর্পোরেশনে সরবরাহ করা হয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

'জাতীয় পানি নীতি' অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে এলজিইডিতে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট স্থাপন করা হয়। পানি সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সাথে যোগযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণে এ ইউনিটের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম)

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই (Pre-Screening), মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (Feasibility Study and Detailed Design) করা হয়। এ সমস্ত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধার জন্য এ ইউনিটে একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন আছে। স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারে সমস্যা চিহ্নিত করে উক্ত সেকশন এলজিইডি'র ক্ষুদাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করার কাজে প্রকল্প পরিচালকগণকে সহায়তা করে যাচ্ছে।

উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ এবং প্রাক-সম্ভব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর নক্সা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস), এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সকল পক্ষই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারে। উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নির্বাচিত প্রতিনিধি ও এলজিইডি যৌথভাবে এক বছর পর্যন্ত উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরপর উপ-প্রকল্পে আওতায় নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লীজ চুক্তির মাধ্যমে পাবসসর কাছে হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরের পর পাবসস উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

এ ইউনিট প্রতিটি পাবসসকে উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে।ইউনিটের ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) শাখা পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে। পাবসসের মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্য এলজিইডির সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী'র কার্যালয় হতে সংগ্রহ করে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী'র কার্যালয় এমআইএস সফটওয়ারে অনলাইনে ডাটা প্রেরণ করে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পসমূহ

এলজিইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত চলমান "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" সহ ৭ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১১১৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ৫ টির কাজ চলমান আছে এবং পুরাতন ১৪৭টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এ ইউনিটের আওতায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-জাইকা-২ শীর্ষক ২ টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে যার মাধ্যমে ১৯৫ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫ টি পুরাতন উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। এছাড়া উক্ত অর্থবছরে ভূ-উপরিস্থ পানির

ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন শীর্ষক অন্য একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৯৯৬ সাল থেকে অদ্যাবধি দেশের পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের ৬১টি জেলায় এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইফাদ এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে-

প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়নে উপকারভোগী জনগণের অংশগ্রহণ।

জনগণের ভূমিকাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য জনগণের দ্বারা সমবায় আইনের অধীনে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করা।

বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার উপকারভোগী জনগণ কর্তৃক গ্রহণ করা। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি কর্তৃক সদস্যদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের করে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কাজে সহায়তা করা। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন-২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিলো। পরবর্তীতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের মুখ্য কৌশল হচ্ছে ভূপরিস্থ পানি জনিত সমস্যা নিরসনের জন্য স্থানীয়ভাবে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং এই উপ-প্রকল্পের এলাকা ৫০ থেকে ১০০০ হেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। লক্ষ্য ও কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যেক উপ-প্রকল্পাধীনে যে সব ভৌত অবকাঠামো নির্মানের কাজ নির্ধারণ করা হয় তা হলো, বাঁধ, স্লুইস গেইট, রেগুলেটর নির্মাণ, খাল খনন ও পুন:খনন ইত্যাদি। এ সবের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও পানি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া যে সব উপ-প্রকল্পে মৎস্যাধার বা মৎস্যচাষ উপযোগী জলাশয় রয়েছে, সেগুলোর উন্নয়ন এবং প্রয়োজনে fish friendly কাঠামো এবং মৎস্য অভয়াশ্রম ইত্যাদি নির্মাণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়।

প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৫ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে হতে ১৪৮টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৫টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ২০৫টি উপ-প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০৫টি উপ-প্রকল্পের মূল্যায়ন তথ্যের ভিত্তিতে/২০৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১,২২,৯২৩.০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৬,১১,৫৭১.৬ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৮,৩৭,৫৭৩.১ টন এবং বর্ধিত উৎপাদন ২,২৬,০০১.৫টন। অদানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮৪,৮৫৬.৩ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪,২২,৯৫২.৭ টন এবং বর্ধিত উৎপাদন ১,৩৮,০৯৬.৪টন। মাছের উৎপাদন ২৯১৫ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫২৪ টন এবং বর্ধিত উৎপাদন ১৬০৯টন এবং ২,৮০,০০০ টি পরিবার উপকার পাচ্ছে।

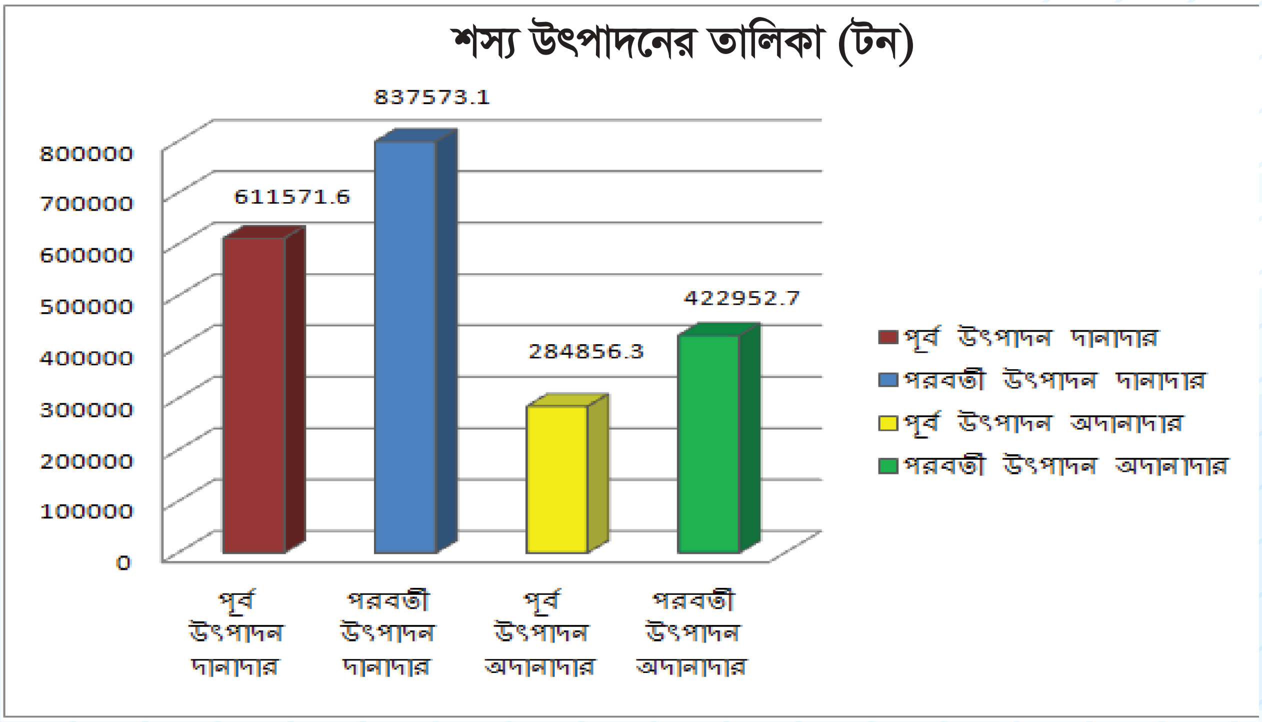

২০১৭-১৮ইং অর্থ বছরে নতুন কোন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়নি। তবে বিগত ২০১৬-১৭ইং অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন ৭৭টি উপ-প্রকল্প ইতিমধ্যে ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাঙ্গের আওতায় একই বছরে গৃহিত ৫৩টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪১টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত ও বাস্তবায়নাধীন বাকী ১২টি উপ-প্রকল্প ২০১৭-১৮ইং অর্থ বছরে ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র্য এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ২,৫১৮ টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ২০,৯৭৩ জন নারী এবং ৪১,৯৩২জন পুরুষ চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৭২০টি প্রশিক্ষণ ইভেন্টে ১২,৪৮৬ পুরুষ এবং ৮,২৬৮জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ৬৫,৩৪৯জন দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

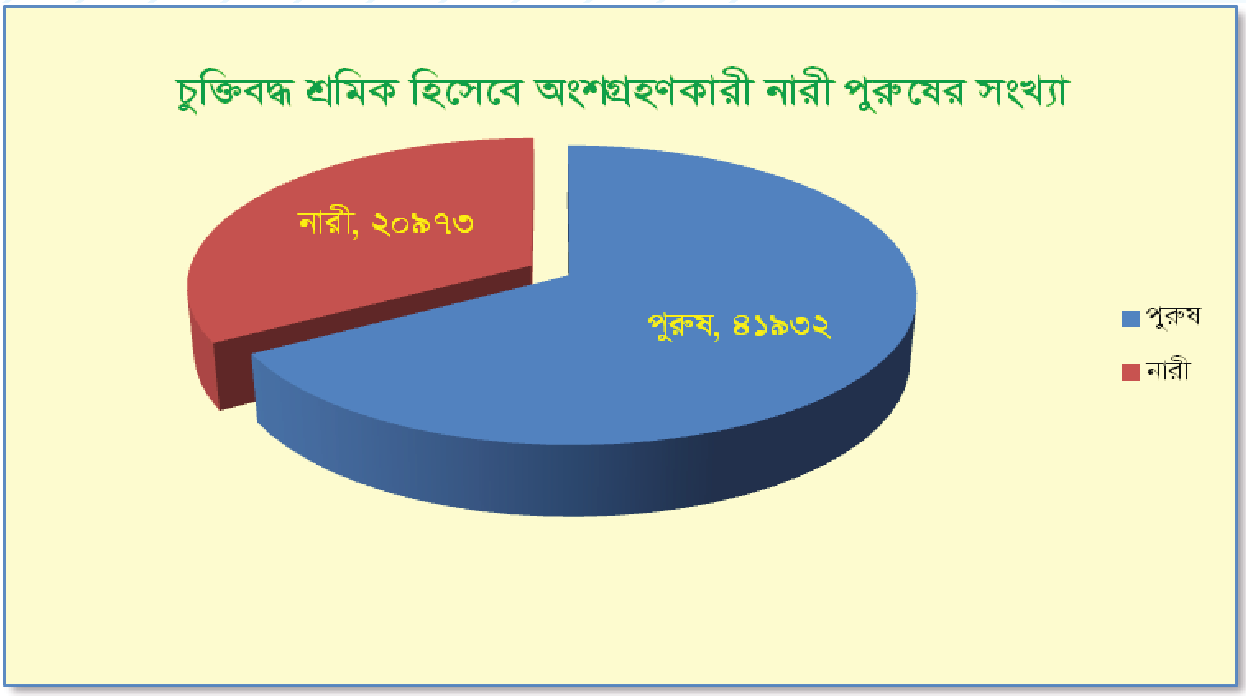

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ ২৯০টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২৯০টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিঃমিঃ)	০.০০ কিঃমিঃ
২	পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ(সংখ্যা)	২১০টি
৩	সেচ এলাকা (হেক্টর)	২৫,০২১ হেক্টর
৪	উপকারভোগী এলাকা (হেক্টর)	৬১,৬০০ হেক্টর
৫	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	১০২.৫০ কিঃমিঃ
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	৮৯ টি

Independent Evaluation Department, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সদর দপ্তর, ম্যানিলা এর ০৩(তিন) সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রকল্প মূল্যায়ন মিশন গত ৩ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের বাস্তবায়নের অবস্থা মূল্যায়ন করে। মিশনের প্রতিনিধিদল প্রকল্পের বাস্তবায়ন-পরবর্তী অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন নোঙগা খাল (ইছালি) উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন এবং উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নোঙগা খাল (ইছালি) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। নোঙগা খাল (ইছালি) উপ-প্রকল্পটি এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের আওতায় ২০০০ সালে বাস্তবায়িত হয়।

মূল্যায়ন মিশনের প্রতিনিধিদল নোঙগা খাল (ইছালি) পাবসস এর অফিসে উপস্থিত হলে সমিতির সদস্যরা তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানান। মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ উপ-প্রকল্পের অংশীজনদের সাথে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সামাজিক অগ্রায়ন এবং কৃষি, মৎস্য, নারী উন্নয়ন ও দরিদ্র সদস্যদের জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। মিশন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে কৃষিজ ও কৃষি বহির্ভূত উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এলাকার জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন, সেচের পানির নিশ্চয়তা এবং উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার ফলে এলাকার জমিতে বৎসরে তিনটি ফসল উৎপাদন, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সেচব্যয় তথা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে পারিবারিক আয়বৃদ্ধির ফলে এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও পুষ্টি উন্নয়ন অবস্থা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এরপর মিশন খালের পাড় দিয়ে হেঁটে উপ-প্রকল্প এলাকায় কিছু অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রায় দুই দশক আগে বাস্তবায়িত একটি উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ফলে এখনো কার্যোপযোগী রয়েছে এবং কাঙ্খিত সেবা প্রদান করে যাচ্ছে, খালে পানি সংরক্ষণ করে তা দিয়ে মাছ চাষ এবং সেচকার্য পরিচালনা করে পাটের জন্যে জমি তৈরি করা হচ্ছে ইত্যাদি দেখে মিশনের সদস্যরা অত্যন্ত অভিভূত হন। মিশনের পরিদর্শনের সময় জনাব আলী অখতার, তত্ত্বাধায়ক প্রকৌশলী, (পরিকল্পনা), জনাব মোহাঃ নুরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প, এলজিইডি এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি যশোরের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এডিবি-ইফাদ যৌথ মিশন সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলাধীন উলশি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

এলজিইডি "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়),"খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প",ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-জাইকা", জাইকা'র কারিগরী সহায়তা (টিএ) প্রকল্প এবং অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১০৭৪ টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নিকট ব্যবহারিক মালিকানায় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে হস্তান্তর করেছে। পাবসস উপকারভোগী নিকট হতে মাসিক সঞ্চয়সহ অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। উপ-প্রকল্পের জরুরী, সময়ান্তর বা বড় ধরণের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি বছর সেচ অবকাঠামো খাতে জরুরী/পিরিয়ডিক রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পাবসসকে কারীগরি ও সরকারী অর্থ দ্বারা সহায়তা করে আসছে। নিচের সারণিতে এ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের বিবরণ

জেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	মোট স্কীমের সংখ্যা	জেলা হতে প্রস্তাবিত চাহিদা (লক্ষ টাকা)	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
৫১	৩৫২	৫৭৫	৮২৬০.২৫	১৮৫০.০০	

প্রশিক্ষণ ইউনিট

প্রশিক্ষণ

দক্ষ জনবল সৃষ্টি তথা মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে এলজিইডি তার কর্মকান্ডে গতিশীলতা বৃদ্ধি ও তরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান ও ধারণাকে সম্পৃক্ত করে ১৯৮১ সাল থেকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। প্রতি বছর এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়র/চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর/প্রতিনিধি, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী, প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ (LCS) এবং ঠিকাদারগণকে প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভূক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সদর দপ্তর পর্যায়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে এবং মাঠ পর্যায়ের ১৪টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Engineering Staff College of Bangladesh (ESCB), Cooperative Zonal Institute(CZI), Technical Training Centre (TTC), Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC), Regional Public Administration Training Centre (RPATC) ইত্যাদি এর মাধ্যমেও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে সর্বমোট ৩০৫২.৭০ লক্ষ টাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। তন্মধ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৫৯.৫৪ লক্ষ টাকার এবং ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মোট ২৭৯৩.১৬ লক্ষ টাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। রাজস্ব বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে সর্বমোট ১,২৪,৯৭১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এতে ৩,৬৯,৫৮৫ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৫৪,৮৫৪ জন পুরুষ এবং ৭০,১১৭ জন মহিলা।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের রাজস্ব বরাদ্দের আওতায় ৩১টি কোর্সে ১৬৪টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ কোর্সে মূলতঃ এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩,৯০৫ জন এবং প্রশিক্ষণ-দিবস ৯,৯৯৭। মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য ৩৬৮৭ জন পুরুষ ও ২১৮ জন মহিলা।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ নিম্নরূপঃ

1. Training of Trainers (TOT) Course
2. Training on Bridge Construction Management (Pre-stressed)
3. Training on Bridge Planning and Construction Management (Hydro-Morphology)
4. Training on Gender and Development (GAD)
5. Training on Quality Control 1 (Compaction of Soil, Aggregate & TheirTest.)
6. Training on Quality Control 2 (Bitumen, Cement, Concrete)
7. Training on Quality Control (Sub-Soil Investingation-QCT-6)
8. Supervision and Quality Control (QCT-9)
9. Training on Audit Management
10. Training on Supervision of Infrastructure Construction (SIC) for SAE
11. Training on e-Filing
12. Training on Basic Computer (BCT/ICT) for Office Assistant, Account Assistant
13. On Job Training (OJT-R) on Roads (WMM/WBM)
14. On Job Training (OJT) on Load Test
15. On Job Training (OJT) on Bridge works (Sub Soil boring and casting, Scaffolding, Pre stress etc)
16. On Job Training (OJT) on SPT (OJT-SPT)
17. Training on Contract Management
18. Training on Risk assessment and Management System

19. Training on Office Management
20. Training on One Stage Two Envelope
21. TOT on Digital Surveying/Total Station (Phase-1) Field Work
22. TOT on Digital Surveying/Total Station (Phase-2) Data Analysis
23. Refresher Training on Total Station Operation
24. Digital Surveying/Total Station (Phase-1) Field Work
25. Digital Surveying/Total Station (Phase-2) Data Analysis
26. On the Job Training (OJT) on Plumbing works
27. On the Job Training (OJT) on Electrical works
28. E-Module ToT on Code of Conduct
29. Orientation Training on LGED Activities
30. Training on Project Management
31. Training on Information & Communication Technology (ICT)

প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবি

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব আবুল কালাম আজাদ, Orientation Training on LGED Activities শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে Briefing দিচ্ছেন।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব আবুল কালাম আজাদ, Project Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন।

ICT প্রশিক্ষণ কোর্সে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ) প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন।

Quality Control in Construction and Maintenance of Cyclone Shelter শীর্ষক কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ আব্দুর রশীদ খান , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ এবং মাননিয়ন্ত্রণ ইউনিট, এলজিইড সদর দপ্তর প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে Briefing দিচ্ছেন।

উন্নয়ন বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ (এলসিএস), ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

1. Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP)
2. Char Development and Settlement Project-IV (CDSP-IV).
3. City Governance Project (CGP)
4. Climate Change Adaptation Project (CCAP)
5. Coastal Towns Environmental Infrastructure Project (CTEIP)
6. Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)
7. Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (HFMLIP) LGED Part
8. Haor Infrastructure and livelihood Improvement Project (HILIP) including Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)
9. Improvement of Ponds, Canals across theCountry (IPCP)
10. Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP)
11. Municipal Governance and Services Project (MGSP) through UM
12. Northern Bangladesh Integrated Development Project (NOBIDEP)
13. Third Primary Education Development Program (PEDP-III)
14. Participatory Small Scale Water Resources Sector Project (PSSWRSP)
15. Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division (RARIP)
16. Rural Employment and Road Maintenance Programme-2 (RERMP-2)
17. Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II)
18. Sustainable Small Scale Water Resources Development Project (SSSWRDP)
19. Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৯টি উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে মোট ২১১টি কোর্সে ৪২৭৮টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক সংঘ, এলসিএস/ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে মোট ১,২১,০৬৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এতে ৩,৫৯,৫৮৮ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য ৫১,১৬৭ জন পুরুষ ও ৬৯,৮৯৯ জন মহিলা।

উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ নিম্নরূপঃ

(1) Training on Foundation Course for LGED Officers
(2) Training Course on introduction of IDA Safeguards including Social & Environmental Issues and concerns
(3) Scheme Implementation Training for Labour Contracting Society (LCS)
(4) On the job training on Participatory Rural Appraisal (PRA) Tools & Scheme Selection
(5) Functional Literacy Training for LCS
(6) Awareness training on Human Rights Issues for LCS
(7) Training on Quality Control & Social and Environmental Safeguard
(8) Contract Management System
(9) Financial Management as per ADB Guidelines
(10) Training on Fisheries Management
(11) Training on Poverty Reduction Plan Preparation

(12) Training on Operation & Maintenance of Hydraulic Structures
(13) Training on Micro-Credit Management (Follow- up)
(14) Training on Gender Awareness Training for WMCA Members
(15) Training on IGA Livelihood Development for WMCA Members
(16) Training on Electronic Government Procurement (e-GP)
(17) Awareness Training for Women crew
(18) Training on Beel Management
(19) Training on Murta Production
(20) Crop & Hort. Demo Farmers Training
(21) Poultry & Livestock Demo Farmers Training
(22) Village Forestry Training on Bamboo Production
(23) Advance Improved Training on Jute Products
(24) Vocational Training
(25) Total Station Operation
(26) Total Station Data Processing
(27) Building & Road structure Maintenance
(28) Training on Environment Management Framework (EMF) Inclusive Environmental Management Plan or Environmental Code of Practice (ECP)
(29) Training on Holding Tax Software Installation and Opreartion
(30) Training on Municipal Accounting Software Installation and Operation
(31) Training on Trade License Software Installation and Operation
(32) TOT on Holding Tax Assessment & Collection
(33) Training on Saving and Credit Management
(34) Training on Implementation of Infrastructure Work
(35) On Job Training (Painting), On Job Training (Electrical)
(36) Training Poverty Reduction Plan Preparation
(37) O&M Training for WMCA Members
(38) Training on Fish Culture Technique
(39) IGA Training on (a) Cow rearing (b) Goat rearing (c) Poultry rearing (d) Vegetables cultivation & Others.
(40) Training on Income Generating Activities (IFAD) for LCS Members
(41) Training on Cyclone Shelter Management & Maintenance
(42) Training on Rural Road Safety
(43) Training on Market Management for LCS Members
(44) Livelihoods Training for the Poor (on Cattle and Poultry Farming)
(45) Training on Design Based Software like STAAD Pro.
(46) Training on Poultry & Livestock Demo Farmers Training for CIG
(47) Training on Municipal Accounting Software Installation and Operation
(48) Training on Tree-planting and Caretaking
(49) Training on Solid Waste Management
(50) Training on Sanitary Environment
(51) Training on Tender and Contract Management
(52) Training on Formation & Management of SIC, CAP Preparation & Implementation
(53) Training on Specification of Works & Works Supervision

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলা ভেদে বিভিন্ন শ্রেণী/গ্রুপ হতে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি

ক্র: নং	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরণ	পুরুষ (জন)	নারী (জন)	মোট সংখ্যা (জন)	মোট অর্জিত প্রশিক্ষণ দিবস
রাজস্ব বাজেট					
১।	এলজিইডি কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩৬৮৭	২১৮	৩৯০৫	৯৯৯৭
উন্নয়ন বাজেট					
২।	এলজিইডি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৪০০২	১৫৯৩	১৫৫৯৫	৩০৮০০
৩।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (প্রতিনিধি/কর্মকর্তা/কর্মচারী)	৮০৮৭	১৯৩৯	১০০২৬	১৪৮৩৮
৪।	ঠিকাদার , চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ, LCS	৫৯৭০	৪৫২৬৪	৫১২৩৪	২০৩১২৯
৫।	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্নার ইত্যাদি)	২৩১০৮	২১১০৩	৪৪২১১	১১০৮২১
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	৫১১৬৭	৬৯৮৯৯	১২১০৬৬	৩৫৯৫৮৮
	সর্বমোট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	৫৪৮৫৪	৭০১১৭	১২৪৯৭১	৩৬৯৫৮৫

২০১৭-১৮ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণী/গ্রুপ ভেদে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ কর্ম-দিবসের তুলনামূলক চিত্র।

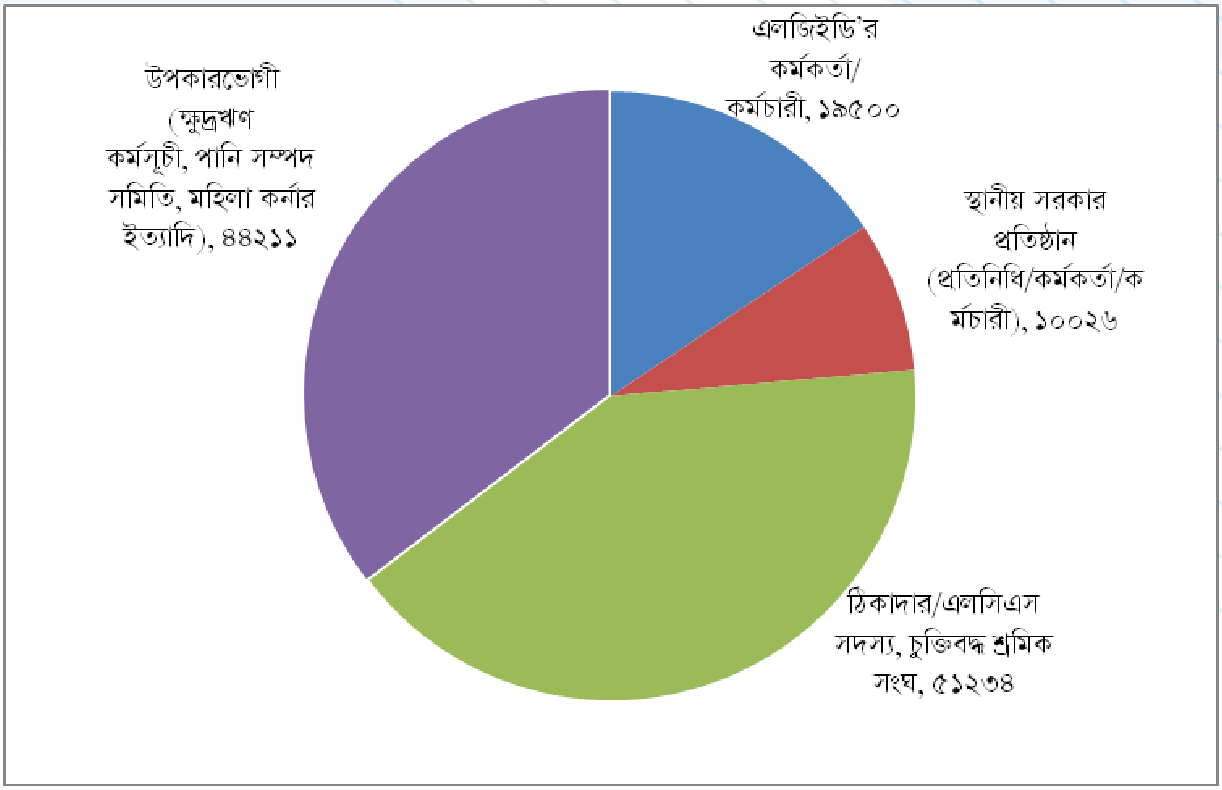

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং সেমিনার / কর্মশালায় এলজিইডি'র মোট ৬৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ৫৩ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ১২ জন কর্মকর্তা বিদেশে অনুষ্ঠিত স্বল্পকালীন কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সংক্রান্ত বিবরণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্ট্যাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Training/Study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participants
1	Study visit on Disaster Management	17-07-2017 to 25-07-2017	USA & UK	WB	6
2	Training on “Delivering Results and Adding Value Through Performance Based Contracts”	20-09-2017 to 26-09-2017	Bangkok, Thailand	ADB	10
3	Training on “Climate Change Resilient Infrastructure Design Consideration”	01-10-2017 to 07-10-2017	China	ADB	10
4	Training	15-03-2018 to 22-03-2018	Thailand, Malaysia	GOB	7
5	Training on “Road Safety Management”	15-10-2017 to 21-10-2017	South Korea	ADB	10
6	Study visit	08-06-2018 to 14-06-2018	South Korea	PRMMP	2
7	Training on Monitoring & Evaluation (M & E)	18-06-2018 to 21-06-2018	New Delhi, India	IFAD/ RPA	1
8	Study tour on “Rural Infrastructure and Livelihood”	21-06-2018 to 27-06-2018	Japan and Malaysia	NRDP	7
				Total =	53

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Seminar / Workshop	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	Regional seminar on “Gender Equality in Climate Change and Disaster Risk Management: Weathering an Uncertain Future” 26-28 July, Seoul, Korea.	26-07-2017 to 28-07-2017	Seoul, Korea	ADB	1
2	Seminar of Cone penetration Test (CPT)	12-04-2018 to 17-04-2018	Netherlands	WB	2
3	Training cum Workshop “Agriculture Value Chain Infrastructure and Livelihood Development	18-12-2017 to 24-12-2017	Philippines & Thailand	GOB & RPA	9
				Total =	12

জাতীয় কর্মশালা/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্যাদি

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বা নতুন নতুন প্রযুক্তির উপর জ্ঞান/ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে এলজিইডি'তে বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও এলজিইডি জাতীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এরূপ কর্মশালা/ সেমিনারের বিবরণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

জাতীয় কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Description of seminar/workshop	Date
1	Workshop (PMT MIS Cell, LGED)	19 August 2017
2	Workshop (PMT MIS Cell, LGED)	20 August 2017
3	Observance of International Women's Day (IWD)	8 March 2018
4	Annual General Meeting (AGM) (LKSS)	12 May 2018

প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবি

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব আবুল কালাম আজাদ, Specification of Works & Works Supervision শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন।

e-Filing শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

এলজিইডি ফরিদপুর অঞ্চলে আয়োজিত Basic Computer Training কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীগণ অনুশীলন করছেন।

এলজিইডি ফরিদপুর অঞ্চলে আয়োজিত Total Station শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে Briefing দিচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি ফরিদপুর অঞ্চল, ফরিদপুর।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে The Public Procurement Regulations 2003 সরকার কর্তৃক জারি হবার পর জানুয়ারী ২০০৪-এ এলজিইডি'র সদর দপ্তরে "প্রকিউরমেন্ট ইউনিট" নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করা হয়। এ ইউনিট পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন ও তদারকিসহ ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডি'র সকল কয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর ২০১৫ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ি "প্রকিউরমেন্ট ইউনিট" এর মোট জনবল ৭ জন যার ইউনিট প্রধান হচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট)। এখানে বর্তমানে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী কর্মরত রয়েছে যার মধ্যে ৮ জনই কর্মকর্তা (১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ২ জন সিনিয়র সহকারি প্রকৌশলী, ৩ জন সহকারি প্রকৌশলী এবং ১ জন উপসহকারি প্রকৌশলী)।

কার্যাবলী

- সরকারী ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডি'র আওতায় সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে এই ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা করছে। এই ইউনিট থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।
- সময়ে সময়ে অত্র ইউনিট স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান করছে।
- অন্যান্য সরকারী বিভিন্ন ক্রয়কারী কার্যালয়ে অত্র অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্মকর্তাগণকে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, ইত্যাদি ক্রয় বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- এলজিইডি'র আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়;

ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকার ২০১১ইং সালে উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং সরকারী অর্থ ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। প্রথম থেকেই এলজিইডি ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এলজিইডি'র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত সকল সহায়তাই এই ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। বংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। e-GP/PROMIS Software এর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র ১০ জন Core Members ও ৭ জন Non-Core Members কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে সদর দপ্তরে ইতোমধ্যে e-GP/PROMIS Cell পুনর্গঠন করা হয়েছে। e-Tendering এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা সদর দপ্তরে ই-জিপি সফ্টওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকেও এলজিইডি হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। e-GP ক্রয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র অগ্রগতি

শুরু হবার পর হতেই ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমটি সরকারী দপ্তরগুলোতে ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দিন দিন দরপত্র আহ্বানের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখানে এলজিইডি নেতৃ স্থানীয় ভূমিকায় আছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৯৩ হাজারের বেশী দরপত্র ই-জিপিতে আহবান করা হয়ছে, যার মধ্যে প্রায় ৪২% দরপত্রই এলজিইডি'র। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি'র ভূমিকা অগ্রগণ্য যা বিশ্বব্যাংক ও সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

	সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের হার
মোট আহ্বানকৃত দরপত্র	১,৯৩,৭৪৯ টি	১০০%
এলজিইডি কর্তৃক আহ্বানকৃত দরপত্র	৮১,৪৫৮ টি	৪২.০৪%
সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক আহ্বানকৃত দরপত্র	১৫,৯৯৯ টি	৮.২৬%

সক্ষমতা উন্নয়ন (Capacity Development)

২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণে শতভাগ দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা এলজিইডি নির্ণয় করে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এরূপ লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯৫ ভাগ, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯৭ ভাগ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯৭ ভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র ক্রয় সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত ঠিকাদারগণকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা আবশ্যক বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ই-জিপি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সদর দপ্তরে ই-জিপি ল্যাব গঠন করা হয়েছে এবং ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরে ১৪টি ই-জিপি প্রশিক্ষণ কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ৮টি জেলায় নতুন ই-জিপি ল্যাব স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যদের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে।

অবকাঠামোগত অগ্রগতি (Infrastructural Progress)

- ই-জিপির আওতাধীন অফিসসমূহ সদর দপ্তর (প্রকল্প অফিসসহ), বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং প্রকল্পের আওতায় কাজ বাস্তবায়নকারী পৌরসভার প্রকৌশল ইউনিটসহ ৭৬০টি অফিসকে ই-জিপির আওতায় আনা হয়েছে।
- ই-জিপি সেল প্রতিষ্ঠা (Establishment of e-GP Cell) : সদর দপ্তর পর্যায়ে ই-জিপি সংক্রান্ত কারিগরি জ্ঞানসমৃদ্ধ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যাপ্ত অফিস স্পেস ও আসবাবপত্র সহকারে একটি ই-জিপি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- LGED e-GP Help Desk প্রতিষ্ঠা ঃ ই-জিপি'র মাধ্যমে এলজিইডি'র ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা (Troubleshooting) দ্রুত নিরসণে সহায়তাকারী LGED e-GP Help Desk এ দায়িত্ব পালনকারী (সিপিটিইউ কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক) পরামর্শকবৃন্দের জন্য এলজিইডিতে পর্যাপ্ত অফিস স্পেস ও অন্যান্য Logistic সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠা ঃ সদর দপ্তর পর্যায়ে ১টি এবং অঞ্চল পর্যায়ে ১৪টিসহ মোট ১৫টি ই-জিপি ল্যাব প্রস্তুত করা হয়েছে।
- সদর দপ্তরের ই-জিপি ল্যাবের জন্য ১টি ল্যাপটপ, ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রজেক্টরসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১টি On-line IPS ক্রয় করা হয়েছে। অপরদিকে প্রতিটি আঞ্চলিক ই-জিপি ল্যাবে ১টি ল্যাপটপ, ১০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১১ সেট আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার) কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি ল্যাবের জন্য ১টি প্রজেক্টর, ১টি Interactive White Board, ১টি সাউন্ড সিস্টেমসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১টি On-line IPS ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ই-জিপি ল্যাব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কার (Renovation Works) করা হয়েছে।
- সম্পদ সরবরাহ (Resource Mobilization) ঃ এলজিইডি'র ই-জিপি'র আওতাধীন সকল পর্যায়ের অফিসসমূহে ই-জিপিতে ক্রয় বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ৮০৮টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাস্তবায়নকারী এলজিইডি'র আওতাধীন প্রতিটি অফিসে ১টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ১টি উন্নতমানের Scanner Machine সরবরাহ করা হয়েছে।
- ইন্টানেট সুবিধা (Internet Facilities ঃ ই-জিপি'র আওতাধীন সকল অফিসসমূহকে ইন্টারনেট সুবিধাদির সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human ResourceDevelopment):

- e-GP প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে DLI Fund ব্যবহার করে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রায় ১৪১ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল (Trainer Pool) TOT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে।
- এলজিইডি'র প্রায় ২৯১৮ জন কর্মকর্তা এবং ৫০০ জন দরপত্রদাতাকে ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ITC-ILO, Turin, Italy তে ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাচে এলজিইডি'র ৫০ জন কর্মকর্তার Electronic Government Procurement management শীর্ষক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।
- এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা পর্যায়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০জন কর্মকর্তাকে (প্রকৌশলী) ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে পৌরসভা পর্যায়ে আরো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- আগ্রহী এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে এলজিইডি'র কর্তকর্তাদের মধ্য হতে Public Procurement management for Sustainable Development এর উপর মোট ৭ জন তুরিন, ইটালীর ITC-ILO হতে Master's সম্পন্ন করেছেন এবং মোট ১৪ জন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় হতে Member of Chartered Institute of Procurement and Supply (MCIPS) সম্পন্ন করেছেন।
- প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত কাজে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির জন্য এলজিইডি'র ৮০ জন কর্মকর্তা ব্রাজিল, পর্তুগাল, লাটভিয়া, ইটালীসহ অন্যান্য দেশের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং e-GP System এর বিভিন্ন কেইস স্টাডি, নতুন নতুন সেবা ইত্যাদি পরিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করে চলেছেন।

ই-জিপি সম্প্রসারণে সিপিটিইউ'র Co-Implementing Agency হিসেবে দায়িত্ব পালন

ই-জিপি সম্প্রসারণ ও সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় নিবিড় তদারকি, সরকারী কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের IMED'র আওতায় DIMAPP (ডিজিটাল ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট) নামে একটি প্রকল্প ২০১৭-২০২২ সময়কালে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। তদানুযায়ী সিপিটিইউ এবং এলজিইডি'র মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক Memorandum of Understanding (MoU) বিগত ৪ জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটির একটি বড় উপাদান হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-জিপি বাস্তবায়ন। ৫ বছরব্যাপী নতুন প্রকল্পটির মাধ্যমে অন্তত মোট ১৩০০টি ক্রয়কারী দপ্তরে ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হবে যার মধ্যে মোট ৮৮৮টি দপ্তরে ই-জিপি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে এলজিইডি। এলজিইডি'র মাধ্যমে আরও পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গিতে ই-জিপি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ, ৬১টি জেলা পরিষদ এবং ৯টি সিটি কর্পোরেশনকে (ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-জিপি বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি মোট ২২টি ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার বা ই-জিপি ল্যাব প্রস্তুত করছে। এই ২২টি ই-জিপি ল্যাব সম্প্রসারণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ই-জিপি রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ- এলজিইডি'র ১৪টি আঞ্চলিক অফিস ছাড়াও আরও ৮টি জেলায় (নারায়ণগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, মৌলভীবাজার, নোয়াখালী, মাদারীপুর, জামালপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনা) এই সেন্টারগুলো অবস্থিত। প্রতিটি ই-জিপি রিসোর্স সেন্টারে ১টি ল্যাপটপ, ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার) সহ প্রজেক্টর, অত্যাধুনিক Interactive Board, সাউন্ড সিস্টেম, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সার্বক্ষণিক জেনারেটর ও On-line IPS, দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল সুযোগ সুবিধা থাকবে। আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যদের দ্বারা পরিচালনা করা হবে। এজন্য বিদ্যমান প্রশিক্ষণ পুল (Training Pool) কে পুনঃর্গঠন/সম্প্রসারণ করা হবে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এই বিশাল সংখ্যক অফিসে ই-জিপি বাস্তবায়ন একটি চ্যালেঞ্জ হবে বলে সবাই মনে করছে। তবে এলজিইডি'র ই-জিপি বাস্তবায়নে অতীত সাফল্যের হার এবং দাতা সংস্থাদের সাথে কাজ করার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে আশা করা যায়।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাক্ষেণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরিতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের গুণগতমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করে থাকে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণে এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ল্যাবরেটরীসমূহের তথ্য নিচে দেয়া হয়েছে।

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১টি

২। আঞ্চলিক কাম জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১৪টি

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৫০টি

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি

এলজিইডি'র জেলা/আঞ্চলিক মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্নস্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংগের/কাজের গুণগতমান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে নিধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে এসকল পরীক্ষা সুবিধাদি নিতে পারেন।

Plate Load Compactor এর সাহায্যে মাটির Bearing Capacity নির্ণয় করা হচ্ছে।

Marine Concrete এর Test করা হচ্ছে।

DCP এর সাহায্যে Sub-grade layer মাটির Bearing Capacity নির্ণয় করা হচ্ছে।

Concrete এর Test করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপঃ

1. Marshall Mixed Design.
2. Stability Determination of Bituminous Sample.
3. Extraction of Bitumen.
4. Ductility test of Bitumen.
5. Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
6. Unconfined Compression Test of Soil.
7. Consolidation Test of Soil.
8. Direct Shear Test of Soil.
9. Cone Penetration Test (CPT).
10. Tensile Strength & Elongation Test of Reinforcement.

এছাড়া বিভিন্ন Load Devices এর Calibration করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ও জেলা পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিগুলির বর্তমান মজুদের সংযোজন হিসাবে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ৬৯.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ কেনা হয়।

1	Three Gang Cube Mold	8	Concrete Mini Mixture Machine
2	Cylinder Mold	9	Testing Materials
3	Electronic Balance	10	Electric Oven
4	Brick Cutter Machine	11	SPT Accessories
5	Unit Weight Bucket	12	Test Sieve
6	Sand Cone Apparatus	13	Extractor Filter Paper
7	DCP	14	LAA Test Charge

মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলীগণকে Central Quality Control Unit এর প্রকৌশলীগণ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সদর দপ্তরে ৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৬০ জন এবং মাঠ পর্যায়ে ৩৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১০৫৬ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি ও জেলা পর্যায়ে মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন মালামালসমূহ নিয়মিত ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। নিয়মিত মনিটরিং ও ল্যাবরেটরি ফি বাবদ সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব প্রতি বছরই এলজিইডি'র বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় পেশ করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্যতাকে ক্রমান্বয়ে হ্রাসপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার দূরদৃষ্টি নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'ভিশন ২০২১' প্রণয়ন করেছেন। এই 'ভিশন'-এ সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা খাতকে একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অধিক সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, শিক্ষার প্রাঙ্গনকে প্রকৃতই উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শক্তিশালী ভিত্তি। এ কারনেই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের একটি অগ্রাধিকার কর্মকান্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বহু-উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও জিওবি এর অর্থায়নে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি নামের এই কার্যক্রম বর্তমানে চতুর্থ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার সংক্ষিপ্ত নামকরণ PEDP-4। এছাড়া চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) [NBIDGPS] ও চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) [NBIDNNGPS] নামে আরও ২টি বৃহৎ প্রকল্প চলমান রয়েছে। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল প্রাইমারী বিদ্যালয়গামী বয়সের শিশুদেরকে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দিকে এই কর্মসূচির দৃষ্টি সরাসরি নিবদ্ধ। এই কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ, যার আওতায় চর-দ্বীপাঞ্চল, হাওর অঞ্চল, চা-বাগানসহ সকল দুর্গম এবং শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি অদ্যাবধি বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২২টি ও 'জিওবি' অর্থায়নে ৯টি অর্থাৎ মোট ৩১টি প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী অর্থায়নে ১টি ও জিওবি অর্থায়নে ৩টি অর্থাৎ মোট ৪টি প্রকল্প এবং রাজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ চলমান আছে। পূর্বে দোতালা ভিত্তি ভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক কমপক্ষে দোতলা ও শহর এলাকায় ছ'তলা ভিত্তি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এলজিইডি দেশের প্রকৌশলীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) সঙ্গে ১৯৯০ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির সংযোগ রয়েছে এবং বর্তমানেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি"-র অন্যান্য উপাঙ্গের মধ্যে 'চাহিদা ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের সকল ভৌত কর্মকান্ডের বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠনটি পালন করে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণসহ পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি নির্মাণ আলোচ্য 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের অধীনে এলজিইডিকে অর্পিত সুনির্দিষ্ট ভৌত কর্মসূচি সম্পর্কিত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীন উচউ এর আওতায় গৃহিত সকল শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠ ও যথাযথ মানসম্পন্ন ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PEIMU) স্থাপন করা হয়েছে। তবে সার্বিক কাজ নিবিড় মনিটরিং ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কারিগরি সেটআপ-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং তাদের ১৪জন নির্বহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন, তদারকি ও মাননিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, প্রতিটি বিভাগে কর্মরত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণও মাঠ পর্যায়ে চলমান কাজের বিষয়ে সার্বিক সমন্বয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি কর্তৃক স্থাপিত আধুনিক ল্যাবরেটরীসমূহে স্কুল ভবন নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীসহ বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করে কাজের গুণগতমান বজায় রাখা হয়।

এলজিইডি'র মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রম এলজিইডি ও ডিপিই, জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের মাধ্যমেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান " উপজেলা শিক্ষা কমিটি " সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে। উক্ত কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়া, কাজের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য "উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি" তে প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে কোন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৪৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ/পুন:নির্মাণ ও সংস্কার, ৭৪৮৫টি শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ, ১৬টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, ২৩টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) সংস্কার, ৩১টি ইউআরসিতে নীড বেজড আসবাবপত্র সরবরাহ, ১৫৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত, ৭টি পিটিআই কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ, ১৩টি পিটিআই কমপ্লেক্স মেরামত, ২০২টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ৩৭৬৪টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ২৩টি জেলা শিক্ষা অফিস সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক হবে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে প্রকল্প ভিত্তিক অর্জিত অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রধান অংগ	ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয়	মোট স্কুল অবকাঠামো সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের সমাপ্ত	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		বাস্তব অগ্রগতি	অর্থায়নের উৎস
						মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১)	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ	৮৬৯১৪.১৪	১৫০০	৩১৩	১৭০০.০০	১৬২৫.৬৪	১০০%	জিওবি
২)	ঝালকাঠী, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	২৪০৩২.০০	১২	১	১৭১৪.০৫	১৬২৫.৬২	১০০%	জিওবি
৩)	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি	পুনঃনির্মাণ	৭৪১০৪৬.৯৭	১৩৮০	১২	১৬৪৭৩৪.৬৮	১৫৩৫৩.০০	১০০%	এডিবি, আইডিএ, ডিএফআইডি ইইউ, ইউএস-এইড, ইউনিসেফ, জাইকা, এসআইডিএ, সিআইডিএ
		কক্ষ সম্প্রসারণ		৩৩৪৮৪	৭৪৮৫				
		বড় ধরনের মেরামত		৫০০০	১৫৩৫				
		উপজেলা শিক্ষা অফিস		৫০৩	২০২				
		জেলা শিক্ষা অফিস		৬৪	৫৩ প্যাক.				
		পিটিআই		৫৫	৮৩ প্যাক.				
		চহিদাভিত্তিক আসবাবপত্র		১৮৬৬	-				
		সীমানা প্রাচীর/চাহিদা ভিত্তিক		৫৪২	৩৭৬৪				
		শিক্ষা অফিস (সদর দপ্তর) মেরামত		২০	৭				
		বিভাগীয় অফিসের রেস্ট হাউজ		৭	৪				
		ইউআরসি মেরামত (চাহিদাভিত্তিক)		৪২১	২৩				
		ইউআরসিতে আসবাবপত্র (চাহিদাভিত্তিক)		৩৯৫	৩১				
		ইউআরসি নির্মাণ		১৮	১৬				
৪)	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ	১৯৫৬৭.৫৭	১৭০	১৫	১৮৫৩.৯৩	১৫৯৯.৬৪	১০০%	আইডিবি
৫)	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	কক্ষ সম্প্রসারণ (চাহিদা ভিত্তিক)	৭২০৮২৫.৬৯	৪০০০০ কক্ষ	চলমান: ৩৭৩৮ কক্ষ	৩১৭২৮.৯৬	২১৪২৪.৯৮	৭০%	জিওবি
৬)	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	কক্ষ সম্প্রসারণ (চাহিদা ভিত্তিক)	৪৫৩৪৪৯.৬৯	২৫০০০ কক্ষ	চলমান: ৩৬২২ কক্ষ	৩১৬৮০.০০	১৭৬১৪.৫৩	৭০%	জিওবি

কাঁঠালবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর

নয়ানানুদা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা

হারিয়ারগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট

চালাবালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালমনিরহাট

পিটিআই হোস্টেল বিল্ডিং, লালমনিরহাট

পিটিআই অডিটোরিয়াম, চট্টগ্রাম

২০১৭-১৮ অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচনে এলজিইডি'র সাফল্য

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

গ্রামীণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এলজিইডি কর্তৃক সৃষ্ট আয়ের সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষভাবে ১,০২৭.৪১ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় সবগুলিতেই গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হচ্ছে যা সুনির্দিষ্টভাবে দেশের দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একাংশকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করছে। এছাড়া, এলজিইডি'র প্রায় সকল প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ দুঃস্থ নারী শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে।

মহিলা মার্কেট সেকশন, পটুয়াখালী

আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা বৃক্ষরোপণ করছেন

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসুচীতে ইতিবাচক অবদান রাখার নিমিত্তে "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জিওবি অর্থায়নে মোট ১০৮৫০০.০০ লক্ষ টাকায় (প্রকল্প সাহায্য ২৫০১৩.৬৯ এবং জিওবি ৮৩৪৮৬.৩১ লক্ষ টাক) সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ অনুসারে দারিদ্র বিমোচন একটি অগ্রাধিকারভুক্ত বিষয়। দেশের সকল জেলায় ৪,৫৪৮টি ইউনিয়নে মোট ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ নারীকর্মী দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট ৯০,৯৬০ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রেখে কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচী গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৪১টি জেলার ৩,১৭৮টি ইউনিয়নে ১০জন করে মোট ৩১,৭৮০ জন দুঃস্থ মহিলার, প্রকল্প মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রোগ্রামটির আওতায় দাতা সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১ম পর্যায়ে এবং ২য় পর্যায়ে ১০জন করে মোট ২৭,৪০০ জন নারী কর্মী দু'বছরের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। অর্থাৎ প্রকল্পটির আওতায় মোট ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ নারী কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মরত অবস্থায় আরইআরএমপি-২ এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা

আরইআরএমপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

উল্লেখ্য যে, প্রোগ্রামে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে মজুরী দেয়া হয় এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে তার দৈনিক মজুরী থেকে ৫০ টাকা তার সঞ্চয় একাউন্টে আবশ্যিকভাবে জমা রাখা হয়। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন শুরুর দু'বছর শেষে প্রত্যেকের এরূপ সঞ্চয় দাঁড়ায় প্রায় ৩৬,৫০০ টাকা এবং চারবছর শেষে প্রত্যেকের এরুপ সঞ্চয় দাঁড়ায় প্রায় ৭৩,০০০ টাকা, যা দ্বারা কর্মীগণ তাদের সুবিধামত আত্ন-কর্মসংস্থানের কাজে বিনিয়োগ করতে পারেন।

আরইআরএমপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

আরইআরএমপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করছেন

প্রকল্পের আওতায় দুঃস্থ নারী কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই প্রকল্পের দাতা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলায় প্রকল্পভূক্ত দুঃস্থ নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে PKSF কর্তৃক নিয়োজিত ৪০টি Partner Organization দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগের প্রোগ্রামভুক্ত দুঃস্থ নারীকর্মীদের এলজিইডি নিয়োজিত ১০টি স্থানীয় NGO প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণসমূহ সচেতনতামূলক ও লাভজনক আত্নকর্ম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক হিসাবরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, মাশরুম চাষ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার পদ্ধতি ও এর গুরুত্বের বিষয়েও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

এছাড়া প্রকল্পের শেষ বছর ২০১৭-১৮ এ উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের (পশু, কৃষি, মৎস্য, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি) বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সড়কসমূহের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সড়কের উভয় পার্শ্বে ২১২ কিঃ মিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা বৃক্ষরোপণ করছেন

ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১ম ও ২য় পর্যায়ে নিয়োজিত মোট ২৭,৪০০ জন নারী কর্মীর কাজের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৪১টি জেলার ৩,১৭৮টি ইউনিয়নে মোট ৩১,৭৮০ জন নারী কর্মীর কাজের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেকও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সুবিধামত আত্ম-কর্মসংস্থানের কাজে সঞ্চয়কৃত অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।

আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের সঞ্চয়ের চেক বিতরণ করা হচ্ছে

৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণকে স্বপরিবারে একটি আত্মনির্ভরশীল পরিবার হিসেবে তৈরী করার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এই 'প্রোগ্রাম' বাস্তবায়িত হচ্ছে, আশা করা যায় প্রোগ্রামটি সফল বাস্তবায়নের পর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রোগ্রামে নিযুক্ত দুঃস্থ নারীগণ আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হবেন এবং তারা আর দারিদ্র্য সীমার নীচে ফিরে যাবেন না।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশ

মেঘনা অববাহিকার হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের ৮৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় ও অতিবর্ষনে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ড ব্যহত হয়। হাওর মাস্টার প্ল্যান এর আলোকে জাইকা ২০১৩ইং সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ২৯টি উপ-প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত করে। এরই ধারাবাহিকতাই গত ১৬ জুন, ২০১৪ তারিখে ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজ এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। এলজিইডি'র মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি ৮৫৮.২৫৩৫ কোটি টাকা (জিওবিঃ ৩২১.৭৬৩০ কোটি + প্রকল্প সাহায্যঃ ৫৩৬.৪৯০৫ কোটি) ব্যয়ে কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান দুটি উপাঙ্গ হচ্ছে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন। প্রকল্পের আওতায় ৪১৬কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক, ৮৮৭মি ব্রীজ, ৮৯০মি কালভার্ট,২০০কি:মি গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২২টি হাট ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়াশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা), ২১০ কি:মি বিল সংযোগ খাল খনন, বিল স্কিনিং ,রিসোর্স ম্যাপিং ,খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল কালচার সহ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ করা হবে।

আজমিরিগঞ্জ-পাহাড়পুর সড়ক
উপজেলা ঃ আজমিরিগঞ্জ জেলা ঃ হবিগঞ্জ।

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৭৭ কি:মি গ্রামীন সড়ক নির্মান ও ৫৩ কি:মি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও ১১৫ মিঃ ব্রীজ, ৩১৫মিঃ কালভার্ট, ৭টি হাট ও ৭টি ঘাট নির্মন করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১০৬টি বিল স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে গঠিত বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত বিল ব্যবস্থাপনায় ৩৩১৮ জন মৎস্যজীবি জড়িত আছে তন্মধ্যে ৮৮০ জন নারী। হস্তান্তরিত বিলগুলোর মধ্যে ২২টি বিল পুনঃখনন করা হয়েছে এবং ৪০ কি:মি বিল সংযোগ খাল পুনঃখনন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাধ্যমে ১৩৬টি পুকুরে মাছ চাষ পরিচালিত হচ্ছে, ৩টি পেন কালচার, ২টি দাউদকান্দি মডেলের মাছ চাষ, ৪টি খাচায় মৎস্যচাষ ও ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে মোট ৩৭২ জন দরিদ্র সুফলভোগী জড়িত। মূলত হাওর এলাকার দরিদ্র জনগণকে মৎস্য চাষে উৎসাহ প্রদানের জন্য উক্ত প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার মোতাবেক ৩৪৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১০২২ জন নারী। চলতি বছর প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ৪৮ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছেন ।

কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি উপজেলার আস্মিতা ইউপি অফিস থেকে মাছুয়া বাজার সড়ক

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১১৫০০ লক্ষ টাকার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যার ভৌত অগ্রগতি ১০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.০০%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৩৫.০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৩৪.৩৮%।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জন

জাইকা প্রতিনিধিদল কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া জিসি থেকে মঠখোলা জিসি (বটতলা) সড়কটির মেরামত কাজ শেষে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাইকার প্রতিনিধি মি. কিতামোরা ও প্রোগাম ম্যানেজার মোঃ আনিসুজ্জামান চৌধুরী সড়কটি পরিদর্শন করেন। এ সময়ে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (এলজিইডি অংশ) নজরুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় ১০.৭৬কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য এবং ৫.৫ মিটার প্রশস্ত সড়কটি প্রায় এগার কোটি টাকা ব্যয়ে মেরামত কাজ শেষ করা হয়েছে। সড়কটির বিভিন্ন হাট/বাজার অংশে জলাবদ্ধতার কারণে বিটুমিনাস কার্পেটিং অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হতো, বিধায় ১৫৬৫ মিঃ আরসিসি দ্বারা এবং বাকি ৯১৯৫ মিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং দ্বারা মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া সড়কটিতে ৮টি ইউড্রেন, ৩টি বক্স কালভার্ট ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ করা হয়েছে। সড়কের কাজ বাস্তবায়নের ফলে উপজেলা সদর হতে রাজধানী যাবার দূরত্ব ২৫কিঃমিঃ কম হবে; ফলে যাতায়াত খরচ ও সময় সাশ্রয় হবে। এছাড়া জাইকা প্রতিনিধিদল গত ৫ ডিসেম্বর ২০১৭ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পাথারিয়া ইউনিয়নের গনিগঞ্জ-জীবদ্বারা সড়কটির পরিদর্শন করেন এবং চুক্তিবন্ধ শ্রমিকদলের সাথে মত বিনিময় করেন।

এই সড়কটির উন্নতিকরনের আগে বর্ষা মৌসুমে যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয় যেত। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধান, শাক-সব্জি ও অন্যান্য ফসল বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে পারত না। প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদল (এলসিএস) এর মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই সড়ক নির্মানে ৫৫ জন মহিলা এলসিএস সদস্য এবং ৬৫ জন পুরুষ এলসিএস সদস্য অংশ গ্রহণ করে এবং মজুরী হিসাবে পুরুষ, মহিলা সমানভাবে দৈনিক ৩৫০ টাকা হারে মোট ১৫,৪৬,৮৯০ টাকা উপার্জন করেন। গ্রামীণ এই সড়কটি নির্মাণের ফলে স্থানীয় জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে এবং সড়কটি ব্যবহার করতে পেরে এলাকার জনসাধারণ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। জাইকা প্রতিনিধিদল সুনামগঞ্জ জেলায় "ক্ষতিপূরণমূলক বিকল্প জীবিকা নির্বাহ কার্যক্রম" (এআইজিএ) এর নগদ অর্থ বিতরণ কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেন। মৎস্য আইনের বিধান অনুযায়ী বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যে প্রেক্ষিতে গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৭ সুনামগঞ্জ জেলায় হস্তান্তরিত ৩০টি বিলের মধ্যে ১১টি বিলের ৯৮ জন সদস্যের মধ্যে প্রত্যেককে দশ হাজার টাকা করে মোট নয় লক্ষ আশি হাজার টাকা বিতরণ করা হয়। এ সময় জাইকার প্রতিনিধিদল ছাড়াও এলজিইডি'র সিলেট অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন ও প্রকল্প পরিচালক জনাব নজরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। জাইকার প্রতিনিধিদল সফরকালে প্রকল্পের এ সকল কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পিলার স্থাপন বিষয়ক জেলা পর্যায়ে পলিসি ডায়ালগ কর্মশালা

সুনামগঞ্জ জেলায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাওর অঞ্চলে বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গত ১৭ অক্টোবর ২০১৭ সালে প্রকল্পের উদ্যোগে সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে "প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের সীমানা চিহ্নিতকরণ ও পিলার স্থাপন বিষয়ক জেলা পর্যায়ে পলিসি ডায়ালগ" শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট অঞ্চল এবং জনাব নজরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, এলজিইডি ও জনাব সাবেরা আক্তার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)। আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সুনামগঞ্জ, নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সুনামগঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভুমি), উপজেলা প্রকৌশলী এবং মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্প পরিচালক, জনাব নজরুল ইসলাম,তাঁর ভাষণে প্রকল্পের পরিচিতি ও বর্ণিত কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং পাশাপাশি হস্তান্তরিত বিলের প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নকল্পে প্রকল্পের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব আব্দুল হাই চৌধুরী, এমএন্ডই স্পেশালিষ্ট, প্রকল্প সদর দপ্তর, এলজিইডি, ঢাকা। মূল প্রবন্ধে প্রকল্পের অবকাঠামো ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কম্পোনেন্টের বিস্তারিত লক্ষ্যমাত্রা, কার্যক্রম এবং এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য তুলে ধরা হয়। একই সাথে হস্তান্তরিত বিলের সীমানা নির্ধারণ ও পিলার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয় এবং এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পে হস্তান্তরিত বিলের সীমানা নির্ধারণ ও পিলার স্থাপনকল্পে জেলা প্রশাসন ও ভূমি অফিসের সম্ভাব্য ভূমিকা ও প্রকল্পের প্রত্যাশা

তুলে ধরা হয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর প্যানেল বিশেষজ্ঞগণের আলোচনায় তাদের মতামত তুলে ধরেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জানান যে, দেশে প্রচলিত জলমহাল নীতিমালা অনুযায়ী এবং প্রকল্পে হস্তান্তরের জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের শর্তের আলোকে হস্তান্তরিত বিলের সকল তথ্যাদি বিশেষ করে প্রকল্প উদ্যোগে সংগঠিত বিইউজি-এর সুফলভোগী তালিকা জেলা/ উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করতে হবে এবং যথানিয়মে অনুমোদন করাতে হবে। এছাড়া প্রকল্প উদ্যোগে পরিকল্পিত সকল প্রকার বিল উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে জেলা/উপজেলার সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিলেট অঞ্চল জনাব সেখ মোহাম্মদ মহসিন জানান যে প্রকল্পের ডিজাইন ও ডিপিপি মোতাবেক জেলা/ উপজেলা প্রশাসনকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড অবহিত করার বিষয়টি উল্লেখ আছে। তিনি সুনামগঞ্জ জেলার এলজিইডি-এর নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী এবং প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে সকল পর্যায়ে সমন্বয় স্থাপনের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবার জন্য নির্দেশ দেন। একই ধরনের কর্মশালা প্রকল্পের আওতাভুক্ত অন্যান্য জেলাতেও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (IMED) প্রতিনিধি দল কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলায় "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" পরিদর্শন

১৭ই মার্চ ২০১৮ ইং তারিখে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক (উপ-সচিব) জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল প্রকল্পের সড়ক নির্মাণ ও বিল/খাল খনন কাজ পরিদর্শন করেন। এই সময় নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব ইকবাল আহমদসহ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাধীন শিমুলবাক ইউনিয়নে অর্ন্তগত "সুরাইয়া" বিলটির অবস্থান। বিলটির আয়তন ১৩.৩ একর। বিলটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুকনা মৌসুম শুরু হওয়ায় পূর্বেই পানির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে এবং পৌষ/মাঘ মাসে পুরো বিলটি পানিশূন্য হয়ে পড়ে ফলে মাছের আবাসস্থল বলতে কিছু থাকেনা এবং প্রজনন মৌসুমে পানির অভাবে স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যহত হয়। বিলটির দুই পার্শ্বে কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় পানির অভাবে বোরো ধানের আবাদ মারাত্নক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ০৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয়ে এই বিলটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) এর মাধ্যমে ৪৮৮৭ ঘন মিটার মাটি খননের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ০২ টি এলসিএস এর মাধ্যমে এই বিল খননের কাজ শুরু করা হয়েছে। এলসিএস সদস্য সংখ্যা ৬০জন (মহিলা ৩০ জন, পুরুষ ৩০ জন)। বিলটির খনন কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় হাওরসহ ছোট ছোট জলাধারের মাছের প্রজনন বৃদ্ধিসহ অত্র বিলের মাছের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে এর ফলে বিইউজি সদস্য সহ এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বিলটির আশেপাশে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০ একর জমি সেচ সুবিধা পাবে এবং ফসল উৎপাদনের পরিমান ১ থেকে ১.৫ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এরপর প্রতিনিধিদল দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাধীন পাথারিয়া ইউনিয়নে অর্ন্তগত "গণিগঞ্জ-জীবদ্বারা" সড়কটি পরিদর্শন করেন। এই রাস্তাটি নির্মান হওয়ার ফলে বর্ষার মৌসুমে ছেলে-মেয়েদের স্কুল, কলেজ, বয়স্কদের মসজিদ, মন্দিরে ও বাজারে যাওয়া-আসা সহজ হয়। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ধান, শাক-সবজি ও অন্যান্য ফসল বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে পারে।

এ ছাড়া প্রতিনিধিদল সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন গৌরারং ইউনিয়নে অর্ন্তগত "করচার হাওর খাশিয়ার খারা " খালটি পরিদর্শন করেন। খালটি অত্র গ্রামীণ জন-জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাল। প্রস্তাবিত খালের দৈর্ঘ্য ২০০০মিঃ। খালের পশ্চিমে খাসিয়া, করচা ও দফায়া বিল এবং উত্তর দিকে বিশাল প্লাবনভূমি রয়েছে। কালের বিবর্তনে খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুকনা মৌসুম শুরু হওয়ায় পূর্বেই পানির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে এবং পৌষ/মাঘ মাসে পুরো খালটি পানি শূন্য হয়ে পড়ে ফলে বিভিন্ন বিলের সংযোগ বন্ধসহ খালের দুই পার্শ্বের বিস্তৃর্ণ কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় পানির অভাবে বোরো ধানের আবাদ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রকল্পের আওতায় ৩২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০০০ মি: দৈর্ঘ্যের এই খালটি ৪টি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) এর মাধ্যমে নির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এলসিএস সদস্য সংখ্যা ৮০জন (মহিলা ৪০ জন, পুরুষ ৪০ জন)। খালটির খনন কাজ সম্পূর্ণ হলে প্রায় ৯০০ থেকে ১০০০ একর জমি সেচ সুবিধা পাবে এবং ফসল উৎপাদনের পরিমান ১.৫ থেকে ২ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও খাল সংযোগ বিল খাসিয়া, করচা ও দফায়া সহ প্লাবনভূমিতে মাছের অভিপ্রয়ন বা চলাচল ও প্রজনন ক্ষেত্রও বৃদ্ধি পাবে। খালের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে আগাম বন্যা হতে ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পাবে এবং হাওর ও প্লাবন ভূমির জীববৈচিত্র রক্ষা পাবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৮ প্রথম স্থান অধিকারী আত্মনির্ভরশীল নারী নুসরাত বেগম স্বপ্না

সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার হবতপুর গ্রামের দরিদ্র মহিলা নুসরাত বেগম স্বপ্না (৩৩)। ১৯৯৯ইং সালে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়া ১৪ বৎসর বয়সী স্বপ্নার বিয়ে হয় একই গ্রামের ২৮ বৎসর বয়সী কৃষি শ্রমিক মোঃ সৈয়দুর রহমান এর সাথে। সময়ের সাথে সাথে দুই সন্তানের মা হন তিনি। কৃষি শ্রমিক স্বামীর একার আয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সহ ছয় সদস্যের পরিবার নিয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো। জীবন সংগ্রামে তিনি যখন ক্লান্ত তখন এলজিইডি'র "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প" থেকে তাঁর বাড়ীর পাশে টুকেরঘাট-বাহাদুরপুর রাস্তাটি এলসিএস এর মাধ্যমে উন্নয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তিনি উক্ত কাজের একজন এলসিএস সদস্য নির্বাচিত হন। রাস্তাটির কাজ ০৩.০৬.২০১৫ ইং তারিখে শুরু হলে তিনি শ্রমিক হিসাবে মোট ৩৫ দিন কাজ করে দিনে ২৮০/-টাকা হিসাবে মোট ৯৮০০/- টাকা পারিশ্রমিক পান এবং রাস্তাটির কাজ সমাপ্ত শেষে ১১.০২.২০১৬ ইং তারিখে জাইকা বাংলাদেশের প্রধান প্রতিনিধি মিঃ মিকিও হাতাইদার নিকট হতে ১০১২০/- টাকা লভ্যাংশ গ্রহণ করেন। প্রকল্পের মাঠ কর্মীর উৎসাহে তিনি হাতে কলমে ১ মাস ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। স্বপ্না লভ্যাংশের টাকা হতে ৬৫০০/- টাকায় একটি সেলাই মেশিন ও অবশিষ্ট টাকায় কিছু পরিমাণ কাপড় ক্রয় করে নিজ বাড়ীতে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজ গ্রামের কয়েকজন কিশোরীকে হাতে-কলমে সেলাই কাজ শিখিয়ে তাদেরকেও তাঁর এ কাজে নিয়োজিত করেছেন। এভাবে সেলাই কার্যক্রম আরও সম্প্রসারনের চিন্তা তাঁর রয়েছে। বর্তমানে তাঁর মাসিক গড় আয় প্রায় ২৮০০০/- টাকা। তিনি ইতোমধ্যে গ্রামের ৬০ জন দরিদ্র মহিলাকে নিয়ে "সুরমা নারী উন্নয়ন সমিতি" গঠন করেছেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য,হাজী আব্দুস সাত্তার এন্ড মরিয়ম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, হবতপুর কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। গ্রামে স্বপ্না এখন সফল নারীর উদাহরন। তার এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তিনি এলজিইডি'র হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের নিকট কৃতজ্ঞ।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের ফলে পল্লী অঞ্চলের জনগণের যাতায়াতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যানবাহন চলাচল বেড়েছে, ভ্রমণের সময় হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া বাজারে প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উৎপাদিত ফসল ও সম্পদ বিপণন, জীবিকার সুযোগ ও সামাজিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস সম্পদ উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও টেকসই জলমহল ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র নারী ও পুরুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সম্পদের দক্ষ, সাশ্রয়ী ও ন্যায়সংগত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং ক্লাইমেট এডাপটেশন এবং লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project-HILIP)এবং জলবায়ু অভিযোজন ও জীবনমান সুরক্ষা প্রকল্প (Climate Adaptation and Livelihood Protection Project-CALIP) দুটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাতিক্রমধর্মী একটি প্রকল্প। ক্যালিপ প্রকল্পটি হিলিপ প্রকল্পের একটি সম্পূরক প্রকল্প। বাংলাদেশের হাওর অঞ্চরের পাঁচটি জেলা সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ব্রাক্ষণবাড়ীয়, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা এর আঠাশটি উপজেলায় বসবাসরত দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্যতা হ্রাসকরণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হিলিপ এর অগ্রযাত্রা শুরু হয় জানুয়ারী ২০১২ খ্রি. থেকে এবং হাওরের মানুষকে পরিবেশের বিরূপ প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য ক্যালিপের যাত্রা শুরু হয় ২০১৪ খ্রি. থেকে যা ২০১৯ খ্রি. পর্যন্ত চলবে।

প্রকল্পের অর্থায়ন

এই প্রকল্পের অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও একাধিক দাতাগোষ্ঠি যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

অর্থায়নকারী	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্থায়নের ধরণ
GOB	২৬৯,৯২.৭৬	সহযোগী অর্থায়ন
IFAD	৪৪৪,১৬.৬৭	ঋণ
STF	২৩৭,০২.২৮	ঋণ
IFAD	৮৫৭.৭৯	অনুদান
ASAP	১১৬,৬২.৫০	অনুদান
মোট	১০৭৬,৩২.০০	

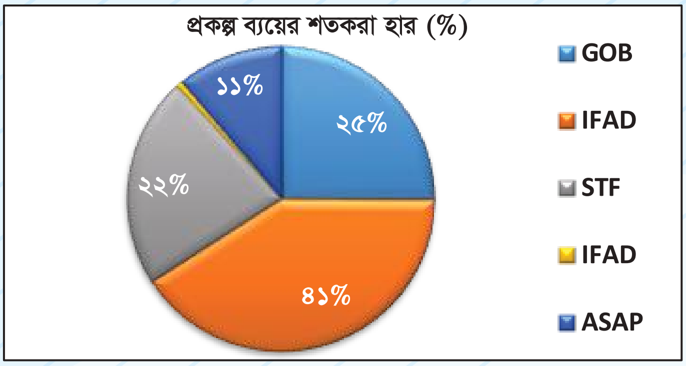

প্রকল্পের সুফলভোগী

প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৩,৫৫,৫৬৪ টি খানাকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যাঁর অধিকাংশই হাওরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং এ পর্যন্ত ২,৫১,৩৪০ জন সুফলভোগী প্রকল্প থেকে উপকার ভোগ করেছেন যা লক্ষ্যমাত্রার ৭১%।

প্রকল্পের কার্যক্রম

হাওর অঞ্চলের জনগণের দারিদ্র হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ, কমিউনিটি অবকাঠামো নির্মাণ, কমিউনিটি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবনমান সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় অবাধ তথ্য বিনিময় ও সক্ষমতা আনয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কার্যক্রম গ্রহণে মাধ্যমে যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবিকার নিরাপত্তা সৃজন, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃজন, পরিবেশ অভিযোজনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ সহ নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এ প্রকল্প হাওরবাসীর উপকার করে যাচ্ছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হাওর এলাকার সকল ফসলী জমি বছরের ছয় মাসেরও অধিক সময় জলামগ্ন থাকে বিধায় সে সময় মাঠে কোন কাজ করার সুযোগ থাকে না। তাছাড়া হাওরবাসী মূলত একমাত্র ফসল বোরো ফসলের ওপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র জেলেরা মুক্ত জলাশয় থেকে সীমিত আকারে মাছ আহরণ করতে পারে। এ সময় অধিকাংশ হাওরবাসীর জীবিকা নির্বাহ কষ্টকর হয়ে দাড়ায়। এ সময় হাওর এলাকার দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আয় বর্ধনমূলক অকৃষি (অফফার্ম) কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা গেলে হাওরবাসীর নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ লক্ষ্যে দরিদ্র ও বেকার যুবক-যুবতীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রকল্পের হিলিপ-ক্যালিপ এর অর্থায়নে প্রকল্পের আওতায় সুবিধা বঞ্চিত,গরীব ও বেকার পুরুষ /মহিলাদের জন্য কৃষি ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেমন: ফসল উৎপদান, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি কৃষিভিত্তি প্রশিক্ষণ; বাঁশ, বেত, কাঠ, পাট জাতীয় দ্রব্যাদি, ব্লক বাটিক, নকশিকাঁথা, মোমবাতি তৈরী, প্যাকেট তেরী, আচার তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে এডভান্সড ইমপ্রুভড প্রশিক্ষণ এবং টেইলারিং, হাউজ ওয়ারিং / ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডিং, প্লাম্বিং, ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্প মেরামত, মোটর সাইকেল মেরামত, ফ্রিজ মেরামত, মোবাইল ফোন মেরামত, ড্রাইভিং ইত্যাদি ট্রেডের ওপর ভকেশন্যাল প্রশিক্ষণ।

মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান

মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকল্পের অবস্থান প্রদর্শন করা হল।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প এবং জলবায়ু অভিযোজন ও জীবনমান সুরক্ষা প্রকল্পের অবস্থান

প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি

হিলিপ প্রকল্পের সকল কার্যক্রম মোট ০৬ টি কম্পোনেন্ট বা উপাঙ্গের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে শুধু মাত্র কম্পোনেন্ট-৬ অফিস ব্যবস্থাপনা যা সম্পূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক। অবশিষ্ট ০৫ টি কম্পোনেন্ট বা উপাঙ্গের কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র ও অঙ্গিকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কম্পোনেন্ট বা উপাঙ্গ ভিত্তিক ২০১৭-১৮ খ্রি. সালের অংগভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

যোগাযোগ অবকাঠামো (Communication Infrastructure)

এ উপাঙ্গের স্কীমসমূহ ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় এবং এর অন্তর্ভূক্ত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন এবং নির্মিত সড়কের ওপর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া বাজারে মালামাল উঠা-নামার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পাকা ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের ভৌত অগ্রগতি নিম্নের সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলঃ

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ অগ্রগতি

উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ	একক	আরডিপিপি	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
		লক্ষ্য মাত্রা	লক্ষ্য মাত্রা	ভৌত অগ্রগতি	%	ভৌত অগ্রগতি	%
উপজেলা সড়ক নির্মাণ	কি.মি.	১০০	১২	১৩	১০৮	৮৮	৮৮
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	কি.মি.	১৫০	২০	১৭	৮৫	১৩০	৮৭
সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ	মি.	৩৩৫০	৬০৭	১৬০	৪৫	২২৩৪	৬৭
বোট ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	৮	০	০	৩২	৬৪
ক্ষুদ্র মাটির কাজ	কি.মি.	২৫০	২৫	২০	৮০	২২	০৯

চিত্র ১: যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের ২০১৭-১৮ অর্থবছর ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার (%)

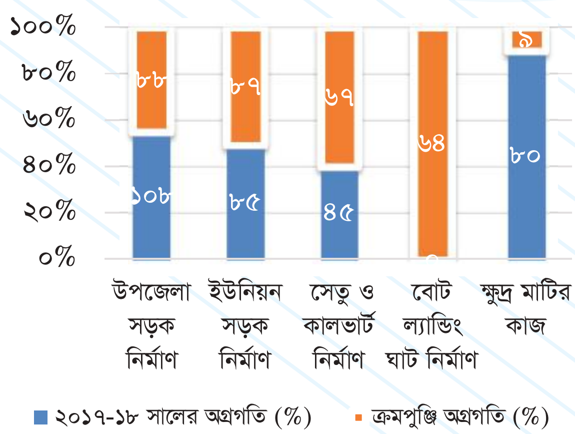

দিরাই উপজেলার মাটিয়াপুর টানাখালি আরসিসি রাস্তা ও দিয়ারগাঁও আরসিসি গার্ডার ব্রিজ

প্রভাব ঃ এ উপাঙ্গের কার্যক্রমের ফলে উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের ভিতরে আন্তঃসংযোগ বেড়েছে ফলে বিভিন্ন হাট-বাজারে গমন ও দ্রব্য পরিবহন সহজতর হয়েছে, ব্যবসার প্রসার ঘটেছে এবং সুফলভোগীদের কর্মসৃজন হয়েছে যার মাধ্যমে তাঁরা আয় বৃদ্ধি করেছেন যা সুফলভোগীদের দারিদ্রতা কমিয়ে আনতে সাহায্য করছে।

কমিউনিটি অবকাঠামো (Community Infrastructure, HILIP & CALIP Part)

এ উপাঙ্গের স্কীমসমূহ এলসিএস (Local Contracting Society) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। এ উপাঙ্গের মাধ্যমে গ্রমীণ আন্তঃসংযোগ বেড়েছে। বিভিন্ন সড়ক, গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন, ঢেউ এর কারণে ভাঙ্গনের কবল থেকে গ্রাম ও গ্রামীণ বাজারকে রক্ষার জন্য প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

হিলিপ আংশ ঃ নিম্নে যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের হিলিপ অংশের ভৌত অগ্রগতি নিম্নের সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি (হিলিপ আংশ)

উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ	একক	আরডিপিপি লক্ষ্য মাত্রা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
			লক্ষ্য মাত্রা	ভৌত অগ্র গতি	%	ভৌত অগ্র গতি	%
কমিউনিটি সড়ক নির্মাণ	কি.মি.	৩৫০	৪০	৩৭	৯৩	২৬০	৭৪
গ্রামীন বাজার উন্নয়ন	সংখ্যা	৭৮	০৫	০৬	১২০	৫৭	৭৩
গ্রাম প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ	সংখ্যা	৭৮	১৭	০২	১২	৬৩	৮১
বাজার প্রতিরক্ষা দেওয়াল নির্মাণ	সংখ্যা	৫২	০৫	১২	২৪০	৩৫	৬৭
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২৬	১০	১০	১০০	১৬	৬২
এলসিএস ট্রেনিং	সংখ্যা	১৯৭০	২৫	৪০	১৬০	১৪১৬	৭২

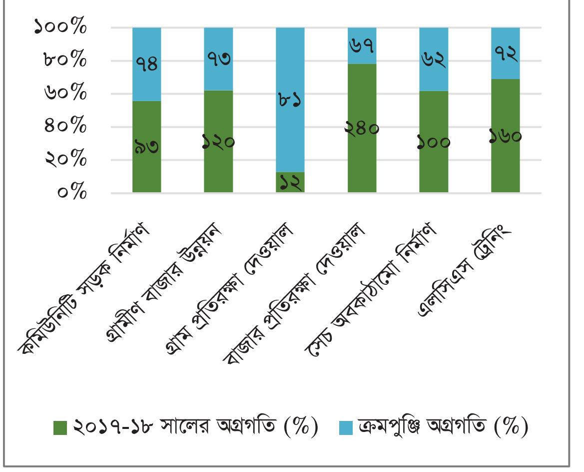

চিত্র ২:কমিউনিটি অককাঠামো উপাঙ্গের হিলিপ অংশের ২০১৭-১৮ অর্থবছর এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার (%)

ক্যালিপ অংশ ঃ এ উপাঙ্গের মাধ্যমে গ্রামের বিভিন্ন গ্রাম প্রতিরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রামের অভ্যন্তরে পায়ে চলার রাস্তা নির্মাণ এবং এর সাথে কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও টিউবওয়েল স্থাপন, কিল্লা নির্মাণ করা হয়েছে এবং বিলের সীমানা রক্ষার জন্য সীমানা নির্ধারণ ও সীমানা পিলার স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া পাইলট আকারে উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কে স্লোপ প্রতিরক্ষাকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের হিলিপ অংশের ভৌত অগ্রগতি নিম্নের সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ ভৌত অগ্রগতি (ক্যালিপ অংশ)

উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ	একক	আরডিপিপি লক্ষ্য মাত্রা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
			লক্ষ্য মাত্রা	ভৌত অগ্র গতি	%	ভৌত অগ্র গতি	%
গ্রাম প্রতিরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২২৪	৪০	২৭	৬৮	১১৪	৫১
গ্রামীন অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান (ভিআইসি)	সংখ্যা	১৬৮	৩৩	৩২	৯৭	১৩৫	৮০
বিলের পাড় উন্নয়ন	সংখ্যা	৫০	২৮	৬	২২	০৬	১২
পাইলট আকারে কিল্লা তৈরি	সংখ্যা	২০	১২	০	০	০৯	৪৫
পাইলট আকারে উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কে স্লোপ প্রটেকশন কার্যক্রম	কি.মি.	৫০	১৮	৪.৭	২৬	২২	৪৪
এলসিএস ট্রেনিং	সংখ্যা	৫৪২	২৫	৮০	৩২০	৪৩৮	৮১

চিত্র ৩: কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গের কালিপ অংশের ২০১৭-১৮ অর্থবছর এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির

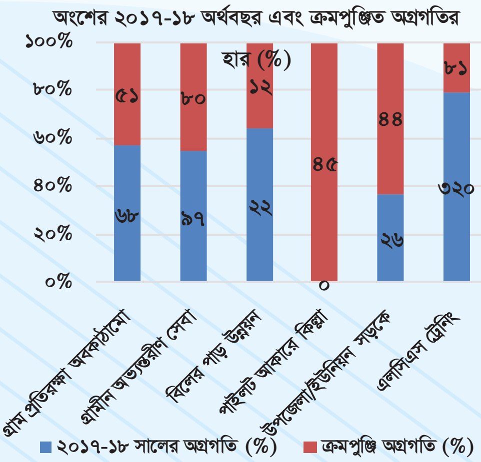

এই উপাঙ্গের গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান (ভিআইসি) কার্যক্রমের সাথে একাধিক সেবা সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এর সাথে ঐ সকল কার্যক্রমও সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমনঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরসহ এ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ৩১৫টি কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ করা কয়েছে এবং ৫৯৭টি টিউবওয়েয় স্থাপন করা হয়েছে যেগুলো বর্তমানে দরিদ্র গ্রামবাসী ব্যবহার করছেন।

প্রভাব ঃ গ্রাম প্রতিরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ঢেউ এর কারণে উপকারভোগীদের গ্রাম ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে, গ্রামীন অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান (ভিআইসি) মাধ্যমে এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী বা এক পাড়া থেকে অন্য পাড়ায় সুফলভোগীদের যাতায়াত বিশেষ করে বর্ষায় যাতায়াত সহজতর ও নিরাপদ হয়েছে, কমিউনিটি টিউবওয়েল ও টয়লেট নির্মাণের ফলে বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বিলের পাড় চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন সম্ভব হয়েছে, কিল্লা তৈরি করার ফলে আগাম বন্যায় ফসল রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং উপজেলা/ইউনিয়ন সড়কে স্লোপ প্রটেকশন কার্যক্রমের ফলে সড়ক সংরক্ষিত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নির্মিত কিল্লা, গ্রামীণ অভ্যন্তরীণ রাস্তা, কমিউনিটি টিউবওয়েল ও টয়লেট

তৃতীয় পক্ষের মনিটরিং

এই উপাঙ্গের আওতায় World Fish নামক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর সাথে মাছ আহরণ মনিটরিং করার জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে অনুযায়ী উক্ত সংস্থা প্রকল্পের প্রতিনিধিত্বকারী ২৫ বিল থেকে মাসিক মাছ আহরণ মনিটরিং করে যাচ্ছে এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান করছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, উক্ত বিলসমূহে মাছের আহরণ বেড়েছে এবং তা ১৭৭ কেজি থেকে বেড়ে ২০১৭ সালে ১৮২ কেজি/হেক্টর হারে মাছ আহরণ করা হয়েছে এবং এই আহরণ হার উর্ধ্বমুখী।

তাছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে যে, ২০১২ ভিত্তি সালে ১০৫টি মাছের প্রজাতি আহরণ করা হয় যা ২০১৭ সালে বেড়ে ১২৭ টিতে দাড়ায় যাঁর অর্থ হল মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য বেড়েছে। সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, জাতপুটি প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থেকে সবচেয়ে বেশী প্রজনন করেছে। তাছাড়া সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গজারিয়া বিল, দীঘাকোচমা বিল, মাটিয়ান হাওর, বাসকর বিল, জরশোকের বিল, মঙ্গলপুরের ডুবি বিল, ভাটি লাই রক্ষা বিলে Critically Endangered প্রজাতিসমূহ প্রচুর পাওয়া যায়। বর্তমানে সুনামগঞ্জ জেলার বিলসমূহে Critically Endangered প্রজাতিসমূহের মধ্যে সিলোন মাছ (Silonia sinondia),বাটা মাছ (Labeo bata), চ্যাং মাছ (Chaca chaca), কুমিরের খিল (Microphis deocata নাপতানি/নাপিত (Crossocheilus lalius) এবং চিতল Notopterus chitala প্রজাতিসমূহ প্রচুর পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রকল্পের বিলসমূহে পাওয়া যায় এমন Endangered প্রজাতির মাছসমূহ নিম্নরুপ ঃ

কিশোরগঞ্জ জেরায় নালী নদীর দুই পাড়ে হিজল ও করচের চারা রোপন

মাছের প্রজাতি ও স্থানীয় নাম	যে সকল জেলায় পাওয়া যার তাঁর নাম
১. Botia Dario-রাণী মাছ	সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২. Botia dayi- গুতুম মাছ	সুনামগঞ্জ
৩. Crossocheilus latius- নাপিত মাছ	সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৪. Channa marulius- গজার মাছ	সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৫. Rita rita-রিটা মাছ	সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৬. Chaca chaca- চ্যাং মাছ	সুনামগঞ্জ
৭. Clupisoma garua-ঘাউরা/ঘারুয়া মাছ	সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ
৮. Ompak bimaculatus-গাং পাবদা	সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
৯. Ompok pabda-পাবদা মাছ এবং	সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
১০. Mastacembelus armatus-শাল বাইম	সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

বনায়ন ঃ এই উপাঙ্গের আওতায় ২০১৭-১৮ সালে ৬০০০ টি হিজল ও করচের গাছ রোপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত সর্বমোট গাছ লাগানো হয়েছে ১৮১০০০টি এবং সর্বমোট তিন লক্ষটি হিজল ও করচের গাছ রোপন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে।

প্রভাব ঃ এ উপাঙ্গের মাধ্যমে খাল ও বিলসমূহ পুনঃসংস্কারের ফলে উক্ত জলাশয়সমূহ নব্যাতা ফিরে পেয়েছে, জলাশয়ে মৎস্যজীবিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, মাছের উৎপাদন ও আহরণ বেড়েছে, অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত হয়েছে, জলজ বনায়ন সৃষ্টির ফলে পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

কমিউনিটি সম্পদ ব্যবস্থপনা (Community Resource Management)

এই উপাঙ্গের মাধ্যমে বিল ব্যবহারকারী দল গঠন (Beel User Group), বিল ব্যবস্থাপনা, খাল ও বিল পুনঃখনন, বিলে অভয়াশ্রম স্থাপন, জলজ বৃক্ষ হিজল ও করচের গাছ লাগোনো, বিলের সীমানা নির্ধারণ ও সীমানা পিলার স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই উপাঙ্গের আওতায় বর্তমানে প্রকল্পে ৩৮৩ টি বিল বিইউজি এর সদস্যবৃন্দ ব্যবস্থাপনা করছেন এবং তাঁরাই এর সুফল ভোগ করছেন। বর্তমানে ১২২৫০ জন বিইউজি সদস্য বিল ব্যবস্থাপনায় জড়িত রয়েছেন যার মধ্যে ৩১% নারী সদস্য।

বিইউজি ঘরভাঙ্গা বিল, হবিগঞ্জ এর মাসিক সভা ও নেত্রকোণা জেলার হুগরাডুবি বিলে মাছ আহরণ

মদন উপজেলার বড়দায়ের বিল (পুনঃসংস্কারের আগে ও পরে)

কমিউনিটি সম্পদ ব্যবস্থপনা উপাঙ্গের ভৌত অগ্রগতি নিম্নের সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ	একক	আর ডিপিপি লক্ষ্য মাত্রা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
			লক্ষ্য মাত্রা	ভৌত অগ্র গতি	%	ভৌত অগ্র গতি	%
বিল উন্নয়ন কার্যক্রম	সংখ্যা	৩০৫	৭৭	৩৮	৪৯	৪৯	১৬
খাল খনন/পুনখনন/ সংস্কার	কি.মি.	১০০	২০	৩.২	১৬	৩৯	৩৯
জলজ বনায়ন	সংখ্যা	২১৩,৫০ ০	৬১৫০ ০	৭০০০ ০	১১৪	১৮১০০ ০	৮৫
এলসিএস ট্রেনিং	সংখ্যা	১৫৩০	৪০	৪০	১০০	৩১৮	২১
বিএমসি প্রশিক্ষণ প্রদান	দল সংখ্যা	১০০	২৫	১০	৪০	৬১	৬১
বিল হস্তান্তর ও বিইউজি গঠন	সংখ্যা	৫০০	০	০	০	৩৮৩	৭৭
প্রোমোশনাল দ্রব্যাদি তৈরিকরণ	সংখ্যা	৮	৩	১	৩৩	৩	৩৮
ডিসেমিনেশন কর্মশালা	সংখ্যা	৫০	২০	০	০	১৯	৩৮
তৃতীয় পক্ষ দ্বারা বিলের মৎস্য আহরণ মনিটরিং	বৎসর	০৫	১	১	১০০	৪	৮০

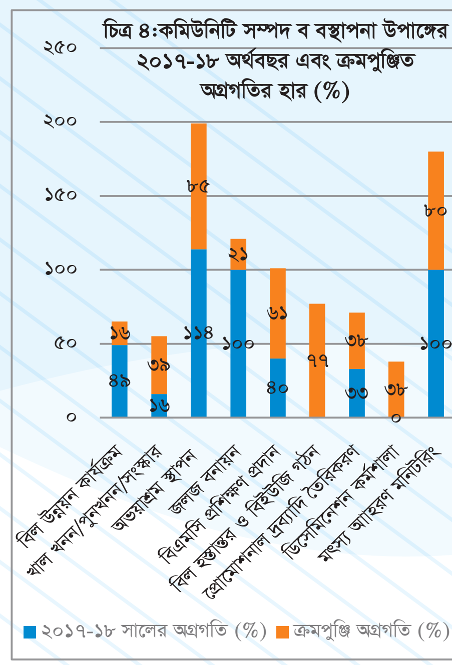

জীবনমান সুরক্ষা (Livelihood Protection, HILIP & CALIP Part)

এ উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ সিআইজি (Common Interest Group) গঠন করে সদস্যদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। হাওরের দরিদ্র ও বেকার যুবক-যুবাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের হিলিপ এর অর্থায়নে কৃষি, মৎস্য ও লাইভষ্টকের বিভিন্ন ট্রেডে ৯৪,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জীবনমান সুরক্ষা উপাঙ্গের দুই অংশে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সর্বমোট ৪৯,১৮১ জন পুরুষ, ৬৭,৪৬৫ জন মহিলা অর্থাৎ সর্বমোট ১,১৬,৬৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং এদের অনেকেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই উপাঙ্গের যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে সেগুলো নিম্নের টেবিল এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

জীবনমান সুরক্ষা (হিলিপ অংশ)

হিলিপ অংশের আওতায় জীবনমান সুরক্ষা উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রথমে সিআইজি গঠন করা হয় এবং এদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়। এ উপাঙ্গে হিলিপ অংশে ২০১৭-১৮ সালে ৯৭৬৮ জন পুরুষ এবং ১৭৩৫৬ জন মহিলা অর্থাৎ সর্বমোট ২৭১২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন । এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২৭২৭৬ জন পুরুষ, ৩৫০৭৪ জন মহিলা অর্থাৎ সর্বমোট ৬২৩৫০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং এদের অনেকেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

হিলিপ অংশের জীবনমান সুরক্ষা উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহের ভৌত অগ্রগতি

উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ	একক	আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
			লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত অগ্রগতি	%	ভৌত অগ্রগতি	%
সিআইজি দল গঠন (কৃষি,মৎস্য, পশুসম্পদ এবং ইনোভেটিভ বিজনেস)	ব্যাচ	৩৭০০	৮১২	৭৩০	৯০	৩৫০৭	৯৫
শস্য ও উদ্যান প্রদর্শনী স্থাপন	সংখা	৯২৪	১০৬	১০৬	১০০	৭০৮	৭৭
শস্য ও উদ্যানের ওপর প্রদর্শনী ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আইজিএ, একচেনজ ভিজিট এবং মাঠ দিবস পালন	ব্যাচ	২৫৮৬	২৫৪	২৩২	৯১	১৯০৯	৭৪
প্রাণীসম্পদ প্রদর্শনী স্থাপন	সংখা	১২৫৬	১০৪	১০৫	১০০.১	৯৪৪	৭৫
প্রাণীসম্পদ এর ওপর প্রদর্শনী ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, অন্যান্য প্রশিক্ষণ সহ আইজিএ ও লিংকেজ স্থাপন, কৃত্রিম প্রজনন, ভ্যাকসিনেশন ও ডিওয়ার্মিং	ব্যাচ	১৭৬১	১৮২	১৬৩	৯০	১২৭৯	৭৩
মৎস্য চাষ প্রদর্শনী স্থাপন	সংখা	৩৩৬	৩০	৩০	১০০	২৫৪	৭৬
মৎস্যের উপর প্রদর্শনী ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আইজি্এ ও ফিশারিজের উপর অন্যান্য প্রশিক্ষণ, এক্সচেন্জ ভিজিট এবং মাঠ দিবস পালন	ব্যাচ	৭৫৬	৬৬	৬৪	৯৭	৫৫৮	৭৪
এলসিএস গ্র্যাজুয়েটদের ইনোভেটিভ প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৯৬০	১৪০	১০০	৭১	৬৯০	৭২
সোশ্যাল ইস্যুতে সচেতনতা সৃষ্টি	ইভেন্ট	২৭২	২৮	২৪	৮৬	১৯৪	৭১
বেষ্ট প্র্যাকটিসকারীদের এ্যাওয়ার্ড প্রদান	ব্যাক্তি	৬১৮	৬০	৪৪	৭৩	৩৮২	৬২
সিডিএফ সাপোর্ট	সংখ্যা	২০০	১৬৫	১৬৫	৮৩	১৬৫	৮৩

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় কঞ্চি থেকে বাশঁ উৎপাদন প্রশিক্ষণ এবং নেত্রকোণা জেলায় লাউ ও টমেটো উৎপাদন

ক্যালিপ অংশ

প্রকল্পের ক্যালিপ অংশের অর্থায়নে গ্রামীণ বনায়ন, মৎস্য চাষ (মলা মাছ), এডভান্সড ইমপ্রুভড প্রশিক্ষণ যেমনঃ কাঠ, বাঁশ ও পাটের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি, ব্লক বাটিক, কারচুপি, নকশিকাঁথা ইত্যাদি এবং ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ যেমনঃ ডিজেল ইঞ্জিন মেরামত, মোটর সাইকেল মেরামত, মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার মেরামত, টেইলারিং, ইলেকট্রিশিয়ান ও হাউজ ওয়ারিং, প্লাম্বিং, রেফ্রিজারেটর মেরামত, ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং ইত্যাদি কোর্সে মোট ৮১,৩৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পাঁচটি জেলার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অনেকেই নিজেরাই স্বকর্মসংস্থান করে নিয়েছে অথবা অন্য কোন সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়েছেন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ অংশে ৭৬৫০ জন পুরুষ, ১১১০৪ জন মহিলা অর্থাৎ সর্বমোট ১৮৭৫৪ জন এবং ক্রমপুঞ্জিত ২১৯০৫ জন পুরুষ ও ৩২৩৯১ জন মহিলা অর্থাৎ সর্বমোট ৫৪২৯৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং এদের অনেকেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রভাব ঃ এ উপাঙ্গের মাধ্যমে উপকারভোগীদের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মসৃজন হয়েছে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উপকারভোগীরা স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন বা কেউ কেউ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরি করছেন বা ব্যবসায় নিয়োজিত হয়েছে। ফলে তাঁদের আয় বেড়েছে ও দরিদ্রতা কমেছে।

উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থান

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্প থেকে এলসিএস গ্র্যাজুয়েটদের নিয়ে দুটি ট্রেডে ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার একটি হল চারকোল উৎপাদন এবং অপরটি স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদন। এরই মধ্যে ০৫ ব্যাচে ১০০ জন নারী এলসিএস সদস্যকে স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সুফলভোগীরা তাঁদের লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় মেশিনারিজ ক্রয় করে প্রাথমিক পর্যায়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন উৎপাদন করে বাজারজাত করেছেন। অন্যদিকে বিগত অর্থ বছরে ২০ জনকে চারকোল উৎপাদনের ওপর একটি ব্যাচকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরীর উপর প্রশিক্ষণ

ক্যালিপ অংশের জীবনমান সুরক্ষা উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহের ভৌত অগ্রগতি

উপাঙ্গের কার্যক্রমসমূহ	একক	আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি			ক্রমপুঞ্জিত অর্জন	
			লক্ষ্যমাত্রা	ভৌত অগ্রগতি	%	ভৌত অগ্রগতি	%
গ্রামীন বনায়ন প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৯৮৭	৬৮২	৫৫৫	৮১%	২০৩১	৬৮%
পন্ড ফিশারিজ প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৫৩৯	২১২	১৫২	৭২%	২৬৮	৫০%
এডভান্সড ইমপ্রুভড প্রোডাক্ট প্রশিক্ষণ (কাঠ, বাঁশ ও পাটের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি, ব্লক বাটিক, কারচুপি, নকশিকাঁথা ইত্যাদি)	ব্যাচ	৩৭৮	১১৯	১১৮	৯৯%	২৬২	৬৯%
ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ (ডিজেল ইঞ্জিন মেরামত, মোটর সাইকেল মেরামত, মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার মেরামত, টেইলরিং, ইলেকট্রিশিয়ান ও হাউজ ওয়ারিং, প্লাম্বিং, রেফ্রিজারেটর মেরামত, ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং ইত্যাদি)	ব্যাচ	৪৫০	৯৭	৯০	৯৩%	১৩১	২৯%
সর্বমোট	**ব্যাচ**	**৪৩৫৪**	**১১১০**	**৯১৫**	**৮২.৪৩%**	**২৬৯২**	**৬২%**

ক্যালিপ পার্টের রেফ্রিজারেটর, মোটর সাইকেল মেরামত, ঔষধি গাছ ও জলজ বৃক্ষ হিজল-করচের চারা উৎপাদন এবং পাট সামগ্রী উৎপাদন প্রশিক্ষণ

জেন্ডার সমতাকরণ

প্রকল্প সংস্থান থেকে জেন্ডার সমতাকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য বিভন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদযাপনের মাধ্যমে নারীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল কার্যক্রমে নারীদের যথেষ্ট অংশগ্রহণ সৃষ্টি হয়েছে যা প্রকল্পের জন্য একটি ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। নিম্নে নারী অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলঃ

জেন্ডার এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ প্ল্যানিং কর্মশালা ঃ হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে চলমান সামাজিক পরিস্থীতিতে নারী ও পুরুষের ভূমিকা বিবেচনায় রেখে হিলিপ প্রকল্পের জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা পর্যালোচনা, জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা ২০১৪ এর খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নির্দেশকগুলোর আলোকে হিলিপ প্রকল্পের জেন্ডার কর্মপরিকল্পনাতে সংস্কার ও সংযোজন নিয়ে আলোচনা, উল্লেখযোগ্য নির্দেশকগুলোর আলোকে বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের সহযোগিতার সাথে হিলিপ প্রকল্পের নারী অংশগ্রহণকারীদের যুক্ত হওয়ার জন্য স্থানীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন,হিলিপ প্রকল্পের জেন্ডার প্রতিবেদন প্রণয়নে মাঠ পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের ধারণা প্রদান এবং ভূমিকা নিশ্চিতকরণ,হিলিপ প্রকল্পের বিশেষ দলগুলোর নারীদের ক্ষমতায়ন আরও শক্তিশালী ও স্থায়ী করার জন্য নারী উন্নয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সরকারি নিবন্ধন করণে প্রকল্পের কর্তকর্তাদের উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে পাঁচটি জেলায় পাঁচটি জেন্ডার এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ প্ল্যানিং কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস' ২০১৮ উৎযাপন: গত ৮ মার্চ "সময় এখন নারীর : উন্নয়নে তারা, বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহর কর্ম-জীবন ধারা"-এ শ্লোগান কে সামনে রেখে প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস' ২০১৮ উৎযাপন উপলক্ষে র‌্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালী ও আলোচনা সভায় প্রত্যেক জেলায় এলজিইডির পক্ষে নেতৃত্ব দেন সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন হিলিপ উপকারভোগী এবং মাঠ পর্যায়ে দিবসটি পলন

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানসমূহে সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, হিলিপ প্রকল্পের জেলা প্রকল্প সমন্বয়কারী সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । প্রকল্পের জেন্ডার এডভাইজার জনাব ইউএস রোকেয়া আক্তার সকল জেলার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত দিবসে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর ও বিজয়নগর উপজেলা থেকে নির্বাচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব র.আ.ম. উবায়দুর মুক্তাদির চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে নারীদের কর্মমুখী হওয়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে উৎসাহিত করেন।

অন্যান্য আলোচকবৃন্দ নারীদের ক্ষমতায়ন,অধিকার, দেশের সার্বিক উন্নয়নে নারীর অবদান পাশাপাশি কর্মস্থলে নারীদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নারীদের অংশগ্রহণ ঃ এ উপাঙ্গে হিলিপ অংশে এ পর্যন্ত ৩৫০৭৪ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং এদের অনেকেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালিপ অংশে ২০১৭-১৮ সালে ১১১০৪ জন মহিলা এবং ক্রমপুঞ্জিত ৩২৩৯১ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং এদের অনেকেরই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

এলসিএস এর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ ঃ এলসিএস এর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন: বিভিন্ন সড়ক ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, বিল ও খাল খনন, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এসকল কার্যক্রমে মোট এলসিএস সদস্যের ৪৪ % ছিল নারী। অন্যদিকে, এলসিএস এর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী শ্রমিকেরা ৮,৩১২,০৪৭৫/০০টাকা মজুরি পান যা মোট পরিশোধিত মজুরির ৩৭%।

ডেকেয়ার সেন্টার নির্মাণ ঃ কর্মক্ষেত্রে নারীদের ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কোন প্রকার সমস্য যেন সৃষ্টি না হয় এবং নির্বিঘ্নে যেন তাঁরা কাজ করতে পারেন সেজন্য অধিকাংশ ভৌত অবকাঠামো স্কীমে মহিলাদের ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য অস্থায়ীভাবে ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেই সাথে একটি করে টিউবওয়েল ও টয়লেট স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে।

বৈদেশিক মিশন কর্তৃক প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন

IFAD বোর্ড সদস্যবৃন্দ সুনামগঞ্জে হাঁসের খামার ও ডুবো রাস্তা পরিদর্শন করছেন

IFAD বোর্ড সদস্যবৃন্দ সিলেটে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার ও সুনামগঞ্জে বিইউজি সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন

IFAD সুপারভিশন মিশন রেফ্রিজারেটর মেরামত প্রশিক্ষণ ও জলজ বৃক্ষ নার্সারী পরিদর্শন করছেন

Flash Flood Early Warning System for North East Region" এর কার্যক্রমের ওপর Stakeholder দের পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালা

হিলিপ প্রকল্পের কর্মসূচি হিসাবে গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওরাঞ্চলের "Flash Flood Early Warning System (FFEWS) for North East Region" এর কার্যক্রমের ওপর Stakeholder দের এক পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক সুনামগঞ্জ এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব এ, কে, মনজুর হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ; বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার, প্রকল্প পরিচালক, HILIP, LGED এবং জনাব মোঃ সাইফুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সুনামগঞ্জ।

FFEWS এর ওপর অনুষ্ঠিত কর্মশালা

ভূমি মন্ত্রণালয়ের টিম কর্তৃক হিলিপ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

গত ০৭ জুলাই, ২০১৭ খ্রি. তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের টিম কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার বিলসমূহের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিদর্শন ও মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যে জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন যুগ্ম সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-টিম লিডার এবং জনাব মো: আ: রাজ্জাক, উপ-সচিব ভূমি মন্ত্রণালয় সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার জামিরতলা বিল খনন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরে টিম সদস্যবৃন্দ সুনামগঞ্জে এসে এডভান্সড ইমপ্রুভড প্রশিক্ষণের আওতায় চলমান জুট প্রডাক্ট,কারচুপি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন।

গত ০৬ ফেব্রয়ারী, ২০১৮ খি. তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের টিম কর্তৃক কিশোরগঞ্জ জেলায় হিলিপ প্রকল্পে হস্তারিত বিলসমূহে গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং হস্তান্তরিত জলমহালগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পরিদর্শনের জন্য ইটনা উপজেলার কুর্শিতে কুর্শিপুকুর পরিদর্শন করে সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।পরে তাঁরা নিকলী উপজেলার একটি বিল পরিদর্শন করেন। পর্যবেক্ষণ শেষে জেলা প্রশাসক, এলজিইডি ও অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে কিশোরগঞ্জ সার্কিট হাউজে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শন, বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও মতবিনিময় শেষে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। উক্ত টিমে উল্লেখিত ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব দেলোয়ার হোসেন এবং উপসচিব জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম অংশগ্রণ করেন এবং এ সময় জনাব গোপাল চন্দ্র সরকার, প্রকল্প পরিচালক, হিলিপ, এলজিইডি; জনাব গোলাম মওলা, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কিশোরগঞ্জ উপস্থিত ছিলেন।

পরিশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হিলিপ ১৬৮ টি কার্যক্রম ও উপ কার্যক্রমসম্পন্ন একটি জটিল প্রকল্প যা হাওর অঞ্চলের পাঁচটি জেলায় অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এ অঞ্চলে কাজ করছে। প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে বিশেষ করে ফ্ল্যাশ ফ্লাড, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, শিলা বৃষ্টি, বজ্রপাত, পলিভরাট ইত্যাদি এবং প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা হাওরের জন্য উল্ল্যেখযাগ্য সমস্যার মধ্যেও কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এর মধ্যেও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৬৭.৯০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬২.৮২%। আশা করা হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত বর্ধিত সময় ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ''টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প''-টি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ উহার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেকসই ''পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)'' গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যাদিসহ নতুন উপ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পুরাতন উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ করা হবে। প্রকল্পের মূল ডিপিপি ২৮-০৩-২০১৭ ইং সালে অনুমোদন হলেও প্রকল্পটির প্রধান কার্যক্রম মূলত ০১-০১-২০১৭ ইং তারিখে থেকে শুরু হয়। ৫০ টি নতুন ও ২৫০ টি পুরাতন উপ-প্রকল্প সম্প্রাসারন/পুনর্বাসন সহ মোট ৩০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ৩১-১২-২০২১ ইং তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৯৮৯০.৬৪ লক্ষ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় ২৭টি জেলায় (রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলা, বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের পার্বত্য ৩টি জেলা এবং খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা) মোট ৩০০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের উপকৃত এলাকার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর। প্রকল্প বাস্তবায়নে ৭২,৫০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আসবে। প্রকল্প এলাকায় ৮৩৩২০ টন দানা জাতীয় শস্য ও অদানাদার শস্য এবং ১৫০ টন মৎস্য অতিরিক্ত উৎপাদিত হবে।

উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের দক্ষতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য রিসার্স ইনস্টিটিউট, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৬৩ টি কোর্সে ২০৮৭ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ বাবদ মোট খরচ হয়েছে ১২৯.৭৬ লক্ষ টাকা। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হত দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূর করা। প্রতিটি উপ-প্রকল্পে একটি করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ১২জন সদস্য থাকে যার মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অংশ নারী সদস্য। এভাবে সকল উপ-কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৩৩% নারী সদস্য থাকতে হবে। নারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে (সেলাই প্রশিক্ষণ, এমব্রয়ডারী, শাক-সবজি চাষ, মধু চাষ, মাশরুম চাষ, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন ইত্যাদি)। তাদের স্বাবলম্বী করাও প্রকল্পের লক্ষ্য। পাবসস উপ-বিধির (By-Law) মাধ্যমে পরিচালিত হয়। প্রকল্প এলাকায় ১৮ বছরের উর্দ্ধে এবং মানসিক ভাবে সুস্থ প্রতিটি মানুষই পাবসসের সদস্য হতে পারে। প্রতি সদস্যের কাছ থেকে প্রতিমাসে সঞ্চয় উত্তোলন করা হয় (উপ-বিধিতে উল্লেখ মত) এবং প্রত্যককেই পাবসস এর একটি করে শেয়ার কিনতে হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য এলজিইডি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সমবায় অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে এবং প্রতিবছর সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিটি উপ-প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করে।

পাবসস গঠনের শুরুতেই একটি সাংগঠনিক কমিটি (OC) গঠন করা হয় যার কর্মকাল থাকে তিন মাস, পরে প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি (FMC) গঠিত হয় যার মেয়াদ থাকে ২ বছর এবং পরবর্তীতে নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কমিটি (MC) গঠিত হয় যার মেয়াদ থাকে ৩ বছর। এভাবে প্রতি ৩বছর পর পর নির্বাচন সম্পন্ন হয়। শেয়ার-সঞ্চয়ের টাকা থেকে পাবসসের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচিত দরিদ্র সদস্যরে মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয় স্বল্প পরিমাণ সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে। উদ্দেশ্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর প্রতিটি সদস্যের দারিদ্র্য হ্রাস করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ''টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প '' এর আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	পরিমাণ
১	খাল পুনঃখনন	৭৬.৬৮৫ কি:মি:
২	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প	১৩ টি

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের করে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কাজে সহায়তা করা। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন-২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিলো। পরবর্তীতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৫ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে হতে ১৪৭টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮৭,২৪০ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬৩,২৭৮ টন এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ১,৩৯,৮০৬ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৯,২৭৯ টন হবে এবং ২,৮০,০০০ টি পরিবার উপকার পাবে।

২০১৭-১৮ইং অর্থ বছরে নতুন কোন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়নি। তবে বিগত ২০১৬-১৭ইং অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন ৭৭টি উপ-প্রকল্প ইতিমধ্যে ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহীত ৫৩টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪১টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত ও বাস্তবায়নাধীন বাকী ১২টি উপ-প্রকল্প ২০১৭-১৮ইং অর্থ বছরে ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ২,৫১৮ টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ২০,৯৭৩ জন নারী এবং ৪১,৯৩২জন পুরুষ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৭২০টি প্রশিক্ষণ ইভেন্ট ১২,৪৮৬ পুরুষ এবং ৮,২৬৮ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। ফলে ৬৫,৩৪৯ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ, ২৯০টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২৯০টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

অংশগ্রহণমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কাজের প্রকার	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/ পুণঃনির্মাণ (কিঃমিঃ)	১২২.৯৯ কিঃমিঃ
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	২১৫ টি
৩	সেচ এলাকা (হেক্টর)	২৭,২৯৬ হেঃ
৪	উপকারভোগী এলাকা (হেক্টর)	২৭৮,৭৬১ হেঃ
৫	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	২৩৩০.০৪ কিঃমিঃ
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	৪১২ টি

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এডিবি-ইফাদ এর যৌথ লোন রিভিউ মিশন গত ২৭ -৩০, মার্চ ২০১৮ তারিখে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বগুড়া, রংপুর, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর জেলার ৮টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মিশন মাঠপর্যায়ে উপ-প্রকল্প অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুনগতমান পরীক্ষা করে দেখে এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মতবিনিময় করে। এরপর মিশন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সাথে ভৌত কাজের অগ্রগতি, তহবিল ছাড়করণ, পুনঃভরন, কার্যাদেশ প্রদান এবং অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে উপ-প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে অবহিত করেন। এছাড়াও মিশন কৃষি, মৎস্য, সমবায় অধিদপ্তরের প্রধানগণের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাবসস এর দক্ষতা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। ৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে মিশন মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্পের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এবং সচিব মহোদয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

যশোর জেলাধীন কথুরাকান্দি উপ-প্রকল্পে সবজি চাষে সাফল্য

সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় মাছ চাষে স্বাবলম্বী বাঘা বিল পাবসস সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন ইফাদ পরিদর্শন টীম

নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্র্যের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির (বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে) সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্রের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় ''দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা'' প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১২৫.৮০ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে "'নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" অন্যতম। প্রকল্পটির আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলসহ ১৪টি জেলার ১৮টি পৌরসভায় দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় পৌরসভাগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকল্প হতে "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র এলাকায় টয়লেট স্থাপন, টিউবওয়েল ও সোলার লাইট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পিছিয়ে পড়া ৩৬৯ জন দরিদ্র নারীকে নকশীকাঁথা ও সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত সেলাই মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসে অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পটি দেশের মোট ৩১টি পৌরসভার জন্য প্রণীত দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রাথমিক দল ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতাভূক্ত পৌরসভা এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ১৭৫টি বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ১৭০০টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে যার প্রত্যেক সদস্যই নারী। প্রাথমিক দল পরিচালনা ও উন্নয়ন বিষয়ে ৫৫টি ব্যাচে প্রায় ১৮০০ জন নারী এবং পুরুষকে প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। স্ব-স্ব চাহিদার ভিত্তিতে নিজেদের দ্বারা অবকাঠামো নির্মিত হওয়ায় একদিকে এ সকল অবকাঠামো গুণগতমান যেমন ভাল হবে, স্থায়ীত্বের দিক থেকেও অনেক বেশি টেকসই হবে। অন্যদিকে দরিদ্র নারীদের মাধ্যমে এ কাজটি সামগ্রিকভাবে সম্পাদন করায় ঐ সকল দরিদ্র নারীদের আত্মবিশ্বাস এবং সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে এই বস্তিবাসীগণ এখানে শ্রম দেয়ার মাধ্যমে তাদের কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

"ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ১৪টি কলোনীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে অমানবিকভাবে বসবাসরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য দয়াগঞ্জ, ধলপুর সূত্রাপুর ক্লিনার্স কলোনীর ঝুঁকিপূর্ন ভবন ভেঙ্গে সেখানে নতুন ভবন নির্মাণ কাজ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি ৪তলা ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে ১৩টি ১০তলা ভবনে ১১৫৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান। ইতোমধ্যে ৪টি ১০ তলা ভবনের ৩৪৫টি ফ্লাট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা গত ০৮/১০/২০১৮ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে। ৬টি ভবনে ৪৬৫টি ফ্লাট নির্মাণ কাজ জুন ২০১৯ নাগাদ সমাপ্ত হবে এবং হস্তান্তর করা হবে। এ প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত সুবিধা বঞ্চিত ১১৫৫টি পরিচ্ছন্নতা কর্মী পরিবার উন্নত আবাসন ব্যবস্থা পাবে। এতে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন হবে। ফলে তাদের নিকট হতে উন্নত সেবা পাওয়া যাবে।

অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচন

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১,১৭১.৪৪ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	৭২৮.০২	৬৬৫.৬০
	খ) নগর অবকাঠামো	১২৫.৮০	১২৫.৬৩
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১৮৬.৩০	১০৪.৮৬
২।	রাজস্ব খাত	১৩১.৩২	১৩১.৩২
	মোট	১,১৭১.৪৪	১,০২৭.৪১ (৮৭.৭০%)

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অর্জন। ইতিহাসের এই সাফল্য অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার বেশ কয়েকটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করছে, একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক এতদ্‌সম্পর্কিত বাস্তবায়িত চলমান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী নিচে দেয়া হয়েছে।

১। প্রকল্পের নাম ঃ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ১,২২৩.৫৪ কোটি টাকা
বাস্তবায়নকাল ঃ জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২০
কার্যক্রম ঃ ৪৭০টি উপজেলায় ৫ তলার ফাউন্ডেশনে ১ম পর্যায়ে ৩ তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি ভবনের ফ্লোর এরিয়া ২,২১৭ বর্গফুট। ১ম ও ২য় তলায় মোট ১২টি দোকান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে। ৩য় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস, হলরুম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।

বর্তমান অবস্থা ঃ ইতোমধ্যে ৩৯৩টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ৩১৩টি ভবন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ৮০টি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং অবশিষ্ট ৭৭টি ভবনের স্থান নির্বাচন ও সার্ভে কাজ চলছে।

২। প্রকল্পের নাম ঃ ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প।
প্রকল্প ব্যয় ঃ ২৬৬.৩৭ কোটি টাকা
বাস্তবায়নকাল ঃ জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৮
কার্যক্রম ঃ এক তলা বিশিষ্ট সম্পূর্ণ পাকা বাসস্থানের প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ৫০০ বর্গফুট। যাতে ২টি বেড রুম, ১টি ড্রইং কাম ডাইনিং, ১টি রান্না ঘর ও সামনের পাশে ১টি গ্রীল দেওয়া বারান্দা রয়েছে। এছাড়া পেছনের অংশে ১টি প্রশস্থ উন্মুক্ত বারান্দা এবং মূল ভবনের বাহিরে টিউব-ওয়েল ও টয়লেট রয়েছে। এছাড়া ১টি গবাদী পশু ও ১টি হাঁস-মুরগীর শেড রয়েছে, যা বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত হবে।

বর্তমান অবস্থা ঃ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৪৫৬টি উপজেলায় ২৯৬০টি বাসস্থান নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাগণের সন্তানদের আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য ১০০০ জনকে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সিরাজুল হক তিলক এর জন্য নির্মিত বাসস্থান, কাশিপুর, বরিশাল সদর, বরিশাল

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, গৌরনদী, বরিশাল

জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD)

অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়নকে যুক্ত করলে তা হবে একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। দেশের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এর কাঙ্খিত সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এই অংশগ্রহণ সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক। নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জেন্ডার সমতায়নে এবং তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ অংশীদারিত্বমূলক করতে পারলে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্জিত সামগ্রিক উন্নয়ন হবে সুসংহত।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মূলতঃ এর তিনটি প্রধান সেক্টর যথা: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষ্য নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনে ২০০২ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রথম জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ২০০৮-২০১৫ সালের জন্য উন্নীত করে তা বাস্তবায়নে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে ২০১১ সালে সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা এবং একই বছরে সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইতিপূর্বে প্রণীত এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা বিষয়ক তিনটি পৃথক পৃথক কৌশল পর্যালোচনা করে এলজিইডি'র একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা বিষয়ক কৌশল প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কৌশলের ধারাবাহিকতায় সেক্টর ভিত্তিক আলাদা আলাদা কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে 'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' উক্ত মেয়াদের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে তৃতীয় মেয়াদে ২০১৬-২০২১ এর জন্য এলজিইডি'র সার্বিক সেক্টরসহ মোট চারটি আলাদা আলাদা জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এ সভায় গ্রামীণ, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলোর মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মপরিবেশ, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি জেন্ডার সমতা বিষয়ক ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জন। ফোরামের সভাপতি-অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), সদস্য সচিব-সৈয়দা আসমা খাতুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এবং বাকী ২৩ (তেইশ) জন হলেন এলজিইডি'র সদর দপ্তর পর্যায়ের বিভিন্ন সিনিয়র কর্মকর্তা যেমন-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী।

ডে-কেয়ার সেন্টার

এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০৬-মাস থেকে ০৫-বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিসকালীন সময়ে নিরাপদে রাখার মূল উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি'তে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা হয়। ছোট্ট শিশু সন্তানদের কাছাকাছি রেখে কোন মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ রাখা, শিশুদের মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা এবং সর্বোপরি, নারীদেরকে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ডে কেয়ার সেন্টারের দু'টি দৃশ্য

সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ আউলাদ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এবং সদস্য-সচিব হিসেবে সৈয়দা আসমা খাতুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটি ০৩ (তিন) মাস অন্তর ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকেন। এই ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার জন্য ০১ (এক) জন সুপারভাইজার, ০২ (দুই) জন সহকারী সুপারভাইজার এবং ০৫ (পাঁচ) জন কেয়ার গিভার রয়েছে। এ ছাড়া ডে-কেয়ার সেন্টারের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে শিশু সন্তানদের অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব আলোচনা সভা করে থাকেন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ডে-কেয়ার সেন্টারটি পরিচালনা করার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৮ এর প্রতিপাদ্য-

'সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা

বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবন ধারা।'

এ প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও এলজিইডি জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৮ উদযাপন করেছে।

সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে সদর দপ্তর পর্যায়ে এলজিইডি'র অধীন জেন্ডার সংবেদনশীল বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি হতে সুফল ভোগ করে যে সকল দুঃস্থ নারী আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন তাঁদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান এবং অন্যদের মাঝে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার, সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সম্মানে ক্রুশিওর বিতরণসহ ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

এলজিইডি কর্তৃক আয়োজিত ০৮ মার্চ, ২০১৮ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রাপ্তগণ

এলজিইডি'র পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্য থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রাপ্ত নারীদের তথ্যাদির আলোকে প্রতি সেক্টর থেকে ০৩ (তিন) জন করে মোট ০৯ (নয়) জন সফল নারীকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। মানবিক ও পেশাগত দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ক্ষমতায়ন এই পাঁচটি মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সেক্টর ভিত্তিক তিনটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে এসব আত্মনির্ভরশীল নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে ফটোগ্যালারীর মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থা রেখে সেখান থেকে সফল তিনটি প্রকল্পকে নির্বাচন করা হয়েছে একটি বিশেষ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে। জেন্ডার কার্যক্রমে সফল এই তিনটি নির্বাচিত প্রকল্প যথাক্রমে: (১) অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (২) হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৩) রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-II । নির্বাচিত এই তিনটি প্রকল্পকে সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে, সফল ০৯ (নয়) জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী যাদেরকে সম্মাননা হিসেবে ১ম পুরস্কার ১২,০০০/=(বার হাজার), ২য় পুরস্কার ১১,০০০/=(এগার হাজার) এবং ৩য় পুরস্কার ১০,০০০/=(দশ হাজার) টাকা, সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়, তাদের তথ্যাদি নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত করা হলো-

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৩ (তিন) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্পের নাম
১	ললিতা রায়	প্রথম	তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
২	মোছাঃ মরিয়ম বেগম	দ্বিতীয়	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম
৩	কুদবানু	তৃতীয়	বিয়ানী বাজার, সিলেট	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-II

নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৩ (তিন) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	পৌরসভা	প্রকল্পের নাম
১	বিউটি আক্তার	প্রথম	বান্দরবান পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-III
২	তাজনাহার আক্তার	দ্বিতীয়	লাকসাম পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-III
৩	মোছাঃ লাকী খাতুন	তৃতীয়	নাগেশ্বরী পৌরসভা	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড উন্নয়ন প্রকল্প

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ০৩ (তিন) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	প্রকল্প/ইউনিটের নাম
১	নুসরাত বেগম স্বপ্না	প্রথম	সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
২	রোজিনা আক্তার	দ্বিতীয়	ফুলপুর, ময়মনসিংহ	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট
৩	করফুন্নেছা	তৃতীয়	বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প

সম্মাননা, সনদ ও ক্রেস্ট প্রাপ্ত সফল আত্মনির্ভরশীল নারীদের একাংশ

এ ছাড়া জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রম পরিদর্শন। পরিদর্শনের লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলি হলো-

কাজের উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ তা জেন্ডার সংবেদনশীল কিনা (নির্মাণ সাইটে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক লেবার শেড, নিরাপদ পানি পানের ব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অস্থায়ী শিশু দিবা-যত্ন সহায়ক সুবিধা ইত্যাদি উপযুক্ত কিনা)। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকগণকে মজুরী সঠিক সময়ে এবং একই প্রকৃতির সম-পরিমান কাজের জন্য সম-মজুরী পরিশোধ করা হয় কিনা। শ্রমিক হিসেবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা আলাদাভাবে নিরূপিত হয় কিনা এবং women's কর্তৃক Women's Market Section পরিচালিত হয় কিনা। জেলা পর্যায়ে 'জেন্ডার কমিটি' গঠন এবং কমিটির সভা নিয়মিত অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হয় কিনা। জেলা জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা এবং জেলার মাসিক সভায় 'জেন্ডার বিষয়' এজেন্ডাভুক্ত হয় কিনা। প্রতি ছয় মাস অন্তর জেলা থেকে পল্লী উন্নয়ন সেক্টর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের প্রতিবেদন 'জেন্ডার মনিটরিং ফরমেট' এর আলোকে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এ প্রেরণ করা হয় কিনা। অপরদিকে, নগর সেক্টরের আওতায় পৌরসভা থেকে 'জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রতিবেদন' সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের মাধ্যমে নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট অথবা জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এ প্রেরণ করা হয় কিনা। উপরোক্ত লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে ইতোপূর্বে কিছু জেলা পরিদর্শন করা হলেও এ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন। এজন্য ৬৪টি জেলাসহ পৌরসভাগুলিতে এলজিইডি'র ভৌত কার্যক্রম পরিদর্শন টিম কর্তৃক ফলোআপ করার সাথে জেন্ডার সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত কার্যক্রম ফলোআপ করার বিষয়টি ২০ পরিদর্শন টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

''কাইজেন'' কার্যক্রম

"কাইজেন" দু'টি জাপানী শব্দের সমন্বয়। 'কাই' অর্থ 'পরিবর্তন' এবং 'যেন' অর্থ 'আরো ভাল'। সুতরাং 'কাইযেন' এর অর্থ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ 'অব্যাহত উন্নয়ন'। সুতরাং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন বা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যাতিরেকেই নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের প্রয়োগ এবং দক্ষতার সাথে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে'কাইযেন'।

'কাইজেন' এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলোঃ ১) জনগণ এবং সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করা। ২) নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সাধারন জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ৩) অফিসের প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মতামত নিয়ে টিম-এ কাজ করা ৪) সীমিত সম্পদ ও জনবল ব্যবহার করেই উন্নয়ন করা।

'কাইজেন' প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ হলো- ১) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ২) কর্মক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ৩) সফলতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের থেকে মর্যাদাকর মতামত প্রাপ্তি হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকমর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সর্বপ্রথম টাঙ্গাইল জেলায় "কাইজেন" কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা অনুসরণে ক্রমান্বয়ে তা ধারাবাহিক ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ৮টি জেলার ৫৫ টি উপজেলায় ৫৫টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই কার্যক্রমের অগ্রগতি ১০০%। 'কাইজেন' বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে গাজীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে পুরস্কৃত করে জাপানে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরন করা হয়েছে। এলজিইডি'র জেলা অফিসসহ সকল উপজেলা অফিসে হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণ, উপজেলা সড়কের অফপেভমেন্টের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা রাস্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধিকরণ, দুর্ঘটনা এড়াতে সড়ক নিরাপত্তার উপর সিডি (কম্প্যাক্ট ডিস্ক) এর ব্যবহার করে উপজেলাধীন সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ ভিডিও প্রদর্শন কর্মসূচি, উপজেলায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের সামনে সতর্কতামূলক নির্দেশনা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মার্কিং ও স্পিড ব্রেকার মার্কিং, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, উপজেলায় অবস্থিত পাবলিক টয়লেট ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, অফিসের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বর্ধন, অফিস চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও পুরাতন নথিগুলি গুছিয়ে আলাদাকরণের কাজ চলমান রাখা যার ফলে কর্মস্থল কর্মপোযোগী হয়, উপজেলা অফিসে অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, এলজিইডি'র জেলা অফিসে প্রকল্প মনিটরিং নতুন উ ভ্রাবনী প্রক্রিয়া ট্রিমেথড অনুসরণ, উপজেলায় চলমান প্রকল্পসমূহে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ রোধকরণ, গ্রোথ সেন্টারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা এই কার্যক্রমে গৃহীত স্কিমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এলজিইডি জাইকার সহায়তায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনে (নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) সিটি গভারনেন্স প্রকল্পে (CGP) সিটি কর্পোরেশনের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য "কাইযেন" কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করেছে।

সরকারী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) ও জাইকার যৌথ উদ্যোগে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে তাদের নিজ নিজ সেবার মানোন্নয়নের একটি কাঠামো গড়ে তোলা।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মহান বিজয় দিবসে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং এলজিইডি'র অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি-৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও, বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র সদর দপ্তরের নিজস্ব চত্বরে বিজয় মেলা ২০১৭-এর আয়োজন করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প তাদের প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত ষ্টলসমূহে প্রদর্শিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভিত্তিতে এক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ও এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, পরামর্শক ও কর্মচারীবৃন্দ।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ বিজয় মেলা উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক, এ সময় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং এলজিইডির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিজয় মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক ও এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৮.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভারের শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এলজিইডি'র আওতায় নির্মিত ৮.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভারের শুভ উদ্বোধনের পর জনগণের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ অংশ খুলে দেন। ফ্লাইওভারটি নির্মাণের ফলে রাজধানী ঢাকার তেজগাঁও, মগবাজার, মৌচাক, মালিবাগ, শান্তিনগর, রাজারবাগ এবং আশপাশের এলাকায় সৃষ্ট যানজট নিরসণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'র শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ জুন ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর নির্মিত ৯৫০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু'র শুভ উদ্বোধন করেন। সেতুটি নির্মাণের ফলে রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলায় সরাসরি সড়ক যোগযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সেতুটি এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় পাইকগাছা আরএন্ডএইচ-বাঁকা জিসি সড়কে কপোতাক্ষ নদীর উপর নির্মিত ৩১৫ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট ব্রীজের শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ মার্চ ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় পাইকগাছা আরএন্ডএইচ-বাঁকা জিসি সড়কে কপোতাক্ষ নদীর উপর নির্মিত ৩১৫ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট ব্রীজের শুভ উদ্বোধন করেন। ব্রীজটি নির্মাণের ফলে খুলনার সাথে সরাসরি সড়ক যোগযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে, যা উন্নত যোগাগোগ, পণ্য পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন হারতা-বানারীপাড়া বর্ডার রাস্তায় হারতা বাজারের নিকট কঁচা নদীর উপর নির্মিত ২৮০ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলাধীন হারতা-বানারীপাড়া বর্ডার রাস্তায় হারতা বাজারের নিকট কঁচা নদীর উপর নির্মিত ২৮০ মিটার দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন করেন। ব্রীজটি নির্মাণের ফলে উজিরপুর উপজেলার সাথে বানারীপাড়ার সরাসরি সড়ক যোগযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে, যা উন্নত যোগাগোগ, পণ্য পরিবহন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ফলে এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং জাহাঙ্গীরপুর ও নান্দাইল ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন এবং জাহাঙ্গীরপুর ও নান্দাইল ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। ভবনসমূহ নির্মাণের ফলে জনপ্রতিনিধি, সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তৃণমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) সরকারের একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। গত ২০ জুন ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ দেশের ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় নির্ধারিত সময়ে শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি এপিএ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে এলজিইডি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় নির্ধারিত সময়ে শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি বলেন, এপিএ-এর আওতায় কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিবীক্ষণে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তা সমাধানে সদর দপ্তরে একটি হেলপ ডেস্ক চালু করা যেতে পারে। এপিএ অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি তা মূল্যায়নের ওপর তিনি জোর দেন। প্রধান প্রকৌশলী সদর দপ্তর, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা এ চার স্তর বিবেচনায় নিয়ে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেন।

এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) ইফতেখার আহমেদ বলেন, এপিএ বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ ধারণা থাকা প্রয়োজন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে এপিএ বাস্তবায়ন অগ্রগতি আরও তরান্বিত হবে তিনি মন্তব্য করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) পি কে চৌধুরী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা বিভাগ) খন্দকার আলীনূর, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ।

২০ জুন ২০১৮ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর সাথে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও এলজিইডি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড ঃ এলজিইডি ও কেএফডব্লিউ'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে অর্থ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেশন অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ (ইউএনসিসিসি) আওতায় গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। জিসিএফ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এ পরিবর্তনের উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে এলজিইডি ও কেএফডব্লিউ যৌথভাবে বাংলাদেশের জন্য ক্লাইমেন্ট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রেমিং প্রজেক্ট (সিআরআইএম) শিরোনামে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং আগস্ট ২০১৫ জিসিএফ-এ তা জমা দেয়। গত ২-৫ নভেম্বর ২০১৫ তে জিসিএফ-এর বোর্ড সভায় ৯৫টি দেশ থেকে আসা প্রস্তাবের মধ্যে বাংলাদেশের প্রকল্পসহ মোট ৮টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। জিসিএফ কর্তৃক বাংলাদেশের জন্য অনুমোদিত এটিই প্রথম প্রকল্প।

জিসিএফ অনুদানের বিষয়ে গত ৮ মার্চ ২০১৮ মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত-এর উপস্থিতিতে ইআরডিতে কেএফডব্লিউ ও ইআরডির মধ্যে আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি'র) সচিব কাজী শফিকুল আযম এবং কেএফডব্লিউ পক্ষ থেকে কেএফডব্লিউ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রোলান্ড সিলার স্বাক্ষর করেন। কেএফডব্লিউ এবং ইআরডি'র চুক্তি স্বাক্ষরের পর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ(একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর(এলজিইডি)। এ আর্থিক চুক্তির আলোকে একইদিনে কেএফডব্লিউ ও এলজিইডি'র মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আলাদা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং কেএফডব্লিউ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রোল্যান্ড সিলার স্বাক্ষর করেন।

৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সরকার ও জিসিএফ-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও কেএফডব্লিউ'র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য রোলান্ড সিলার শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন।

সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দীর্ঘ সেতু ও সড়ক নির্মাণের জন্য সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ৮টি দীর্ঘ সেতু এবং ১৮৫ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি ও সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হবে। সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় নির্ধারণে সুপারিশও প্রণয়ন করা হবে। এ সমীক্ষা ফলাফল বিবেচনায় নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি এবং তা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। চুক্তিতে এলজিইডি'র পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহ। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ জয়নাল আবেদীন ও নূর মোহাম্মদ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ তারিখে সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দীর্ঘ সেতু ও সড়ক নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও সিইজিআইএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব প্রকৌশলী মোঃ ওয়াজি উল্লাহসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৮' তে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে গত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮ দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ৩ দিনব্যাপী 'উন্নয়ন মেলা-২০১৮' উদ্বোধন করেন। এবারের মেলার প্রতিপাদ্য ছিল ''উন্নয়নের রোল মডেল, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ'। এ মেলা আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রম ও সাফল্যগাঁথা প্রান্তিক পর্যায়ে তুলে ধরা এবং সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।

এ মেলায় অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরের পাশাপাশি এলজিইডিও অংশ নেয়। এলজিইডি দেশের ৬৪ জেলা সদরে ও সব উপজেলায় স্টল স্থাপন করে। স্টলে 'উন্নয়নের ৯ বছর মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ' বিষয়ে এলজিইডি'র বিভিন্ন অর্জনের ছবি ও তথ্য প্রদর্শিত হয়। মেলা উপলক্ষে এলজিইডি পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন অর্জনের ওপর একটি তথ্য পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি ও উদ্ধৃতি ব্যবহার করে স্টল ডিজাইন করা হয়। প্রতিটি স্টলে এলজিইডি'র কার্যক্রমের ওপর ভিডিওচিত্র প্রদর্শিত হয়। বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী এলজিইডি'র স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। এলজিইডি কর্তৃক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত স্টলসমূহের মধ্যে থেকে ১৯৮টি স্টল পুরস্কৃত হয়েছে।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ

১) **জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ,** প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি।

ফোন ঃ ৮১১৪৮০৫, ৮১১৬৮১৭ ; ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

২) **জনাব খন্দকার আলীনূর,** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।

ফোন ঃ ৯১২৯১০০; ই-মেইলঃ ace.urban@lged.gov.bd

৩) **জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুল,** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।

ফোন ঃ ৮১৪৪৪৬৫; ই-মেইলঃ se.pme@lged.gov.bd

৪) **জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন খান,** নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।

ফোন ঃ ৯১১৯৮৪৩; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৫) **জনাব মোঃ আবু ছায়েদ,** নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।

ফোন ঃ ৯১১৬৯৩৬; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৬) **জনাব সোহানা পারভীন,** সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।

ফোন ঃ ৯১২৬৫৬৮; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়

প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট

এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

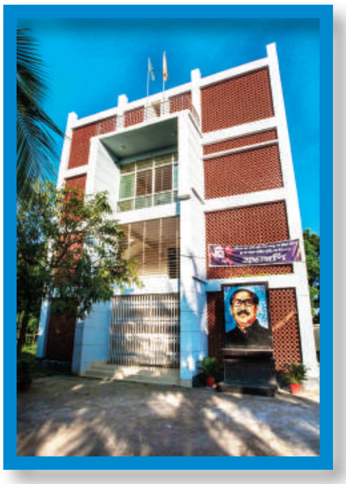

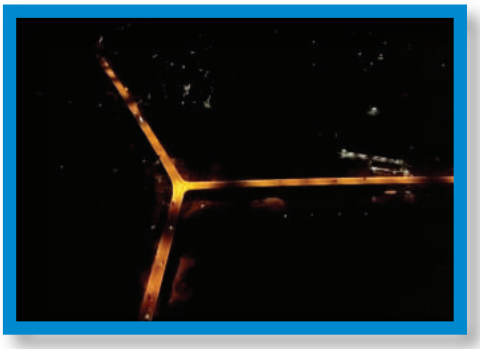

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.lged.gov.bd